মিথিলায় ভগবান

(পৌরাণিক পঞ্চাঙ্ক নাটক)

শ্রীগৌরগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

প্রথম সংস্করণ

শ্রাবণ, ১৩৩৩

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র

উৎসর্গ-পত্র

বাবা! আপনি এখন পরলোকে। আপনার আদেশবা প্রতিনিয়তই আমার মনে জাগরূক ছিল। নানা প্রকার অশান্তি বশত এতদিন তাহা পালন করিয়া উঠিতে পারি নাই। আজ এই "মিথিলা ভগবান" আপনার শ্রীচরণোদ্দেশে উৎসর্গ করিয়া, আপনার আ প্রতিপালনে কৃতসংকল্প হইয়াছি। ইহার মূলে, আপনারই অসী কৃপা বিরাজ করিতেছে। আপনার স্নেহ-রসে ইহাকে সিক্ত করি লইলে ধন্য হইব।

ভূমিকা

কৃত্তিবাসী রামায়ণ হইতে মূল সংগ্রহ করিয়া নাটকখানি রচনা করিলাম। এই কার্য্যে, আমার এই প্রথম চেষ্টা। সুতরাং রচনার মধ্যে কোনরূপ কৃতিত্ব না থাকাই সম্ভব। নাটক হিসাবে, মূল ঘটনা যে ভাবে পরিবর্দ্ধিত ও অতিরঞ্জিত করা হইয়াছে; তাহাতে কোন প্রকার দোষাবহ বিষয় লক্ষিত হইলে, সুধীবর্গ অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে জানাইবেন—আমি, ভবিষ্যতে যতদূর সম্ভব তাহা সংশোধন করিবার চেষ্টা করিব।

উপর্য্যুক্ত রামায়ণে, পূজার জন্য গোলাপ পুষ্পের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। সেই জন্য মিথিলার পুষ্পোদ্যানে আমি গোলাপপুষ্পের বর্ণনা করিয়াছি। আশা করি, এ বিষয়টী লইয়া কেহ কোনরূপ আপত্তি করিবেন না।

মুদ্রণ-দোষে পুস্তকের ৬৪ পৃষ্ঠায়, কৌশল্যার ২নং উক্তির সহিত দশরথের ৩নং উক্তি সংযুক্ত হইয়া গিয়াছে। অবশ্য একটু ভাল করিয়া দেখিলে, পড়িবার পক্ষে অসুবিধা হইবে না।

নানা কারণে পুস্তকখানিতে আমার ভুল ত্রুটী অনেক রহিয়া গেল। সেজন্য আমি সকলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। মুদ্রণ-দোষ-জনিত যে কয়েকটী ভুলে পুস্তক পাঠের পক্ষে পাঠক পাঠিকা-বর্গের অসুবিধা হইতে পারে—শুদ্ধ তাহাদেরই একটী শুদ্ধিপত্র পুস্তকে প্রদত্ত হইল।

নাটকখানির পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম-এ, এবং শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়দ্বয় যাহা যাহা অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন; তাহাদেরও যথাযথ অনুলিপি শেষাংশে সংযোজিত হইল। এ সম্বন্ধে অপরাপর সুধীবর্গের অভিমত জানিতে পারিলে বিশেষ অনুগৃহীত হইব।

বিনীত—

শ্রীগৌরগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়

পাত্র-পাত্রীগণ।

ইন্দ্র, চন্দ্র, যম, বরুণ, শনি।

বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ।

দশরথ—অযোধ্যার রাজা।

রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন (ঐ পুত্রগণ) মন্ত্রী, বিদূষক।

জনক—মিথিলার রাজা।

শতানন্দ (ঐ পুরোহিত), হারাধন (ঐ কর্ম্মচারী),

মারীচ—রক্ষঃ সেনাপতি।

অযোধ্যার পাঠশালার শিক্ষক, বালকগণ, ব্রাহ্মণগণ,মুনিগণ,

রাক্ষসসৈন্যগণ, অযোধ্যার জনৈক ব্রাহ্মণ,

পথিকগণ, নৃপতিগণ, নাবিক, মাল্লা,

কৈবৰ্ত্তদ্বয়, সন্ন্যাসী-গণ।

কৌশল্যা সুমিত্রা (অযোধ্যার রাণীদ্বয়)

সীতা (জনকের কন্যা)

অহল্যা (গৌতম পত্নী) মালিনী, সীতার সখিগণ,

বনবালাগণ, তরঙ্গিণীবালাগণ, কুমতি,

তাড়কা-রাক্ষসী, নারীগণ।

শুদ্ধি-পত্র

			অশুদ্ধ	শুদ্ধ
পৃষ্ঠা	৮		ভয়-বিহ্লল	ভয়-বিহ্বল
,,	২৮	মন্ত্রীর উক্তি	ম্যানি আজি	মানি আমি
,,	৩৮	দশরথের উক্তি	পারৃছ না	পারছি না
,,	৩৯	বিদূষকের উক্তি	ম্যা' বলে, কেরেচ	মা' বলে, কারো
,,	১৮১	চন্দ্রের গীত	উল্লানে	উল্লাসে

মিথিলায়-ভগবান

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্বর্গের রাজ-সভা

ইন্দ্র, চন্দ্র, যম, বরুণ ও শনি

ইন্দ্র। অবিরত শঙ্কাকুল পরাণ যাহার,
সাজে কি,
তাহার নাম দেবেন্দ্র-বাসব ?
নীচ, ঘৃণ্য,
দুরাচার রাক্ষস আদেশে,
কিঙ্করের মত সদা ছুটে যেই জন,
সেই জন,
কোন্ মুখে—মাখিয়া কলঙ্কমসি ;
'দেবতার রাজা' বলি,
দেয় পরিচয় ?

স্থর পুর শাসনের ভার,
কোন্ গুণে পিতামহ !
প্রদানিলে দুর্ব্বল বাসবে !
না জানি অথবা,
কোন্ শিক্ষা দানিতে অমরে,
অমর হইতে, বলী করিলে রাবণে ?
সহি কত,
দুর্ব্বিসহ লাঞ্ছনা দুর্ব্বার
সহি কত ; আস্থরিক ঘৃণিত আচার
কলঙ্কিয়া
স্থর পুর রত্ন-সিংহাসন ;
কে চায়,
লভিতে "ছার ইন্দ্রত্ব" এমন !
দেবগণ !
সমুদ্র মন্থনোত্থিত অমরত্ব স্থধা,
কেন হায়,
লুব্ধ প্রাণে করিলাম পান ?
বহিতে যন্ত্রণাভার—
যুগ যুগান্তরে !!

যম। বর্ণে বর্ণে সত্য তব বাণী !
মেঘ ম্লান ;
আজীবন দেব-ভাগ্য-রবি !
কম্পান্বিত চরাচর বিশ্ব
যার ভয়ে,

আমি সেই
সংহারক মৃত্যুপতি যম।
করিলে স্মরণ
মম ভাগ্যের বারতা,
ইচ্ছা হয়—
বিষ পানে ত্যজি এ জীবন !
শুধু সেই,
কুহকিনী আশার ছলনা ;
ধরি অতি মনোরমা মোহিনী মূরতি ;
ভুলাইয়া লয়ে যায়
বাধ্যতা বিহীন মনে,
সুদূর-রঙ্গীন
মিথ্যা, ভবিষ্যৎ ছবির উপর !

বরুণ। সহস্র লোচন ! ধর্ম্মরাজ !
কি কাজ স্মরিয়া আর
বিষাদ কালিমা মাখা—
নিদারুণ ছবি !
নাশে যাহা
জীবনের উৎসাহ উদ্যম ;
বুভুক্ষু শার্দ্দূল যথা—
মত্ত জীব-নাশে !
সংবদ্ধ করহ আঁখি বর্ত্তমান পটে,
নেহার তথায়,
বৈকুণ্ঠের অধিপতি,

অবতীর্ণ ধরাধামে,
চারি অংশে দশরথ-গৃহে ;
রাম, লক্ষ্মণ, ভরত শত্রুঘ্নরূপে।
বৈকুণ্ঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবী,
সর্ব্ব দুঃখ বিনাশিনী জননী কমলা ;
হইতেছে যতনে পালিত,
মিথিলার অধিপতি
রাজর্ষি জনক-গৃহে ;
আদরিণী তনয়ার রূপে !
দূর কর অলীক সন্দেহ,
কর দূর মনের চাঞ্চল্য ;
ঘুচিবে অমর দুঃখ
পূর্ণ ব্রহ্ম রামের প্রভাবে !
দেবতা সৌভাগ্যরবি,
ভাতিবে প্রদীপ্ত তেজে—
ভাগ্যাকাশে পুনঃ !

ইন্দ্র। বহু দূরে—
এখনও সে
বহু দূরে আছে জল দেব !
হইলে প্রভাত, ভাবি
কত ক্ষণে আসিবে সায়াহ্ন !
এক পল কাটিতে না চাহে
মনে হয় কাটিতেছে অতিদীর্ঘযুগ !

চন্দ্র। ধন্যবাদ সুরেন্দ্র তোমায় !

দাসত্ব শৃঙ্খলে
সদা বাঁধা যার প্রাণ,
সময় তাহার ;
ঐ ভাবে কাটে চিরদিন !
অশান্তি নাগিণী,
দংশে সদা হৃদ্‌মর্ম্মস্থল
নির্ম্মম দংশনে তার !

বরুণ। বুক পেতে নিশাপতি !
সহিতে হইবে,
জীবনের কর্ম্ম ফল যত !
ভেবে দেখ, দেবে' রক্ষিবারে ;
অসুর আহবে দনুজ-দলনী,
কত কষ্ট ক'রেছে স্বীকার !
ভেবে দেখ,
ব্রাহ্মণেব কী স্বার্থ ত্যাগ !
রক্ষিবারে শুধু দেবগণে,
পূজনীয় দধীচি ব্রাহ্মণ—
অবহেলে, নিজ অস্থি করিল প্রদান ;
নিম্মিত হইল যাতে বজ্র বাসবের !
প্রফুল্ল আনন-পটে—সে বৃদ্ধ মুনির
পড়ে নাই,
এক বিন্দু বিষাদের রেখা ;
শুধু দেবে রক্ষিবারে,—
প্রবল প্রতাপশালী বৃত্রাসুর হোতে !

অমরগণের দুঃখ—না ঘুচিল তবু!
স্থির জেনো,
কর্ম্ম ফল অনিবার্য্যরূপে
ফলে' যায় ধীরে ধীরে
জীবনের দিনগুলি বেয়ে!
যাই হোক,
আর ও কিছুদিন রহ ধৈর্য্য ধ'রে।
সময়ে হইবে পূর্ণ দেব অভিলাষ!
যার তরে,
ধরা ধামে; রামরূপে অবতীর্ণ
বৈকুণ্ঠের পতি!

ইন্দ্র। অকাট্য বচন তব, সলিলের পতি।
জানি আমি;
সময় অপেক্ষা করে সকল বিষয়।
বোঝে না অবোঝ মন;
থেকে থেকে,
কেঁদে উঠে 'কি হইল বলি'!
ধৈর্য্য ধরা হোয়েছে কঠিন;
সীমা আছে তাহারো নিশ্চয়!
কিন্তু, নাহি অন্যোপায়!
ধরিতে হইবে ধৈর্য্য
যতদিন কৃপানিধি রামচন্দ্র,
নাহি করে দয়া দেবগণে।
বিপদ বারণ তিনি,

জানি সত্য ;
করিবেন বিপদে উদ্ধার।
দেবের কর্ত্তব্য এবে শুন দেবগণ !
অলক্ষিতে থাকি,
শ্রীরামের গতিবিধি লক্ষিও সর্ব্বদা।
উপকার দর্শিবে অনেক।
(শনির প্রতি) আজ কেন গ্রহরাজ !
হেনভাব তব ?
নির্ব্বাক রহিলে কেন
অভিমত কিছু তব না করি প্রকাশ ?

শনি।—(জনান্তিকে) কি হবে অনর্থক কথা খরচ করে ? ফল ত ফলবে না কিছু ! দেবরাজ ব'লছেন নির্ব্বাক কেন ? যেরূপ অবাক ক'রেছ, তাতে নির্ব্বাক না হ'লে আর উপায় কি ? কখন—কোন্ কালে রাম রাবণকে মার্‌বে, আর গোঁফে চাড়া দি এখন থেকে ! না হয় আগে মারতেই দাও তারপর যা খুসী কোরো। আমিও ত আর কম পাত্র নই—চোখের ঠুলী দু'টো খুল্লে, পলকে প্রলয় কোর্ত্তে পারি, তবু কামাই নাই—কাপড় ধোওয়ার ! (দেবরাজের প্রতি) আমি আর কি ব'লব দেবেন্দ্র ! আপনার মতেই আমার মত। যে দিকে চালাবেন সেই দিকে চলেই আছি।

ইন্দ্র। সন্তুষ্ট হইনু আমি।
চল দেবগণ !
ক্ষণ তরে
যাই সবে নন্দন কাননে ;
প্রদানিতে শীতলতা তাপিত হৃদয়ে !

দ্বিতীয় দৃশ্য

অরণ্য

[এক জন মুনিকে আক্রমণপূর্ব্বক দুজন রাক্ষসের প্রবেশ মুনির আর্ত্তনাদ; রাক্ষসদের মুনিকে হত্যা-করণ; কুশাসন কমণ্ডলু ইতস্ততঃ নিক্ষেপকরতঃ প্রস্থান অপর দিক দিয়া অন্য একজন মুনির প্রবেশ, মৃত দেহ দর্শনে শঙ্কিত ভয়বিহ্বলচিত্তে ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক ।]

মুনি—আঁ্যা একি ? এরই মধ্যে একে হত্যা ক'রলে কে ? এইত দেখে এলুম নদীতে স্নান কোর্ত্তে যেতে। এ নিশ্চয়ই দুর্ব্বৃত্ত রাক্ষস-সৈন্যের কাজ। তা না হ'লে কে এমন অপকর্ম্ম কোর্ব্বে ? আর কত দিন, এ অত্যাচার সহ্য কোর্ব্বো ভগবন্! সর্ব্বজ্ঞ তুমি—এর প্রতি-বিধান তুমি না ক'রলে; ধর্ম্ম কর্ম্ম রসাতলে গেল যে দেব! হবিষ্যান্ন ভোজী জীর্ণ শীর্ণ ব্রাহ্মণ—বিষয় বাসনা বিহীন তপঃক্লিষ্ট—ব্রাহ্মণ—এ নির্ম্মম অত্যাচার তাঁদের উপর। আমাকেও দেখছি এই মুহূর্ত্তে কোন গুপ্ত স্থানে যেতে হোলো; নয় আমার দশাও ঐরূপ বিষাদ-ময় হবে; তার আর সন্দেহ নাই।

[মুনির প্রস্থান—ভিন্ন দিক দিয়া রাক্ষসদ্বয়ের পুনঃ প্রবেশ]

১ম। হাঁ রে, আর একটা মুনি এই দিকে আস্‌ছিল না ?

২য়। আস্‌ছিল কি ? এসেছিল! গেল কোন্ দিকে ব্যাটা ? কোথাও লুকিয়ে নাই ত ? থাম, এদিক সেদিক খুঁজে দেখি। (ইতস্ততঃ অন্বেষণ) উঁহু, দেখ্‌তে ত পাচ্ছি না। ব্যাটা বেজায় চালাক ? আগে হোতেই সট্‌কে পড়েছে! চল, যাই ঐ দক্ষিণ দিক্‌টা দিয়ে; দেখি আর কেও, চোখ বুজে বসে আছে না কি!

১ম। (নেপথ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া) একটু দাঁড়া—ঐ বুঝি সেনাপতি আস্‌ছে।

(মারীচের প্রবেশ ; রাক্ষসদ্বয়ের অভিবাদন)

মারীচ। শুন সৈন্যগণ!
কোন কার্য্যে
শিথিলতা না হয় উচিত!
আসি নাই বন মাঝে
মাত্র সপ্ত দিন ;
পাষণ্ড ভণ্ডের দল—
যজ্ঞ-ধূমে
পারপূর্ণ ক'রেছে গগন!
পূর্ণোদ্যমে
নিজ নিজ আধিপত্য—কোরেছে বিস্তার!
কর্ণ দ্বারে ঢেলে দেছে
জ্বলন্ত অনল, স্তোত্র পাঠে!
অনুক্ষণ থেকো সাবধান।
দেখো যেন দুরাচারগণ
নাহি হয় নিমগন ;
ক্রিয়া-কর্ম্ম যজ্ঞ-যাগে!
লণ্ড ভণ্ড করিবে তাহারে,
দেখিবে যাহারে রত
ভগবৎ-ধ্যানে!
ছিন্ন শির আনিবে তাহার,
রক্ষঃকুল সেনাপতি—মারীচ-সকাশে।

উত্তর দিকেতে
আমি চলিনু এখন ;
স্বয়ং সুবাহু বীর বিরাজে দক্ষিণে !
পূর্ব্ব পশ্চিমের ভার
তোমাদের শিরে !

[প্রস্থান—রাক্ষসদ্বয়ের পুনর্ব্বার অভিবাদন

১ম রাক্ষস। শুনলি ? সেনাপতির হুকুম শুনলি ? এখন যা তুই পশ্চিম দিকে, আমি পূব দিকটা দিয়ে ঘুরে আসি।

২য়। আমি ত এগিয়েই আছি ! তার উপর সেনাপতির হুকুমও বিষম কড়া !

[উভয়ের বিভিন্ন দিকে প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

মিথিলা—দেবালয় সম্মুখ।

সন্ন্যাসীগণ।

সন্ন্যাসীগণ (গীত)।—

বন্দ শঙ্কর, ভূতনাথ জটাধর, ত্রিশূলী ধূর্জ্জটী
জাহ্নবী শিরে।
শ্মশানে মশানে, ভ্রমে অনুক্ষণ, বিষয় বিরাগী
যোগী দিগম্বরে।
ভালে ইন্দু মুখে শিঙ্গাধ্বনি, বৃষভবাহন শম্ভু শূলপাণি
বাঘ ছাল পরা, ভবভয় দুঃখহরা ত্রিপুর বিনাশ
মহেশ হরে॥

(জনকের প্রবেশ)

জনক। হৃদয় শীতল করা,
কি মধুর সঙ্গীত এদের!
কোন সে সুদূর দেশে
লয়ে যায় উৎকণ্ঠিত মনে!
সঙ্গীতের তানে—
তালে তালে নাচে দশদিক;
বরষে অমৃত ধারা—অন্তরীক্ষ হোতে!
গাও হে সন্ন্যাসীগণ!
গাও হে আবার;
নীরবতা ভেদি গাও,
সুধার মধুর
অই প্রেমের সঙ্গীত!
ভেসে যাক যুগান্তের তরে
স্রোতে তার স্তব্ধ বিশ্বখানা!

সন্ন্যাসীগণ (পুনর্ব্বার গীত)।—

ভস্ম ভূষাভূষিত শরীর, অনাদি অব্যয় সত্য পরাৎপর,
দাও পদছায়া, কেটে যাক মায়া,
আবদ্ধ করিয়া রেখেছে ঘোরে। বম্ ইত্যাদি

[গীত গাহিতে গাহিতে প্রস্থান

জনক। কে কোথায়
নিদারুণ পিপাসা-আতুর?
এস ছুটে-
কর পান তৃষাহরা সুধা!
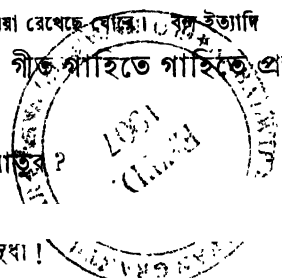
ঢেলে দাও মন প্রাণ
সঙ্গীতের অবিরাম স্রোতে !
পশ্চাতে বিরাট বিশ্ব
থাকুক পড়িয়া,
লয়ে তার,
কুটিলতা পরিপূর্ণ বীভৎস মূরতি !
অপদার্থ কার্য্যে হায়
রাজর্ষি জনক !
ভাসায়ে দিতেছ তুমি
একে একে ;
জীবনের দিনগুলি যত !
ডুবায়ে দিয়েছ
পূর্ণ বিস্মৃতির কোলে,
মধুর স্মৃতিটী তার ;
প্রভাবে যাহার তুমি মিথিলার রাজা ।
পরিহর নশ্বর বাসনা ;
পদাঘাত কর
ছার রাজত্বের শিরে !
ভেঙ্গে দাও—এ মায়া প্রপঞ্চ ;
মাতাও জীবন সদা
অপার্থিব প্রেমে !

[জনক গমনোদ্যত—বিশ্বামিত্রের প্রবেশ]

বিশ্বামিত্র। আশীর্ব্বাদ, মিথিলা-ঈশ্বর !
করুন মঙ্গলময়

মঙ্গল তোমার !
মিথিলার কুশল ত সব ?

জনক। (অভিবাদন করতঃ) স্বাগত, স্বাগত দেব !
আজি মোর প্রভাত সুন্দর !
ভাগ্য মিথিলার
সমাগত নিজগুণে,
মহাতপা বিশ্বামিত্র ঋষি !
হে ত্রিশঙ্কু ভাগ্যের বিধাতা !
চল যাই, ভবনে আমার
পরিচয় দিব তথা,—
পুঞ্জীকৃত আছে যাহা—
হৃদয়ের অতি গুপ্ত স্থানে।
কায়মনে সেবিব তোমায় !

বিশ্বামিত্র। পুলকিত, সৌজন্যে তোমার !
কিন্তু রাজা !
নাহিক সময় মোর—
রক্ষিবারে অনুরোধ তব।
গিয়েছিনু
প্রথমতঃ প্রাসাদ-সম্মুখে,
প্রহরীর মুখে
শুনি তব আগমন—দেবতা-আলয়ে ;
ফিরিনু হেথায়,
প্রদানিতে বারতা আমার।

জনক। মহত্ত্ব তোমার !

দেখা দিতে অধীন জনকে
করিয়াছ এ কষ্ট স্বীকার !
বল তবে দয়া করে'
কিবা সে সংবাদ,
যার তরে
দ্বিতীয় সৃজন-কর্ত্তা তাপস-প্রবর
স্বয়ং, আগত আজি
এ-মিথিলা পুরে !

বিশ্বামিত্র। অবগত তুমি ও নৃপতি !
দেখ ভেবে
অপার লাঞ্ছনা-ভার
ধর্ম্ম কর্ম্ম শিরে।
ভাব মনে,
রাক্ষসের প্রবল পীড়ন,
তপস্যা নিরত
ক্ষীণ ব্রাহ্মণ উপর !
বিজন বিপিনে বাস,
অনাহারে
অনিদ্রায় কাটিছে জীবন !
কত রৌদ্র,
কত শীত, কত বৃষ্টিপাত
সহি শুধু সাধনা নিরত !
আশা মাত্র
লভিতে সে-দুর্ল্লভ-চরণ !

হিংসা দ্বেষ নাহি মনে,
একমাত্র আছে হৃদে—
শিশু-সরলতা !
তবু দেখ,
কি ভীষণ—রক্ষঃ—অত্যাচার
নিষ্কলঙ্ক দোষহীন ব্রাহ্মণ উপর !
মনে হয়,
এ হেন নির্দ্দয় ;—কেও নাহি ধরাধামে
এমন দুর্দ্দশা দেখি—
নাহি ফেলে,
দুই ফোঁটা তপ্ত অশ্রুজল !
কিন্তু হে জনক !
এ দেশের রাজা তুমি !
তোমার শাসনাধীন—অরণ্য সকল।
রাজত্বে তোমার,
হয় যদি কোন পাপাচার ;
প্রতিকার চেষ্টা তাহে
নাহি কর যদি,
তোমাকেও সহিতে হইবে
সে পাপের ফল—পরিণামে !

জনক। ক্ষম ঋষিবর !
আমিও ভাবিয়া তাহা
হোয়েছি অস্থির।
অবিরত মন্ত্রণা-আগারে,

করিতেছি মন্ত্রণা কেবল ;
কিসে পায়,
মুনি ঋষিগণে
রাক্ষস-পীড়নে অব্যাহতি !
কি উপায়ে
যজ্ঞ পূর্ণ হইবে তাদের !
স্মৃতিপটে রেখেছ সম্ভব
পবিত্র গঙ্গার তীরে,
একদিন—বলেছিনু একথা তোমায়।
হৃদয় উদ্বিগ্ন ছিল,
আজিও বলিতে সেই কথা।
হে কৌশিক !
অবিদিত নহে কিছু তব,
জান তুমি ভাল মতে,
কিবা আছে জনকের
হৃদয়ের অন্তস্তল-দেশে !
কিন্তু ঋষি !
ভেবে ভেবে হইলাম সারা,
উন্মাদের পারা—ছুটি চারিদিকে ;
না দেখি উপায়
রক্ষিবারে পূজ্য দ্বিজগণে,
নিশাচর-অত্যাচার হোতে !

বিশ্বামিত্র। শুন রাজা !
করিয়াছি উপায় নির্ণয় ;

বিনাশিতে দুরাচার
রক্ষঃ সৈন্যগণে !

জনক। কি—কি উপায়
করিয়াছ ঋষি !

বিশ্বামিত্র। সে উপায় অতীব সুন্দর
এক লোষ্ট্রে
দুই পক্ষী হইবে নিপাত !
অধর্ম্ম হইবে ক্ষয় ;
ধর্ম্মের বিজয় ভেরী
বাজিবে গৌরবে,
কাঁপাইয়া চরাচর—
গভীর আরাবে তার !
শুন রাজা !
সূর্য্যবংশ অবতংস
অযোধ্যার অধিপতি, দশরথ গৃহে ;
চারি অংশে
জন্মেছেন বৈকুণ্ঠের পতি,
রাম লক্ষ্মণ, ভরত শত্রুঘ্ন রূপে !
ধন্য পুণ্য বলে বলী অজের নন্দন !
তাহার পুণ্যের বলে,
জন্মিয়াছে, হৃষিকেশ
পুত্ররূপে তার।
হরিতে অবনীভার
অবনীতে অবতীর্ণ রাম !

ভেবে মনে করিয়াছি স্থির ;
মতামত লইয়া তোমার
যাব ত্বরা অযোধ্যা নগরে।
তথা হোতে
লয়ে আসি শ্রীরাম লক্ষ্মণে ;
যজ্ঞ পূর্ণ করিব মোদের।
অসামান্য ধনুর্ব্বিদ্যা
শিখেছে কুমারগণ !
শৌর্য্যে বীর্য্যে অদ্বিতীয়
যদিও বালক !
পলাইবে রাক্ষসের দল
বীরত্বে তাদের—
ফেরুদল, যায় যথা
কেশরী-বিক্রমে।

জনক। উত্তম উপায় ইহা,
হে ঋষিপ্রবর !
এর তরে,
প্রয়োজন নাহি ছিল
মতামত লইতে আমার।
(স্বগত) আহা ! কি মধুর রাম নাম !
শুনে প্রাণ
দোলে সদা আনন্দ দোলায়।
নেচে উঠে বিশ্বখানা
আপন ভুলিয়া !

(প্রকাশ্যে)　যাও ত্বরা ঋষি-কুল-গুরু !
ফিরে এস তাহাদের লয়ে।
না পারি
সহিতে আর হেন অত্যাচার।

বিশ্বামিত্র।　নিশ্চিন্ত থাকহ তুমি।
কার্য্যভার ন্যস্ত শিরে মোর।
যাও রাজা, কার্য্যে আপনার ;
অভিলাষ পূরিবে নিশ্চয়।
এখনই, ধরিব আমি
অযোধ্যার পথ।

জনক।　ধন্যবাদ প্রদানি তোমায়।
বিশ্বময় !
হও বিশ্বামিত্রের সহায় !

[প্রস্থান

বিশ্বামিত্র। হে অব্যয় !
হে চিন্তার অতীত অনন্ত !
সুষুপ্ত জগত-বক্ষে
নিনাদি উঠুক তবে
মহত্ত্ব তোমার !
আঁখি খুলে সে নিনাদে
দেখুক চাহিয়া,
সারাবিশ্ব এক দৃষ্টে ;
দেখিবার প্রকৃত জিনিষ
বিশ্বে যাহা !

হে দীনের দীনতা নাশক !
হে কর্ম্মের বিরাট জলধি !
দেখাও এ বিশ্বজীবে,
সার কর্ম্মের সরণী কোথায় !
হে আশার অতীত অপার!
এস ত্বরা নিরাশ আঁধারে,
সাথে লয়ে
দিব্য আশা-জ্যোতিঃ !

[প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

মিথিলা—পুষ্পোদ্যান

পুষ্পডালা হস্তে সীতা

সীতা। কত মনোরম
এ পুষ্প উদ্যান !
নিত্য ফোটে নানাবিধ ফুল।
আমোদিত চতুর্দ্দিক
সৌরভে তাদের !
কত অলি ছুটে আসে
বসে ফুলে ফুলে,
পান করে
মধু তার হরষিত মনে !
বসন্তের সমাগমে যেন,
প্রকৃতি সেজেছে নব সাজে !

আজি এই মধুর প্রভাতে,
এনেছি এ ক্ষুদ্র ডালাখানি,
ভরাইতে কুসুমের দলে।
বাড়ে বেলা কথায় কথায় ;
ফুলগুলি তুলে লই আগে।

(কিঞ্চিৎ অগ্রসর)

আহা কিবা, বেড়া বেড়ি
উঠিয়াছে—লতা অপরাজিতা ;
ফুটিয়াছে নীল ফুল
ভরিয়া সারাটী দেহ তার !
এস অপরাজিতা !
এস অগ্রে
লহ স্থান ডালাতে আমার ;
হরষিতা ভগবতী
তব প্রতি অতি (পুষ্প চয়ণ)
অই দূরে
ফুটিয়াছে যূথিকার দল।
রূপে আলো,
বাসে মত্ত করিয়া উদ্যান !
তুলে লই কতক ইহার ;
দেবীপদে দানিবার উপযুক্ত ফুল।

[কিঞ্চিৎ অগ্রসর ও পুষ্প চয়ণ]

এই যে
পার্শ্বেতে মোর অতসী কুসুম,

সাজায়েছে পুষ্পোদ্যান
সোণার বরণ দিয়ে !
বড় ভাল
মানাইবে অম্বিকা-চরণে !

(পুষ্প-চয়ণ ও কিঞ্চিৎ অগ্রসর)

মরি মরি !
রূপের পসরা ল'য়ে
তুই রে গোলাপ !
এসেছিস এই বিশ্বধামে !
সুবাস হিল্লোলে তোর
আকুলিত হয় মন প্রাণ !
এত রূপ
এত গুণ একাধারে তোর ?
তাই বুঝি রক্ষিয়াছে বিধি,
কাঁটা দিয়ে সারা অঙ্গখানি !
আয় নেমে কোমল গোলাপ !
আলোকিত কর ডালাখানি ;
শোভা পাবি
অভয়ার অভয় চরণে ! (পুষ্প-চয়ণ)
আদ্যাশক্তি !
হররমা বিশ্বের জননি !
হে সতীত্বের আদর্শ মূরতি !
অজ্ঞানা বালিকা আমি ;
কি বুঝিব মহিমা তোমার ?

অফুরন্ত স্নেহের প্রতানে—
বাঁধিয়া রেখেছ বিশ্বখানি !
কণামাত্র মাগি তার
দিও মাগো অবোধ সন্তানে।
রাঙ্গা পায়ে এই নিবেদন
হোক মোর লক্ষ্য সেই পথ,
সার যাহা—
হে ভবানি ! রমণী-জীবনে !

[জনকের প্রবেশ]

জনক। সীতা !

সীতা। কেন বাবা !

জনক। ফুল তুল্‌তে এত দেরী হচ্ছে কেন মা ?

সীতা। সত্য বাবা ! আজ বড় দেরী হোয়ে গেছে। তোমার পূজো বলে মনেই ছিল না। বড় অন্যায় করেছি, বাবা !

জনক। কিছু অন্যায় হয়নি মা ! তোর মত ফুল তুলতে ক'জন পারে সীতা ? ক্ষ্যাপা মেয়ে, আমার কি কিছু জান্‌তে বাকী আছে ? গোড়া হতে শেষ পর্য্যন্ত তোর আজকার ফুল তোলা দেখেছি ; ঐ ফুলের পরিণাম কি, তাও শুনেছি। যা, মা, আশীর্ব্বাদ করি তোর মনোরথ সফল হোক্ !

সীতা। তুমিও বেশী দেরী কোর না বাবা !

[প্রস্থান

জনক। সৌভাগ্য আমার,
সীতায় লভেছি কন্যারূপে !

একাধারে
ঠিক যেন লক্ষ্মী সরস্বতী !
হেরিলে তাহায়, মনে হয়
এ সংসার নশ্বরতাহীন ;
লভিয়াছে অবিনশ্বর অসীম শকতি
সীতা-স্নেহ-জলধি হইতে,
যেমতি অমরকুল
লভিয়াছে সুধাভাণ্ড—সমুদ্র মন্থনে !

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অযোধ্যা—রাজসভা

দশরথ, মন্ত্রী ও বিদূষক

দশরথ। অতীতের কোলে
যদিও প'ড়েছে ঢলি ;
ডুবে নাই বিস্মৃতি-সাগরে, মন্ত্রি !
সে দিনের মৃগয়ার কথা !
জাগ্রত মানস পটে—এখনো সতত !
মিথ্যা অনুমানে,
জুড়িয়া ধনুকে
যবে শব্দ-ভেদী শর,
যোজনা করিনু
বিনাশিতে—জলপান-নিরত হরিণে,
দুর্ভাগ্য আমার !
বিন্ধিল অন্ধক-পুত্রে
সে নিষ্ঠুর শর !
কুরঙ্গে নিহত ভাবি
উৎফুল্লহৃদয়ে হায় !

গিয়া সেই স্থানে ;
দেখিনু সচিব !
বাণে বিদ্ধ মুনিপুত্র—ঘোর আর্ত্তনাদে
করিতেছে যন্ত্রণার ভোগ!
অদূরে পড়িয়া আছে
জলের কলস !
অবিশ্বাস হইল নয়নে !
নিকটে আইনু ব্যস্তভাবে !
নিস্পন্দ হইল সারা দেহ !
দেখিলাম স্থির চক্ষে
আমারই সে শব্দভেদী শর,
আমূল হয়েছে বিদ্ধ
বক্ষঃদেশে তার !
প্রাণমাত্র আছে সে শরীরে!
দেখিল আমায়—মেলিয়া নয়ন দুটী !
উঃ ! কি করুণ ভাব তার,
এখনও
শিহরি উঠে সর্ব্বাঙ্গ আমার !
বহুকষ্টে,
মৃত্যুর সে ভীষণ শয্যায়
বলিল আমারে
কথাগুলি প্রাণের তাহার।
শুনিয়া বিদীর্ণ হোলো
হৃদয় আমার !

অনন্ত শয়নে শুয়ে
ভুলে নাই পিতৃমাতৃসেবা !
স্কন্ধে করি
আনিলাম মুনির নিকট !
ভাবিলাম
অকপটে নিবেদিব সব ।
বিজড়িত হইল রসনা
উচ্চারিতে নিদারুণ কথা !
পুত্রগতপ্রাণ
সেই প্রবৃদ্ধ তাপস,
পুত্রবোধে ডাকিলা আমায় ।
কিন্তু হায়
কোথা পুত্র তার !
সন্দেহে ব্যাপিল তার মন ;
বুঝিলেন সকলই অন্তরে ।
দুঃখে ফেটে গেল প্রাণ তার ;
মরণের পূর্ব্বচ্ছায়া
পড়িল ললাটে !
পুত্রশোকে হইয়া কাতর,
অভিশাপ দানিল আমায় ;
বধিলে যেমতি রাজা !
পুত্র শোকে মোরে,
তুমিও মরিবে স্থির
অসহ্য দারুণ পুত্রশোকে !

তবু মন হ'ল হরষিত।
শাপে বর দানিলেন মুনি।
অপুত্রক রাজা দশরথ,
পায় যদি
পুত্রমুখদর্শনের সুখ ;
পুত্রশোকে
মৃত্যু তার বাঞ্ছনীয় তবু !
কিন্তু, লাভ করি পুত্ররূপে
রাম, লক্ষ্মণ—ভরত শত্রুঘ্নে
এক তিল সময়ের তরে
মরিবার নাহি ইচ্ছা হৃদে !
যখনই উদয় হয়
মুনিশাপ স্মৃতি-পটে মোর,
তখন ইভেবেছি
একদিন হইবে ছাড়িতে,
প্রাণাদপি প্রিয় পুত্রগণে ;
ভেঙ্গে পড়ে শিরে মোর
সুদূরের অনন্ত আকাশ !

মন্ত্রী। মহারাজ !
কি ফল ভাবিয়া
সেই মর্ম্মভেদী কথা?
ঘটিবে পর্য্যায়ক্রমে
অদৃষ্টে লিখিত যাহা !
মানি আজি এ বিষয়ে

বুঝেও বোঝেনা পিতৃপ্রাণ!
কিন্তু নরপতি,
অযোধ্যার অধিপতি তুমি!
শৌর্য্যে বীর্য্যে—সদ্‌গুণনিচয়ে
উজ্জ্বল করেছ সূর্য্যকুল!
তোমায় সাজে না কভু—
হেন অস্থিরতা!
এই ভাব,
শোভা পায় দুর্ব্বল মানবে!
দুর্ব্বল করিয়া বিধি
সৃজে নাই অজের নন্দনে।
বীরের হৃদয় তার,
সুখে দুঃখে রহিবে অটল,
ভীমকায় পর্ব্বত সমান!

দশরথ। হৃদয়ের পরতে পরতে, মন্ত্রি!
এঁকেছি চারিটী ছবি
বহু যত্ন ক'রে!
দেখাতাম বুক চিরে
হইলে সম্ভব।
নীতিকথা অকাট্য তোমার!
পাইয়াছি বিস্তর আয়াস—
ভুলে যেতে—শেলসম কথা।
কিন্তু—পারি নাই পলকের তরে,
ভুলিতে সে পুরানো দিনের,

নিয়ত নূতনসম
ভবিষ্যৎ বাণী !

মন্ত্রী। সমর্পণ কর মহারাজ !
বিভুপদে, তোমার সকলি !
তুমি আমি এ বিশ্ব জগত,
ক্রীড়ার পুত্তলী
সেই বিশ্ব নিয়ন্তার !
ধন রত্ন পুত্র পরিজন,
মাত্র তার অনুগ্রহকণা !
ভাসমান নৌকাসম
সংসার-সাগরবক্ষে মোরা ;
কর্ণধার
তিনি সে নৌকার !

বিদূষক। মন্ত্রী ম'শায় ঠিক কথাই বলেছেন মহারাজ ! সব ঈশ্বরের উপর নির্ভর কোচ্ছে। মানুষের ভাবনায় কিছু আসে যায় না। ছেড়ে দেন সব তাঁরই হাতে। তিনি ঠিক বিচার কোর্ব্বেন। তাঁর বিচারে, কখনই আপনাকে পুত্রশোকে পড়তে হবে না—বিশেষ এই বৃদ্ধ বয়সে।

দশরথ। সরলতা-পরিপূর্ণ, হৃদয় তোমার !
পশেনা সেথায়
জগতের আবিলতা যত।
তাই, প্রতি রাজসভা-মাঝে,
সমাদৃত তোমাদের শ্রেণী !
কি বুঝিবে তুমি, বিদূষক !

কত শোক-দগ্ধ
হৃদয়ের সেই অভিশাপ !
কি অসহ্য-দুঃখের পীড়নে
হোয়ে ছিল তাপসের
কণ্ঠ-বিনিঃসৃত !
বর্ণে বর্ণে ফলিবে সকলি,
দিবে দাও
ভগবানে বিচারের ভার !

বিদূষক। বলি—মহারাজ, আপনি ত আর জেনে শুনে ছেলেটাকে মেরে ফেলেন নি ! দৈবাৎ হোয়ে গেছে ! ভগবানের চোখ দু'টো কি এতই ছোট, যে, এটা তাঁর নজরে পড়বে না ? ও বিদ্‌ঘুটে ভাবনাগুলো মনেই আন্‌বেন না। একদম নিশ্চিন্ত হোয়ে বসে থাকুন—কলমীর লতা যতই টানবেন, ততই বেকুবী ! (স্বগত) কিন্তু যা হোক বাবা বিধাতার 'কারসাজি' ! কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে একবারে কেউটে সাপ হাজির—এখন তার ঠেলা সাম্‌লাতে নাকালের একশেষ।

[বিশ্বামিত্রের প্রবেশ দশরথের আসন ত্যাগ ও
প্রণাম অপর সকলের অভিবাদন।

বিশ্বামিত্র। মঙ্গল হোক ! (হস্ত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ)
কহ রাজা রাজ্যের সংবাদ।

দশরথ। সর্ব্বত্র মঙ্গল দেব !
আশীষে তোমার
যেই বংশ-শুভাকাঙ্ক্ষী
সূর্য্যসম তেজস্বী কৌশিক—

অকুশল ভ্রমে নাহি
আসে তার পাশে !
ধন্য আজ হোলো দশরথ !
পবিত্র এ অযোধ্যা-নগরী ;
ভবদীয় চরণ পরশে !

বিশ্বামিত্র। আনন্দিত সংবাদ শ্রবণে।
শুন রাজা বারতা আমার ;
বড় প্রয়োজনে আসিয়াছি হেথা।
দাও মোরে সপ্তাহের তরে
তব পুত্র শ্রীরাম লক্ষ্মণে।

দশরথ (আশ্চর্য্যান্বিতভাবে) শ্রীরাম লক্ষ্মণে ?

বিশ্বামিত্র। শ্রীরাম লক্ষ্মণে।

দশরথ। বাধা যদি নাহি থাকে
বল দেব কিবা প্রয়োজন !

বিশ্বামিত্র। শুনে কাজ নাই রাজা !
হৃদ্-বিদারক
সেই ভয়ঙ্কর কথা !
রোমাঞ্চিত হইবে শরীর,
শুনিলে সে
ধর্ম্মশিরে ভীম পদাঘাত।
বধির হইবে কর্ণ,
কথা না ফুটিবে মুখে,
ঝলসিয়া আসিবে নয়ন ;

দর্শন করহ যদি
পিশাচের তাণ্ডব নর্ত্তন !
ভীতিপ্রদ সে কাহিনী !
অতীব করুণ দৃশ্য তার !
নির্দ্দোষ ব্রাহ্মণ 'পরে
রাক্ষসের অবৈধ পীড়ন !
যজ্ঞে ব্রতী মিথিলা-অরণ্যে
ষড়রিপুবিবর্জ্জিত তাপস সকল,
আজীবন করে শ্রম
পরমার্থ লভিতে জীবনে ;
কিন্তু হায়,
পণ্ডশ্রম হইল সকলি।
সাধিতে মনের সাধ
সকলেই হইল অক্ষম,
দিবানিশি, রাক্ষসের ঘোর অত্যাচারে !
অনন্ত শয্যার ক্রোড়ে—পড়ে লুটাইয়া
নির্ম্মম হৃদয়হীন নিশাচর করে !
আতঙ্কে শিহরি উঠে
পরাণ তাদের,
ডাকিতে সে বিশ্বের ঈশ্বরে,
বারেকের তরে প্রাণ খুলে !
যাগ যজ্ঞ ছেড়েছে তাহারা ;
যজ্ঞ ধূম দেখিলে আকাশে
দুরাচার রক্ষঃ সৈন্যগণ,

আসে ছুটে ;
ঠিক যেন নারকীয় চমূ !
লণ্ডভণ্ড করে দেয় সব ;
যজ্ঞে মগ্ন—দ্বিজ-ঘটাকাশ
মিশাইয়া দেয় মহাকাশে !
চল রাজা ! দেখিবে অরণ্যে
যে দিকে করিবে দৃষ্টি,
সেই দিকেই
পিশাচের ঘন অট্টহাস !
সেই দিকেই
রক্ত স্রোত চক্ষু ভীতিকর ;
নর-মৃত দেহ 'পরে
শকুনি গৃধিনী !
দুরাচার রক্ষঃ সৈন্য শ্রেণী !
নেতা তার মারীচ-সুবাহু ।
ভয়ঙ্কর—যমদূত হ'তেও ভীষণ !
তাই রাজা, করি অনুরোধ,
দাও মোরে সপ্তাহের তরে,
তব পুত্র শ্রীরাম লক্ষ্মণে ;
বীরত্বে তাদের
কম্পিত হইবে দুষ্ট-রাক্ষস-বাহিনী ;
যজ্ঞ পূর্ণ হইবে মোদের—
ঘোষিবে—অনন্ত যশ পুত্রদের তব !
ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ—
চির সুখী করিবে তাদের !

দশরথ। ক্ষমা কর, ক্ষমা কর ঋষিবর!

[ভীত ও ব্যস্তভাবে বিশ্বামিত্রের পদ ধারণ করিলেন]

বিশ্বামিত্র। একি দশরথ?

দশরথ। যা শুনিলাম—

বিশ্বামিত্র। কি শুনেছ রাজা?

শতাংশের এক অংশ করনি শ্রবণ!

দশরথ (পদত্যাগ পূর্ব্বক) আঁ্যা—শতাংশের

এক অংশ নহে এ কাহিনী!

বিশ্বামিত্র। নিশ্চয়।

দশরথ। পারিব না পারিব না দেব!

পাঠাইতে রাক্ষস-আহবে;—

রামে কিম্বা লক্ষ্মণে আমার।

ভয়ঙ্কর বারতা তোমার

কল্পনায় নাহি আসে কভু!

আদেশ করহ যদি—

সৈন্য সঙ্গে

নিজে আমি যাইতে প্রস্তুত:

বিশ্বামিত্র—রাজা!

দশরথ।—মহর্ষি!

বিশ্বামিত্র। জান, আমি বিশ্বামিত্র! আমার দ্বারা সূর্য্যবংশের কতটুকু ইষ্ট সাধিত হ'য়েছে—জান? হরিশ্চন্দ্রের নিকট দান গ্রহণ ক'রে আমি প্রকারান্তরে সূর্য্যবংশেরই মহত্ত্ব প্রচার ক'রেছি—জান? রাজা ত্রিশঙ্কুর জন্য কতটুকু গুরুভার বহন ক'রেছি—জান?

দশরথ। জানি—

বিশ্বামিত্র। তবে অনর্থক এ অভিনয় কেন ?

দশরথ—অভিনয় করিনি দেব! হৃদয়ের সমস্ত বাঁধখানা ভেঙ্গে আপনার থেকেই এই কথাগুলো বেরিয়ে পড়্‌ছে; প্রাণটাকে সাম্‌লে রাখ্‌তে পার্‌ছি না। ঐ দূর গগনে চেয়ে দেখ অন্ধকের সেই নিদারুণ অভিশাপ আমার দিকে কেমন কটমট্ ক'রে চেয়ে রয়েছে। তার এক একটা চাওনিতে আমার হৃদয়টা পুড়ে ছাই হ'য়ে যাচ্ছে! অই সেই বৃদ্ধতাপসের চিরনীমিলীত নয়ন-কোণের শেষ অশ্রু, দর্পভরে আমার প্রাণে একটা চিরবিভীষিকার জলন্ত মূর্ত্তি জাগিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে—আর আমি যেন সেই মূর্ত্তির পিছনে পিছনে অস্থির অপরাধীর মত কোথায় ছুটে চলেছি! উঃ সেই চোখের জল—এখনও তেম্‌নি টল টলে!

বিশ্বামিত্র। যথেষ্ট হ'য়েছে রাজা! এই দুর্ব্বলতা নিয়ে অযোধ্যার শাসনদণ্ড ধারণ করেছ, তুমি? এই কাপুরুষতা নিয়ে গৌরবময় সূর্য্যবংশের রাজা ব'লে পরিচয় দিচ্ছ! ধিক্ তোমাকে ?

দশরথ। পিতার প্রাণখানা নিয়ে যদি দেখ্‌তে মহর্ষি! তাহ'লে বুঝ্‌তে, কি অনাবিল স্নেহের প্রবল তাড়নে আমায় এই কথাগুলো বল্‌তে বাধ্য ক'রে দিচ্ছে! কি একটা প্রবল ঝড়ের আশঙ্কা, আমার মনকে মুহুর্মুহু কাঁপিয়ে তুল্‌ছে! দয়া কর দেব! একবার ভাব আমি তাদের পিতা—

বিশ্বামিত্র। সেই সঙ্গে তুমিও একবার ভাব দশরথ! যাদের নিয়ে যাবার জন্য তোমার নিকট এসেছি, তারা তোমার পিতার পিতা! জগতের সমস্ত শক্তি ক'টা একত্রিত হ'য়ে তাদের শরীরে বিরাজ করছে; আর তুমি তাদের অনর্থক অমঙ্গল-চিন্তা ক'রে নিজের কাপুরুষতার পরিচয় দিচ্ছ—চির উজ্জ্বল—চির পবিত্র সূর্য্যবংশে

নিষ্ঠুর কালিমার ছাপ মাখিয়ে দিচ্ছ। আমায় বিশ্বাস কর রাজা! অজেয় তারা। বিশেষ বিশ্বামিত্র থাক্‌তে, তাদের তিলমাত্র বিঘ্ন হওয়াও স্বপ্নের অপেক্ষা অলীক! আমার উপর নির্ভর কর—আমি রাম লক্ষ্মণকে অক্ষত শরীরে তোমার নিকট ফিরে আন্‌ব।

দশরথ। (নিরুত্তর-নিম্ন দৃষ্টি)

বিশ্বামিত্র—বুঝেছি দশরথ! তুমি আমায় বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌ছ না। উত্তম! আমি বেশী বাড়াবাড়ি কর্‌তে চাই না। দেবে—কি—না? বল।

দশরথ। (কিছুক্ষণ ভাবিয়া) আমি কোন্‌ প্রাণে সেই দুগ্ধের কুমারগণকে পরাক্রান্ত রাক্ষস-সমরে প্রেরণ কর্‌ব দেব! নির্দ্দয়তার পদতলে মধুর অপত্যস্নেহকে পদদলিত ক'রে, কোন্‌ পিতা সংসারে জীবনধারণ ক'র্‌তে পারে মহর্ষি! আদেশ প্রত্যাহার কর প্রভু, আমি তোমার সন্তান; সন্তানের উপর কি তোমার দয়ামায়া নাই?

বিশ্বামিত্র। না-নাই। যাও উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে গিয়ে চীৎকার কর, প্রতিধ্বনি বল্‌বে—'নাই' বিশ্বামিত্রের বিরুদ্ধাচারণে যার সাহস—তার উপর বিশ্বামিত্রের দয়ামায়া নাই। যাও বশিষ্ঠকে জিজ্ঞাসা কর, সে আর্ত্তনাদ ক'রে বল্‌বে 'নাই'। প্রাণের তাড়নে আমি তার শতপুত্রকে তারই চোখের উপর নির্ম্মমভাবে রাক্ষসের করালগ্রাসে একে একে ফেলে দিয়েছি; আমার প্রাণে তোমার মত নরাধমের উপর দয়া-মায়া নাই। কিন্তু ভেবে রেখো দশরথ! যে বিশ্বামিত্র তপঃপ্রভাবে ত্রিশঙ্কুকে সশরীরে স্বর্গে প্রেরণ ক'র্‌তে পারে—সে ইচ্ছা কর্‌লে—অযোধ্যার সিংহাসনে—তোমায় ধ্বংস করে—আর একটা দশরথ বসিয়ে দিতে পারে। একটা প্রবল উল্কাপাতের মত নিপতিত হ'য়ে নিমেষে তোমার সমস্ত ছারখার ক'রে দিতে পারে।

[রোষভরে চলিয়া যাইতেছিলেন—দশরথ পদধারণ করিলেন।]

দশরথ। স্থির হোন, স্থির হোন প্রভু, পুত্রস্নেহ আমাকে সব ভুলিয়ে দিচ্ছে। আমি কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য বেছে নিতে পারছ না। আপনি পরিশ্রান্ত হ'য়েছেন—বিশ্রামাগারে গমন ক'রে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করুন—আমি আমার কর্ত্তব্যের স্থির ক'রে রাখ্‌ছি আমাকে আর একটু সময় দিন্, যাও মন্ত্রি, ঋষিবরেব সঙ্গে যাও, তাঁর পরিচর্য্যার জন্য যথোপযুক্ত লোকের বন্দোবস্ত করে দাও।

বিশ্বামিত্র। হাসালে রাজা! এখনও ভাব্‌তে সময় চাও, বেশ তাই কর, আমি ফিরে আস্‌ছি, এস মন্ত্রি!

মন্ত্রী। রাজর্ষিকে অসন্তুষ্ট করবেন না মহারাজ!

[বিশ্বামিত্র ও মন্ত্রীর প্রস্থান

দশরথের আসন গ্রহণ ও চিন্তিত ভাব]

বিদূষক। ওরে বাপরে! বেটার লাল চোখ দেখ্‌লে? এসেছ ত বাপু মাগ্‌তে—তার আবার এত হাত পা নাড়া কেন? ছেলে মহারাজের—তাঁর ইচ্ছে হয় দিবেন—না হয় দিবেন না। কি—'বাম্‌নাই'—না ফলাতে শিখেছ বাবা, দেখে শুনে প্রাণটা কেমন—'ছম্ ছম্ করছে'! ঐ দুধের ছেলেদিকে যে রাক্ষসের পেটে পূরে দিতে যাচ্ছ রাজার মনটা কি করে স্থির থাকবে বলত? তুমি ত না হয় মাথানেড়ে এক নিশ্বেসে বলে দিলে বিঘ্ন হবে না। হবে কি না হবে, কে জান্‌তে গেল বাপু? হরিশ্চন্দ্র রাজার হাড়ে হলুদদিবার ত কিছু বাকী রাখ নাই। এখন পেয়ে ব'সেছ দশরথকে। নিজেও ত একবার রাক্ষসদের সঙ্গে তালঠুকে দেখ্‌তে পার, সেদিকেও ভয়ের কম্‌তি নাই। আবার কথায়-কথায় নিজের গুণ-গ্রামের পরিচয় দিয়ে বাহাদুরী করা

হয়। কারু সর্ব্বনাশ ছাড়া ত ভাল কর্‌লেইনা—তার আবার বাহাদুরী কি বাপু? যা কোমর বেঁধে দাঁড়িয়েছ একটা কিছু কর্‌বেই কর্‌বে। তার চেয়ে নিয়ে যাও ছেলেদুটোকে, তোমার ধর্ম্মে যা বলে, করেচ। (দশরথের প্রতি) দেখুন মহারাজ, মনটা স্থির ক'রে ফেলুন! ও বিট্‌লে বামুনের সঙ্গে পেরে উঠ্‌বেন না। ছেলে দুটো ত দিয়ে দেন পরে যা করেন ভগবান।

দশরথ। কুল নাই অকুল পাথারে
ভেবে চিন্তে নাহি পাই—
কি কর্ত্তব্য আমার এখন।
যাও বিদুষক, গৃহে আপনার
অবসর দাও মোরে
ভাবিতে নির্জ্জনে।

বিদুষক। একবারে ঘাল ক'রে ফেলেছে দেখ্‌ছি।

[প্রস্থান

দশরথ। বিষম বিপদে মোরে
ফেলিয়াছ বিপদ বারণ!
এক দিকে ঋষি-আজ্ঞা!
অগাধ স্নেহের সিন্ধু—
আকর্ষণ করে অন্যদিকে!
দক্ষিণ নয়নে
হেরি যবে, অন্ধকের বিষাদ মূরতি;
বাম চক্ষে—সেই ক্ষণে
হেরি হায়,
রোষদীপ্ত বিশ্বামিত্র-আঁখি।

হে দয়াল !
হে বিশ্বের উপদেষ্টা-অনাদিপুরুষ !
দাঁড়াও সম্মুখে মোর—
সৌম্যশান্ত মূরতি লইয়া।
দেখাইয়া দাও পথ
হে চির-উজ্জ্বল !
তোমার ঔজ্জ্বল্যে নাশি
ভীষণ তমসা।

(চিন্তামগ্ন।)

(বশিষ্ঠের প্রবেশ)

বশিষ্ঠ। মহারাজ ?

(কোন উত্তর পাইলেন না)

এ কি, এযে ঘোর চিন্তায় মগন।
ডাকি আমি না পাই উত্তর।
মহারাজ—মহারাজ !

দশরথ। (চকিত ভাবে উঠিয়া) অ্যাঁ—কে ? আচার্য্য ?
ক্ষম দেব অপরাধ মোর !

(প্রণাম)

বশিষ্ঠ। কেন এই মহাচিন্তা, রাজা ?

দশরথ। মহাতপা বিশ্বামিত্র ঋষি
আসিয়াছে অযোধ্যায়,
লয়ে যেতে শ্রীরাম লক্ষ্মণে

রাক্ষসের সনে করিতে সমর।
যজ্ঞ পূর্ণ নাহি হয় তার
রাক্ষসের প্রবল পীড়নে।
কিন্তু প্রভু
ঋষি-মুখে শুনি
নিরদয় আচার তাদের—
বিন্দুমাত্র অভিলাষ
নাহি হৃদে মোর—
পুত্রদের দানিতে বিদায়
নিশাচর ভীষণ আহবে।
পশ্চাৎ হইতে টানে—
অন্ধকের শাপ ;—
বিনা রাম-দরশনে ত্যজিব জীবন।
হৃদয়ের দ্বার খুলে—
ঋষি পায়ে ধরি—
করিয়াছি নিবেদন, মনন আমার।
জানায়েছি দশরথ একান্ত অক্ষম—
পাঠাইতে পুত্রদের তার।
পরিবর্ত্তে—নিজে যেতে করেছি স্বীকার।
কিন্তু সব হইল নিষ্ফল !
ক্রোধোন্মত্ত গাধিপুত্র—
চায় শুধু শ্রীরাম লক্ষ্মণে,—
দশরথ প্রাণে যাহা অতি অসম্ভব।
বল মুনি, কি করি এখন ?

বশিষ্ঠ। সত্য বটে,—
পুত্র স্নেহ—পিতৃ প্রাণে—
উচ্চস্থান করে অধিকার
সত্য কথা—বহু কষ্টে—
পুত্রমুখ দর্শিয়াছ তুমি।
ব্যাকুল হ'য়েছ
ভাবি ভবিষ্যৎ ছবি!
কিন্তু বৎস!
অযোধ্যার সিংহাসনে—
মহারাজ তুমি;
কর্ত্তব্যে ভাবিতে হবে বড়,
মম মতে, কৌশিক-আদেশ
রক্ষা করা কর্ত্তব্য তোমার।
মঙ্গল হইবে তাহে!

দশরথ। আজ্ঞা দাও—
পাঠাইতে—রাক্ষস-সংগ্রামে?

বশিষ্ঠ। অবিকল!
জল, স্থলে, ঝটিকা অনলে
রাক্ষস কিন্নর
নর গন্ধর্ব্ব সকাশে,
অকাতরে
বিদায় প্রদান কর রাজা!
বিশ্বামিত্র সহায় তাদের।
অদ্বিতীয় তপোবলে
বলীয়ান ঋষি!

প্রভাব তাহার—ক্ষম হবে
পুত্রদের রক্ষিতে বিপদে।
কর মোর বচন গ্রহণ
পাবে রাজা!
গুরু আজ্ঞা পালনের ন্যায্য প্রাপ্য যাহা!

দশরথ। হে আচার্য্য!
করিও না নির্দ্দয় আদেশ।
দুগ্ধের বালকগণে—
পারিব না পাঠাইতে
সে ভীষণ স্থানে!

বশিষ্ঠ। মায়াবদ্ধ জীব!
মায়া মোহে ভুলেছ সকলি।
জেনেও জাননা হায়,
কে তুমি
কিসের তরে, এসেছ হেথায়।
সর্ব্বনেশে 'আমার—আমার'
রুদ্ধ করি
জীবনের সার লক্ষ্য পথ
লয়ে যায় জীবগণে
অসার করম ক্ষেত্র মাঝে!
জান রাজা!
কেবা পুত্রগণ তব?
কি সৌভাগ্যবলে
পাইয়াছ তাহাদের তুমি?

স্বয়ং বৈকুণ্ঠেশ্বর—হরিতে ভূ-ভার
চারি অংশে
পুত্ররূপে গৃহেতে তোমার।
কেন মিথ্যা
আন মনে অমঙ্গল তার ?
নির্ভয়ে বিদায় দাও
বিশ্বামিত্র সনে—
বশিষ্ঠের আশীর্ব্বাদ—
সর্ব্বাঙ্গীন হইবে মঙ্গল। (প্রস্থান)

দশরথ। অসম্ভব অসম্ভব !
সার যুক্তি নহে ইহা কভু
যেতে দাও রাজত্ব ঐশ্বর্য্য।
নাহি দিব শ্রীরাম লক্ষ্মণে
না—না—এও কি সম্ভব ?
বিশ্বামিত্র-আদেশ লঙ্ঘন ?
উঃ ! আর না ভাবিতে পারি—(আসন গ্রহণ ও বিমর্ষভাব।)

[সহসা মূর্ত্তিমতী কুমতির আর্ভিভাব ও গীত—গীতের সঙ্গে সঙ্গে দশরথের ভাব পরিবর্ত্তন।

কুমতি। (গীত) ভয় ভাবনা কি আছে তার, আমার শরণ লয় যে জনা।
(আমি) ঘোর আঁধারে দেখাই আলো, খরস্রোতে পানসী খানা
ফুটিয়ে দিয়ে মধুরভাব, ছড়িয়ে কিরণ নব উষার
জাগিয়ে দিই এই মরা জগত, অচেতনে পায় চেতনা।
মনের মতন বনের ফুলে, গাঁথব মালা প্রেমের ডোরে
পরিয়ে দিব তাহার গলে, যে আমার করে সাধনা॥

দশরথ। অলৌকিক রূপবতী
মূর্ত্তিমতী কে এ রমণী ?
চপলা চমক সম
আচম্বিতে হইলা বিকাশ ?
(কুমতির প্রতি)
কে ?—কে তুমি রমণি !
এ হেন অসীম দয়া ল'য়ে
আসিয়াছ দশরথ-পাশে ?
দাও দাও ত্বরা আশ্রয় আমায়
ভেসে যাই
অকুল চিন্তার স্রোতে আমি।

কুমতি। আশ্চর্য্য হইনু রাজা !
সর্ব্ব সুখ অধিকারী
অযোধ্যার অধীশ্বর তুমি—

দশরথ। ক'রোনা আমায়
আর ছলনা, ললনা !
কূল দাও চিন্তার সাগরে।

কুমতি। কি চিন্তায় পড়িয়াছ রাজা ?

দশরথ। শুন সুবদনি !
ল'য়ে যেতে রাক্ষস-সমরে
প্রিয় রাম লক্ষ্মণে আমার,—
সমাগত অযোধ্যায়—
—বিশ্বামিত্র মুনি।
কিন্তু বালা !
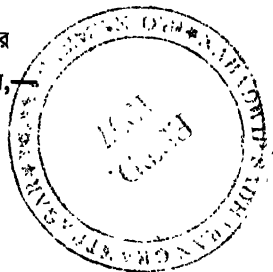
প্রাণ নাহি চায়—
করিতে বিদায় মোর—শ্রীরাম লক্ষ্মণে।
অতিরুষ্ট বিশ্বামিত্র তাহে।
উভয় সঙ্কটে ;—
নাহি পাই পরিত্রাণ
অয়ি সুহাসিনি !

কুমতি। ওঃ ! এই কথা !
এর তরে চিন্তায় অধীর ?
শুন রাজা ! মন্ত্রণা আমার।
রামে দিতে কষ্ট যদি হয়
বিশ্বামিত্রে করহ প্রদান—
ভরত শত্রুঘ্নে তব।
আকৃতি বিশেষ—কোন বিভিন্নতা নাই।
বিশ্বামিত্র হইবে অক্ষম—
বুঝিতে এ রহস্যের জাল !
কার্য্য সিদ্ধ হইবে তাহার।
নির্ব্বিঘ্নে ফিরিবে রাজ্যে
তব পুত্রগণ।
হবে না অস্থির প্রাণ—
রামের বিরহে !

[অন্তর্দ্ধান।

দশরথ। (ইতস্ততঃ দৃকপাত)
অ্যাঁ ! একি !
অকস্মাৎ লুকাল কোথায়।

গতিবিধি আশ্চর্য্য ইহার !
যাক, ভাল কথা বলেছে রমণী।
অর্পিয়াছে—
সার গর্ভ উপদেশ মোরে,
প্রদানিব ভরত শত্রুঘ্নে
রহিবে না দেহেতে জীবন
বিদায় করিলে প্রিয়রামে।
সত্য কথা,
নাহি কোন বিভিন্নতা—
আকারে তাদের।
সঁপে দিব মুনিপদে—
করি অনুনয়
বলে দিব রক্ষিতে বিপদে।
কিন্তু ? বিশ্বামিত্র সনে
হবে প্রতারণা ঘোর !
না—না কিসের প্রতারণা !
রাম যদি ক্ষম হয়
বধিতে রাক্ষস
ভরতও পারিবে তাহা।
বিশ্বামিত্র না পাবে সন্ধান
কার্য্যোদ্ধার হইবে তাহার।
ধন্যবাদ তোমায় রমণি !
কূল দিলে অকূলে আমায়।
কৈ ? কে আছ বাহিরে !

(একজন দূতের প্রবেশ
এবং দশরথকে শির নত করিয়া অভিবাদন)

যাও, শীঘ্র ভরত শত্রুঘ্নকে এখানে
নিয়ে এস—বল্‌বে, তাদের মিথিলায় যেতে হবে।

[দূতের শির নত করিয়া প্রস্থান

(অপর দ্বার দিয়া বিশ্বামিত্রের পুনঃপ্রবেশ,
দশরথের আসন ত্যাগ)

বিশ্বামিত্র।—সংকল্প স্থির ক'র্‌লে রাজা!

দশরথ। আমি তাদের আন্‌তে পাঠিয়েছি—দেব!

বিশ্বামিত্র।—মঙ্গল হ'ক! আমি আশাতীত সন্তুষ্ট।

দশরথ। আপনার চরণে তাদের সঁপে দিচ্ছি—তাদের
বিপদ সম্পদ সবই আপনার।

বিশ্বামিত্র। কোন কথা ব'ল্‌তে হবে না।

দূতসহ ভরত শত্রুঘ্নের প্রবেশ

ভরত। আমাদের কোথায় যেতে হবে বাবা?

দশরথ। বৎসগণ! অগ্রে ঋষিরাজকে প্রণাম কর (বিশ্বামিত্রের প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিলেন। ভরত শত্রুঘ্ন বিশ্বামিত্রকে প্রণাম করিল) তোমরা রাজর্ষির সহিত তাঁর যজ্ঞরক্ষার্থ মিথিলায় গমন কর। তিনি অতি শীঘ্রই তোমাদের উভয়কে অযোধ্যায় ফিরে নিয়ে আস্‌বেন। তাঁর আদেশ সর্ব্বতোভাবে পালন ক'রো।

ভরত ও শত্রুঘ্ন। আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য!

বিশ্বামিত্র। তবে বৎসগণ! আর দেরী ক'রো না। বিদায় হই রাজা! চিন্তিত হ'য়ো না।

[দশরথ শির নত করিলেন ; ভরত শত্রুঘ্ন পিতৃ পদে প্রণত হইয়া বিশ্বামিত্রের সহিত প্রস্থান করিলেন]

দশরথ। ঊর্দ্ধে ঐ অনন্ত আকাশ—নিম্নে বিস্তীর্ণ বসুমতী ; তার মাঝে আমি যেন একা ! আর কেউ নাই—জগত শূন্য !

৩য় দৃশ্য

অযোধ্যা—পথ

[পুষ্পডালা হস্তে ব্যস্তভাবে মালিনীর প্রবেশ]

মালিনী। মাগো—মা ! ছেলেগুলো কি দুষ্টু ! সারা সকালটা খেটে খুটে ক'টা ফুল তুলেছি, দু' পয়সা পাব বলে ! তা-আবার পোড়ার মুখোরা পথ আগলে দাঁড়াল। বলে—'মাসি, ফুলগুলো আমাদের দিয়ে যাও।' দূর-হ, আবাগীর বেটারা ! আমার কি কস্মিন্ কালে বোন্‌পো আছে, যে, মাসী ব'ল্লেই ভুলে যাব ? ঠাকুর রক্ষে ক'রেছেন ! অনেক 'হেঁচ্ড়া হেঁচ্ড়ীব' পর সামনের গলিটা দিয়ে কোনরূপে পালিয়ে এসেছি ! এখন সন্ধান না পেলেই বাঁচি !

[চারিজন বালকের প্রবেশ]

১ম। কি মাসি ! পালিয়ে এলে যে ;

২য়। কেমন ধরা প'ড়েছ—মাসি !

৩য়। মাসি, কি ভাবছো ?

৪র্থ। ফুলগুলো নেহাত দিতে হ'ল-মাসি !

[বালকগণ করতালি দিল]

মালিনী। খুব ছেলেই না জন্মেছ বাপু তোমরা ? ফুল ঝক্‌ঝকে করেছ আর কি ? ওমা,—আমি সদর রাস্তা দিয়ে না এসে, গলির

ভেতর দিয়ে এলুম ; বলি—ছাড়ান পাওয়া যাবে। আঃ আমার পোড়া কপাল, ছোঁড়াগুলো 'আঁদি স্থঁদি' খুঁজে এইখানেও হাজির! "যেখানে বাঘের ভয় সেইখানেই সন্ধ্যে হয়।" কি পেঁচো পাওয়াই না পেয়েছ বাপু তোমরা—জানটাকে হায়রান কর্‌লে দেখ্‌ছি!

১ম। 'বিড়-বিড়' ক'রে কি বল্‌ছ মাসি?

মালিনী। বল্‌ছি তোর মুণ্ডু—

২য়। আঃ! অত রাগ কেন মাসি?

মালিনী—চুপ কর ড্যাক্‌রা, তোর চৌদ্দপুরুষে কখনও মাসী দেখে নাই।

২য়। তা কি মাসি? এই ত দেখ্‌ছি। এমন চোখের সামনে সটান দাঁড়িয়ে আছ!

মালিনী। দেখ বাপু—ভালয়-ভালয় চলে যাও বল্‌ছি—দিক্‌ ক'র না।

৩য়। বলি মাসি—

মালিনী। খবরদার, ফের মাসি বল্লে—

৪র্থ। সন্দেশ দেবে?

মালিনী—ছাই দেব।

৪র্থ। ফুল গুলো ত দিয়ে যাও। পরে ছাই দিও।

১ম। আমাকে গোলাপটা দাও। (ডালাকর্ষণ)

২য়। আমি লাল জবাটা নেবো। (ডালাকর্ষণ)

৩য়। আমাকে যুঁইগুলো দাও মাসি! (ডালাকর্ষণ)

৪র্থ। বাকী সব আমার। (ডালাকর্ষণ)

মালিনী। ছাড়্‌ ডালা ছাড়্‌। মরুতে জায়গা পাওনি। মানুষ ম'রে ভূত হয়, আবাগীর বেটারা জ্যান্তই ভূত হয়েছে! সরে দাঁড়া ব'লে দিচ্ছি।

বালকগণ সকলে। মাসি—(ডালাকর্ষণ)

[লক্ষ্মণের প্রবেশ, বালকদের ডালাত্যাগ, চুপি চুপি 'সেজ কুমার'— 'সেজ কুমার'—বলিয়া নীরবে দণ্ডায়মান।]

লক্ষ্মণ। একি ? এসব কি হচ্ছে তোমাদের ? একটু লজ্জা হচ্ছে না ? মানুষকে এমনই কোরেই বুঝি জ্বালাতন করতে হয়। দাঁড়াও সকলকে দেখাচ্ছি।

[লক্ষ্মণের কিঞ্চিৎ অগ্রসর। বালকগণের ইতস্ততঃ পলায়নের চেষ্টা]

খবরদার, কেও পালাতে পাবে না। সব্বাইকে গুরুমশায়ের নিকট যেতে হবে। তাঁর কাছে সমস্ত বলে দেবো—দেখবো, জব্দ হও কি না ?

(বালকগণ যে যেখানে ছিল দাঁড়াইল।)

[রামের প্রবেশ]

রাম। লক্ষ্মণ !

লক্ষ্মণ। দাদা !

রাম। ওদের ছেড়ে দাও ভাই ! না বুঝে একটা অন্যায় করেছে আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি—আর কখনো এমন করবে না। (বালকগণের প্রতি)

তোমরা ভাই কেন ওকে এরূপভাবে জ্বালাতন করছ ? ও গরীব। ফুল বেচে যা পয়সা পায়, তাই দিয়ে দিন চালায়। ওর ফুল কি কেড়ে নিতে আছে ? আমাদের বাগানে যেও আমি নিজে তোমাদের ফুল তুলে দেব। গরীবের উপর দয়া রেখো। তাদের উপর দয়া আর দেবতায় ভক্তি, একই কথা। পাঠশালা কামাই ক'রে, এই সব ক'রে বেড়ান কি ভাল ?

যাক্, আর যেন এরূপ না হয়। থাম, আমি তোমাদের ফুল দিচ্ছি। (মালিনীর প্রতি) তুমি কিছু দুঃখ ক'র না মা! আমরা তোমার অবোধ ছেলে! আমাদের আবদারগুলো ছেলের আবদার বলেই মনে ক'রো। এই আমি উচিত দাম দিচ্ছি—তোমার ফুল গুলি আমায় দাও।

(মূল্য দিতে অগ্রসর—গ্রহণে মালিনীর অস্বীকার)

মালিনী। আর দাম দিতে হবে না বাবা! আমি এমনই তোমায় ফুলগুলি দিয়ে যাচ্ছি।

রাম। না—মা! তাও কি হয়? এযে তোমার পরিশ্রমের দাম। না দিলে যে বড় অন্যায় হবে—নাও গ্রহণ কর

(পুনর্ব্বার মূল্য দিতে অগ্রসর মালিনীর গ্রহণে অস্বীকার)

মালিনী। বাবা! তোমার মিষ্টি-মিষ্টি কথাগুলি, তোমার ঐ মিষ্টি মা বুলি, আমার ফুলের চেয়ে বেশী দাম দিয়েছে। তোমার মত ছেলেকে রোজ ফুল দিলেও এক পয়সা দাম নিতে ইচ্ছে হয় না—তাতে দুখ্যু হয় না, বরং সুখ হয়। লক্ষ্মী বাপ আমার! তোমার হাতে ধ'রে বল্‌ছি আমায় দাম দিতে এসোনা। আমি কিচ্ছু চাই না—(স্বগত) এইত ছেলে! তা না-হ'লে কি শুধুই রাজপুত্তুর হয়েছে? যেমন রাজা—তেমনি ছেলে! আমি একটা সামান্যি মেয়ে মানুষ, ফুল বেচে খাই; আমার প্রাণটাকেও মা' বলে যেন ঘুম পাড়িয়ে দিলে! ইচ্ছে হচ্ছে, একডালা ক'রে ফুল রোজই একে দিয়ে যাই—আর ঐ মিষ্টি কথা রোজ একবার করে শুনে যাই। (প্রকাশ্যভাবে) তোমরা খেলা কর—আমি এখন আসি।

[প্রস্থান

রাম। (বালকগণের প্রতি) নাও তোমরা ফুলের ডালাটা নিয়ে বাড়ী যাও। যার যেটা ইচ্ছা বেছে নিও। কিন্তু কলহ কোর না।

(বালকগণকে ডালা প্রদান। অপ্রতিভভাবে তাহাদের প্রস্থান)

লক্ষ্মণ। দাদা! চল আমরাও যাই। বাবা বোধ হয় ভাবছেন।

রাম। হঁ্যা—চল যাই—আমার মনটা বড় চঞ্চল হ'য়েছে!

লক্ষ্মণ। কেন দাদা?

রাম। কি জানি ভাই! থেকে থেকে, কি যেন একটা অজানা আতঙ্ক—প্রাণটাকে অস্থির ক'রে তুল্‌ছে! ঐদিক দিয়ে যখন ঘুরে আস্‌ছি, দূর হোতে দেখলুম, যেন ঋষিবর বিশ্বামিত্র কোথায় যাচ্ছেন; সঙ্গে ভরত শত্রুঘ্ন ও আছে। সেই অবধি কি জানি কেন মনটা কেমন 'ছম্ ছম্' কর্‌ছে!

লক্ষ্মণ। আমি ত তাদের দেখতে পেলুম না দাদা?

রাম। হতে পারে; তুমি অন্যমনস্ক ছিলে। এখন এস, আর দেরী করো না।

তৃতীয়-দৃশ্য।

বনপ্রান্ত

বিশ্বামিত্র, ভরত শত্রুঘ্ন।

বিশ্বামিত্র। (স্বগত) গতি তোর অত্যাশ্চর্য্য মন!
চাস তবু পরীক্ষিতে তায়,
অতীত ত্রিদিবে
যেই সর্ব্ব পরীক্ষার!

মূঢ়মন—সাবধান !
ধীরে—
অতি ধীরে হও অগ্রসর।
হইও না বদ্ধ নিজ জালে
জ্ঞানহীন উর্ণনাভ সম !
হে শ্রদ্ধেয় বরণীয়—অপার অনন্ত !
বিশ্বের জনক তুমি, হে ছলনাময় !
ছলিতে তোমায়
ধায় বিশ্বামিত্র তবু !

(প্রকাশ্যে) শুন বৎসগণ !
বনপ্রান্তে উপনীত মোরা,
অতিক্রমি
অতি ঘোর অরণ্য দুর্গম—
অতি কষ্টে—
দীর্ঘ পথ করিয়া ভ্রমণ
যেতে হবে—যজ্ঞে মিথিলার।
দুই পথ আছে কিন্তু
যাইতে সেথায়।
(পথ প্রদর্শন পূর্ব্বক)
ঐ যে দক্ষিণ পার্শ্বে
হের যেই পথ
গমন করিলে তাহে—
মাত্র তিন প্রহরের মাঝে—
উপস্থিত হইব সেখানে।

বামপার্শ্বে
যেই পথ রয়েছে পড়িয়া—
ধর যদি অই পথ
এ নিশ্চয়—
তিন দিন লাগিবে সময়।
প্রথম পথেঁতে
কিন্তু আছে বড় ভয়।
বিকট দশনা—তথা রাক্ষসী তাড়কা,
আরও কত ভয়ঙ্কর—
নিষ্ঠুর রাক্ষস ;
করে বাস সেই স্থানে—
বিনাশিতে অবিরত পাথিকের প্রাণ।
সেই পথে করিলে গমন—
নিশ্চয় রাক্ষসী হাতে হারাব জীবন।
বিপদের লেশমাত্র
নাহি কিন্তু দ্বিতীয় পথেতে।
বল বৎসগণ !
কোন্ পথে করিবে গমন ?

ভরত। (স্বগত) কি উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারি।
না জানি—সে উত্তর কেমন
সমর্থ হইবে যাহা
বিশ্বামিত্র-সন্তোষ-বিধানে !
(প্রকাশ্যে শত্রুঘ্নের প্রতি)
তুমিও শুনেছ ভাই—

ঋষিরাজ বলিলেন যাহা।
আমার কনিষ্ঠ তুমি।
মনোভাব বুঝিয়া তোমার—
প্রদানিব প্রশ্নের উত্তর।
বল ভাই—
কোন্ পথে যেতে তুমি চাও ?

শত্রুঘ্ন। তুমি দাদা রয়েছ নিকটে।
তব সনে করিতে গমন
বিন্দু মাত্র চিন্তা নাহি মনে।
কিন্তু, সতর্কতা
বিনাশের অরাতি বিষম।
তাই বলি
ধর পথ, ভয়হীন যাহা।

ভরত। (স্বগত) গ্রহণীয় যুক্তি বটে !
হ'লেও কনিষ্ঠ—
ওর বুদ্ধি শুদ্ধি ভাল !
কিন্তু, প্রার্থনীয় সর্ব্ব-অগ্রে
ঋষির আদেশ
আমাদের মত দেওয়া
অতি অনুচিত।
(প্রকাশ্যে বিশ্বামিত্রের প্রতি)
তাপস-প্রবর !
জ্ঞানহীন অবোধ বালক মোরা।
নাহি জানি ভাল মন্দ কিছু।

আদেশ করহ তুমি
ধরি পথ তোমার ইচ্ছায়।

বিশ্বামিত্র। হবে না তাহায়—
বিশ্বামিত্র শিরে ন্যস্ত
তোমাদের বিপদ সম্পদ ;
জানি আমি
অযোধ্যার অধিপতি—
পুত্র গত প্রাণ।
দিয়েছে সঁপিয়া; ভাসি নয়নের জলে
দু'টীপ্রাণ বিশ্বামিত্র করে।
নির্ব্বাচন কর পথ—তোমরা উভয়ে
এর উপর
নাহি কিছু আদেশ আমার।

ভরত। এত যদি দয়া তব দেব!
এত যদি ভেবে থাক
সুখ দুঃখ পিতার আমার।
সেই পথ ধর তবে—
যেই পথে
নাহি হয় ভয় অনুভব।

বিশ্বামিত্র—(সদপদাপে) ভস্ম হোক সব—
কক্ষচ্যুত হোক গ্রহতারা!
(ভরত শত্রুঘ্ন স্তম্ভিত হইলেন)

(স্বগত) কি আশ্চর্য্য!
এই কি সেই অখিলের পতি?

যার তেজে
এক দিন কাঁপিবে জগত
থর থর প্রলয় কম্পনে !
না-না, এও কি সম্ভব !
দুরাচার রক্ষঃ-কুল
করিতে নির্ম্মূল—
নররূপ যেই জন
ক'রেছে ধারণ—
তাড়কার নামে ভয়
সম্ভব কি তার ?
বুঝিতে না পারি
কি রহস্য জাল আছে
অভ্যন্তরে এর !
প্রাণাকুল বিপুল সন্দেহে !
(ক্ষণকাল চিন্তা)
দূর হও অলীক সন্দেহ !
স্তব্ধ হও বিশ্ব !
থাক স্থির চঞ্চল পবন !
চলাচল বন্ধ কর জীব—
হও ঘটে
অধিষ্ঠিত সর্ব্ব অন্তর্য্যামি !
(কিছু ক্ষণ ধ্যান মগ্ন ;—ধ্যানভঙ্গে)
উঃ ! কি ভীষণ প্রতারণা জাল !
বিশ্বখানা

যায় বুঝি রসাতলে ডুবে।
বাহ্য জ্ঞান হারায় আমার—
হস্ত পদ কাঁপে থর থর।
ক্ষুদ্র পীপিলীকা!
নাহি ভাবি পরিণাম
পক্ষ মেলি উড়েছিস্ তুই!
ভাবিতে উচিত ছিল
ভস্মীভূত হবে পক্ষ—
বিশ্বামিত্র রোষ-বহ্নিমুখে।
অসহায়—নিরুপায়
লুটাবি ভূতলে!
অহো! কি স্পর্দ্ধা
বিশ্বামিত্রে করিল ছলনা!
আতঙ্কে না শিহরিল প্রাণ
রাম লক্ষ্মণ পরিবর্ত্তে—
প্রদানিতে ভরত শত্রুঘ্নে?
কিন্তু দশরথ!
সূর্য্যকুল কলঙ্ককালিমা!
করহ স্মরণ—বিশ্বামিত্র আমি!
করাল রাহুর গ্রাসে
কবলিত হবে ভাগ্যশশী।
(প্রকাশ্যে ভরত শত্রুঘ্নের প্রতি) এস ত্বরা—
যেতে হবে অযোধ্যায় ফিরে!

ভরত। কেন প্রভু!

বিশ্বামিত্র।—বিশ্বামিত্র কোন উত্তর দিতে চায় না ; তোমরা এস।

(শত্রুঘ্ন ও ভরত উভয়ে নিরুত্তর)

বিশ্বামিত্র (রোষ ভরে) এস—।

শত্রুঘ্ন। আমাদের যজ্ঞরক্ষার জন্য নিয়ে যাচ্ছিলেন—

বিশ্বামিত্র—তোমরা না যেতেই সে যজ্ঞ সমাধা হ'য়ে গেছে। এদিকে আর একটা বিশাল যজ্ঞ উপস্থিত ; তার আয়োজন ক'রে রেখেছে তোমাদের পিতা।

[বিশ্বামিত্রের রোষভরে প্রস্থান

পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভরত শত্রুঘ্নের ভীতভাবেগমন]

চতুর্থ দৃশ্য

অযোধ্যা—পাঠশালা-গৃহ

গুরুমহাশয় ও বালকগণ

বালকগণ পাঠ-অভ্যাস করিতেছে :—সদা সত্য কথা কহিবে। নম্র আচরণ সকলের নিকট প্রশংসনীয়। অ'কার কিম্বা আ'কারের পর, উকার কিম্বা উক'র থাকিলে, উভয়ে মিলিয়া ও'কার হয়। পাপ কার্য্য করিয়া, মিথ্যা কথা দ্বারা সেই পাপ ঢাকিতে যাওয়া উচিত নয়, তাহাতে আর একটা পাপের সৃষ্টি হইয়া থাকে। অহম্ আবাম্ বয়ম্, অহম্ আবাম বয়ম্। পিতা মাতাকে সাকার দেবতা জ্ঞানে পূজা করিও। বিশুদ্ধ বারি এবং নির্ম্মল বায়ু দুইটীই স্বাস্থ্যের পক্ষে বেশ উপকারী। অসীম মানে যার সীমা নাই সীমা নাই অর্থাৎ শেষ নাই—শেষ নাই—

গুরুমহাশয়। কিরে তোদের পড়া হ'য়েছে ?

বালকগণ। আজ্ঞে-হ্যাঁ, গুরুম'শায়!

গুরুমহাশয়। আচ্ছা নীরদ! আগে তোর পড়াটা, নিয়ে আয় দেখি?

১ম বালক। (পুস্তক আনিয়া গুরুমহাশয়ের হস্তে দিয়া) এই থেকে এই পর্য্যন্ত পড়া আছে গুরুমশায়! (পুস্তকের পৃষ্ঠায় অঙ্গুলী দিয়া পাঠ নির্দ্দেশ করিল)।

গুরুমহাশয়। সে আমার মনে আছে রে—মনে আছে! বল 'প্রশংসনীয়' মানে কি?

১ম বালক। প্রশংসনীয়? গুরুমশায়, প্রশংসনীয় মানে—প্রশংসার উপযুক্ত?

গুরুমহাশয়। খুব মানে বল্লি যাহোক। এখন আবার মানের মানে না করলে উপায় নাই। বলে দিলে ত মনে রাখবি না। বই এ যেমন পেলি, মুখস্থ ক'রে চলে এলি। এই শোন—আর ভুলিস্‌না, 'প্রশংসনীয়' মানে, যশ পাবার মত! অর্থাৎ যে কাজ করলে, লোকে ভাল বলে, সুনামকরে—ভাল কথায় সেই সব কাজকেই বলে প্রশংসনীয় কর্ম্ম, বুঝলি?

১ম বালক। আজ্ঞে হ্যাঁ।

গুরুমহাশয়। আর বুঝলি! বুঝবিই যদি—তাহ'লে একপড়া নিয়ে তিন দিন কাটাবি কেন? আচ্ছা এই যে পড়্‌লি "পিতা মাতাকে সাকার দেবতা জ্ঞানে পূজা করিও" এর মানে কি বুঝলি বেশ বুঝিয়ে বল দেখি।

১ম বালক। বাপ মাকে ঠাকুর দেবতার মত ভক্তি করতে হয়।

গুরুমহাশয়। এই বুঝি তোর ভাল ক'রে বুঝিয়ে দেওয়া

হলো? না বাপু, তুমি দেখছি কিছু মনে রাখ না। এই কাল কত ক'রে বুঝিয়ে দিলুম! আচ্ছা, ফের আজ বুঝিয়ে দিচ্ছি—এবার যদি ভুল হয়—তাহ'লে আর ভাল হবে না কিন্তু! বাবা জন্ম দিয়েছেন—মা গর্ভে ধ'রেছেন—কত কষ্ট ক'রে তাঁরা তোমায় এতবড়টী ক'রেছেন। তাঁদের হ'তেই, তুমি আজ বেড়াচ্ছ, খাচ্ছ, কথা কইছ, ইত্যাদি। দেবতাকে পূজা ক'রে লোক বর পায়—বাপ মায়ের দয়ায় তুমি সমস্ত পেয়েছ—তাঁরা তোমাকে না চাইতেই সমস্ত দিয়েছেন—এমন দেবতা যাঁরা, তাঁদের প্রতি যদি তোমাদের ভক্তি না থাকে—তাহলে সেটা কতদূর অন্যায় বল দেখি? তার পর দেখ অন্য দেবতাকে প্রায়ই দেখ্‌তে পাওয়া যায় না—কেবল তাঁদের নামই শুনতে পাওয়া যায়—কিন্তু বাপ মাকে তোমরা অনবরতই দেখছ—তাঁদের কাছ হ'তে কত আদর পাচ্ছ, কত যত্ন পাচ্ছ, এমন কি, যখন যেটি চাচ্ছ সাধ্যমত সেইটিও তাঁরা তোমায় দিচ্ছেন। কাজেই তাঁরা হলেন সাকার দেবতা তাঁদের কথামত চলা, সব কাজেই তাঁদিকে সন্তুষ্ট রাখা, সকলেরই উচিত। তাহলেই জীবনের উন্নতি হয়। বুঝলে?

১ম বালক। আজ্ঞে এইবার বুঝেছি—আর কখনও ভুলবো না।

গুরুমহাশয়। সে আমার দেখা আছে; তোদের এক কানে ঢুকে আর এক কান দিয়ে বেরোয়! এমন কর্‌লে, কিছু হবেনা। আর এত ধুর্ত্তোমি করে বেড়ালে কি কিছু হয় বাপু? যেখানে যাচ্ছি সেইখানেই তোমাদের ধুর্ত্তোমির কথা শুন্‌ছি। যাক্, আজ আর কিছু বল্‌ছি না; কেবল সাবধান ক'রে দিলুম। এরপর কোন কথা কানে উঠলে মুস্কিল কর্‌ব। আর শোন্! যে যে এবেলা পাঠশালা আসে নাই—তাদের কথা, ওবেলা মনে পড়িয়ে দিস।

[বালকগণ—পরস্পর পরস্পরের দিকে দৃষ্টিপাত করিল]

গুরুমহাশয়। [১ ম বালকের প্রতি] আচ্ছা যা, এই পড়াটাই ফের থাকলো—এবার মন দিয়ে পড়বি—(বালক নিজের জায়গায় ফিরিয়া গেল)

২ য় বালক। আমাদের পড়া গুরুমশায়!

গুরুমশায়। তোদের পড়া বিকালে নেব। পড়া যে কেমন তৈরী করেছিস তা ত বুঝতেই পাচ্ছি। এখন যা আর একবার ভাল করে দেখবি। বেলাও অনেকটা হলো—

৩য় বালক। আর সেই গানটা যে শুন্‌বো বলছিলেন!

গুরুমহাশয়। কোন্ গান টা'রে?

৩য় বালক। বড় রাজকুমার যেটা শিখিয়ে দিয়েছিল।

গুরুমহাশয়। হ্যাঁ হ্যাঁ বেশ মনে পড়িয়েছিস! কিন্তু,—অনেকটা বেলা হয়েছে! আচ্ছা, হোকগে, একবার সবাই মিলে গানটা গা। আবার রাম বলে গেছে 'ওবেলা শুনবো'; দেখি তোরা কতদূরকবুলি? নে-নে আরম্ভ কর।

বালকগণ। (গীত)

প্রাণভরে বল সমস্বরে, সুন্দর স্বরগ দেবতা পিতা।
তিনি সনাতন ধর্ম্ম, সার শুধু তাঁরই কর্ম্ম, তপের চরম তিনি তিনি বিধাতা॥
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীত হবে দেবগণে, প্রাণে শান্তি ঢেলে দেবে পরম পাতা
অপার করুণা তাঁর, দেখালেন এ সংসার, স্নেহের আধার তিনি অশেষ দাতা।

গুরুমহাশয়। বেশ বেশ সুন্দর হেয়েছে।

পঞ্চমদৃশ্য

অযোধ্যা—রাজ অন্তঃপুর।

দশরথ ও কৌশল্যা।

দশরথ। অন্যায় করেছি রাণি! মানুষ যখন কুমতির বশবর্ত্তী হয়, তার দশা তখন এইরূপই হ'য়ে থাকে।

কৌশল্যা। তা সত্য মহারাজ! কিন্তু, ভেবে আর কি ক'রবে? এখন যদি তিনি ক্ষমা করেন—

দশরথ। ক্ষমা পাবার মত কি কাজ হয়েছে মহিষি? বিশ্বামিত্রের সঙ্গে প্রতারণা! উঃ! তখন যদি বুঝতুম!

কৌশল্যা। স্থির হও নাথ! এত ব্যস্ত হওনা। যদি জানতে না পারেন—দশরথ।— কে জানতে পারবেন না রাণি! বিশ্বামিত্র? ভুল বুঝেছ! তাঁর কাছে, একবিন্দু ও গোপন থাকবার যো নাই। উঃ! এক যদি কাউকেই না দিতুম!

কৌশল্যা—তা বটে, সেটা বরঞ্চ পথে ছিল। কেন এমন কোল্লে রাজা?

দশরথ। 'কেন এমন কর্‌লে রাজা!' কি সুন্দর প্রশ্ন রাণি! এর উত্তর দেওয়া 'ত আমার দ্বারা হবে না। কেন যে কর্‌লুম, তা জিজ্ঞাসা কর তোমার—আচ্ছা, যাক!

কৌশল্যা। না মহারাজ! আমি তোমায় কোন কথা জিজ্ঞাসা করব না ভগবান যা কর্‌বেন তাই হবে, তুমি স্থির হও।

দশরথ। স্থির হতে চেষ্টা কর্‌ছি মহিষি! আমায় স্থির হতে দিচ্ছে না। কে জান? সেই রোষদীপ্ত বিশ্বামিত্রের ভীষণ করাল মূর্ত্তি! ওঃ কি ভয়ঙ্কর সেই দৃশ্য! তার দিকে দৃষ্টিপাত করাও যেন জগতের

অসাধ্য। সেই চোখের দিকে চাইতে না চাইতেই যেন 'বৈদ্যুতিক আকর্ষণে' জীবনের সমস্ত শক্তিটা কেড়ে নেয়, আর জীবনটার মাঝে পড়ে থাকে; শুধু একটা অসার দুর্ব্বলতা—একটা ভয়ঙ্কর হা হুতাশ!

কৌশল্যা। এত অধীর হয়োনা স্বামিন্! তাই যদি হয়—মহর্ষি যদি কুপিতই হন, আমরা উভয়ে তাঁর পায়ে ধ'রে ক্ষমা চাইব; ছেলেদের মুখের দিকে চেয়েও কি, তিনি একটু ক্ষমা কর্‌বেন না?

দশরথ। না কর্‌বেন না। তাঁর কাছে ক্ষমা নাই। বিশেষ আমার মত অপরাধীর পক্ষে, তাঁর নিকট হতে এক বিন্দু অনুকম্পা লাভের আশাও, একটা দুরাশা মাত্র! আর কেনই বা তিনি কর্‌বেন রাণি! তাঁর উপর একবার আমার ব্যবহারটা ভেবে দেখ দেখি। ঘৃণায় তোমার নাসিকা কুঞ্চিত হয়ে আস্‌বে—অযোধ্যার অধিপতিকে একটা নরকের কীটের মতই বোধ হবে! সে ব্যবহারে আছে—একটা নারকীয় স্বার্থপরতা—একটা ঘৃণিত দ্বিজদ্রোহীতা—আর আছে—দশরথের আজন্ম সঞ্চিত বিরাট মূর্খতা! (সহসা বাতায়ন পথে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক) ওকি—ওকি মহিষি! দেখ, দেখ ঐ জানালাটা দিয়ে চেয়ে দেখ—একটা ঘর অকস্মাৎ দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠলো নয়?—হাঁ-হাঁ তাইত বটে—ঐ যে ঐ যে সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকটা জ্বলে উঠলো! মহিষি! মহিষি! এখনও চেয়ে দেখছ কি? এখনও বুঝতে পারছ না—ও যে ক্রোধোন্মত্ত বিশ্বামিত্রের ক্রোধদীপ্ত চক্ষের এক একটা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ—তাঁর ক্ষুব্ধ হৃদয়ের এক একটা তপ্ত দীর্ঘ নিশ্বাস! (অস্থিরভাব)

(ব্যস্তভাবে সুমিত্রার প্রবেশ)

সুমিত্রা। দিদি, দিদি! খবর পেলুম ঋষিবর বিশ্বামিত্র অন্তঃপুরে আস্‌ছেন; শুনলুম, তিনি নাকি বড় ক্রুদ্ধ!

দশরথ। (ভয়বিহ্বলচিত্তে) অ্যাঁ—আস্‌ছেন? তবে—তবে আমি কি কর্‌বো? কি ক'রে তাঁর সাম্‌নে দাঁড়াব? না—না পার্‌বোনা পার্‌বোনা। তাঁর এক একটা প্রখর দৃষ্টিতে, আমার হৃদয়ের প্রত্যেক পঞ্জরস্থি পুড়ে ছাই হয়ে যাবে—তাঁর এক একটা নিশ্বাস, প্রবল ঝড়ের মত আমায় কোথায় উড়িয়ে নিয়ে যাবে। না—তা হবে না—তোমরা থাক, আমি পালাই। অ্যাঁ—অ্যাঁ যাব কোন্ দিকে? যেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর্‌ছি সেই দিকেই বিশ্বামিত্রের অগ্নিপূর্ণ ভ্রূকুটি যেন আমায় লোল-জিহ্বা পিশাচীর মত গ্রাস কর্‌তে আস্‌ছে, কিন্তু তবু পালাতে হবে—এই যে—এই যে খোলা দরজা—এই দরজা দিয়েই—

(পলায়নোদ্যত)

(রোষোন্মত্ত বিশ্বামিত্রের ভরত শত্রুঘ্ন-সহিত প্রবেশ ও বাধা প্রদান)

বিশ্বামিত্র। কোথা যাও? স্থির হও
ক্ষত্রকুল গ্লানি!
হইও না
এক পদ অগ্রসর আর।
বল অগ্রে কে এ দুজন? (ভরত শত্রুঘ্নকে নির্দ্দেশ করিলেন

[দশরথ নিরুত্তরভাবে কাঁপিতে লাগিলেন।]

কৌশল্যা। (যুক্তকরে) ক্ষমা কর তপোধন—

বিশ্বামিত্র। স্থির হও রাণি!
না চাহি শুনিতে কর্ণে
মিনতি তোমার।

বল দশরথ—
বল অগ্রে কে এ দুজন ?

দশরথ। (অতি কাতরভাবে) ভরত—শত্রুঘ্ন—
ধরি পদে—

(বিশ্বামিত্রের পদধারণে উদ্যত হইলে বিশ্বামিত্র সরিয়া দাঁড়াইলেন)

বিশ্বামিত্র। সাবধান !
অপবিত্র নাহি কর বিশ্বামিত্র দেহ।
ডুবিয়াছে, সূর্য্যকুল অনন্ত মহিমা ;
অসহ্য দুর্গন্ধময় পাপ-পঙ্কে তব।
ধার্ম্মিকের অগ্রগণ্য
মহৎ উদারচেতা হরিশ্চন্দ্র রাজা,
একদিন, এই বংশ
ক'রেছিল উদ্ভাসিত,
—গৌরব আলোকে তার।
নির্ব্বাপিত হইল
সে গৌরব আলোক—
শুদ্ধ তব
কলঙ্কের ঘোর ঝটিকায় !
কিন্তু সাবধান দশরথ ;
শিশু হ'য়ে
প্রজ্বলিত অগ্নি সনে খেলা !
সর্ব্বাঙ্গ হইবে ছারখার ;—
পরিণাম এনে দেবে—

নীরস, নীথর,
ক্রুর দৃশ্য ভয়ঙ্কর!
কোলাহল-মুখরিত
শুভ্র-সৌধ-সুশোভিত
অযোধ্যা নগরী,
সুনিশ্চয় হবে পরিণত
জনহীন গহন অরণ্যে!
উঠিবে তাহার বক্ষে
ভীতিময় শৃগালের ঘোর আর্ত্তনাদ!
সম্পদ গরিমা পূর্ণ
যে অযোধ্যা আজ,
করিয়াছে পরাজিত—
কুবেরের অলকা নগরী;
দেখিবে তথায়
শুদ্ধ শ্মশানের ছাই!
পুত্র নিয়ে প্রতারণা!
পুত্র তব—না রহিবে
বংশে দিতে বাতি!
পাষাণ, কঠিন—
শুষ্ক বিশ্বামিত্র-প্রাণ—
প্রতিফল দিতে পারে ভাল!

(গমনোদ্যত হইলে দশরথ তাঁহার পদ ধারণ করিলেন)

দশরথ। রক্ষা কর—রক্ষা কর প্রভু!
না বুঝিয়া,

করিয়াছি ঘোর অপরাধ,
পুত্র-স্নেহে জ্ঞান হারা আমি !

বিশ্বামিত্র। কি বলিলে
পুত্র স্নেহে জ্ঞানহারা তুমি ?
লজ্জা নাহি হলো রাজা !
গ্রহণ করিতে—ঘোর মিথ্যার আশ্রয় ?
পুত্র-স্নেহ ?
পুত্র বুঝি নয় তব—
শত্রুঘ্ন ভরত।
বিভিন্নতা সুবিমল পুত্র স্নেহে তব !
ধরাবক্ষে—
আদর্শ পিশাচ পিতা তুমি !

সুমিত্রা হে মহান্ !
ক্ষান্ত হও ;
ক্ষম দোষ পতির আমার,
বারেকের তরে
ফিরে চাও পুত্রগণ পানে ;
কর দয়া একবার,
অনুতপ্ত রাজার উপর !

বিশ্বামিত্র। বৃথা কর অনুরোধ রাণি !
দূরে থাক, লয়ে তব
রমণীয় হৃদি-কোমলতা।
স্পর্শিতে অক্ষম তাহা
কঠিন কুলিশ সম—হৃদয় আমার।

দশরথ। (বিশ্বামিত্রের পদ ত্যাগ করিয়া)
বল, বল ঋষিবর!
সত্য তবে,—
দশরথ অপরাধ, অতীত ক্ষমার ?

বিশ্বামিত্র। সন্দেহ কি তার ?
নিজ হস্তে—
নিজ পদে করিতে কুঠারাঘাত—
কোন্ জন,
উপদেশ দিয়েছে তোমায় ?
দশরথ!
চাও ঐ ঊর্দ্ধে—
ঐ নীল অনন্ত আকাশে—
(দশরথের ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি)
কি দেখিলে—
সর্ব্বোপরি সেথা ?

দশরথ। 'সত্য'—

বিশ্বামিত্র। মিথ্যা কথা!
আছে সেথা
প্রতারণা অসৎ-আচার,
আছে সেথা
ক্ষত্রিয়ের ব্রাহ্মণে-অশ্রদ্ধা!
আছে সেথা,
সত্য শিরে
অসত্যের দারুণ আঘাত!

ধর্ম্ম সেথা, বধির,
নির্ব্বাক নিস্পন্দ।
পাপ লভে—
প্রশ্রয় অবাধে !—
কেমন ?

দশরথ। আর না—আর না প্রভু !
মার্জ্জনা করহ দাসে।
সত্য রাজে সর্ব্বোপরি
ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে—চিরদিন,
লভে ধর্ম্ম 'বিজয়-গৌরব' !

বিশ্বামিত্র। (সদপদাপে) চুপ ! তুমি তাহলে শাস্ত্রের সঙ্গে উপহাস কর্‌ছ ? অন্তরে গরল রেখে মুখে অমৃতের ভান দেখাচ্ছ !

দশরথ। (নিরুত্তর নিম্নদৃষ্টি)

বিশ্বামিত্র। বল।

দশরথ। শাস্তি দেন—শাস্তি দেন দেব ! আমার—অপরাধের শাস্তি দেন—আমি—

বিশ্বামিত্র। পার্‌বে ? শাস্তি গ্রহণ কর্‌তে পার্‌বে ? জান—কি সে শাস্তি ? তুমি জীবন্ত থাকতেই, তোমার চোখ দুটো উপড়ে ফেলে দিতে হবে—জিভ্‌টাকে টেনে বের কোরে জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ কর্‌তে হবে, আর উত্তপ্ত লৌহ শলাকা দিয়ে, তোমার সর্ব্ব শরীর—অবিরত দগ্ধ কর্‌তে হবে। সেই দগ্ধ দেহের তীব্র যাতনায় অস্থির হ'য়ে যোড়হস্তে তোমায় প্রাণ ভিক্ষা কর্‌তে হবে। এ শাস্তি শাস্ত্রকারের শাস্ত্রে নাই, বিধাতার বিধানেও লিপিবদ্ধ হয় নাই। শুদ্ধ, তোমার মত নরাধমের জন্যই সৃষ্ট হ'য়েছে। আর তার সৃজনকর্ত্তা,

স্বয়ং বিশ্বামিত্র ! বল রাজা, পার্‌বে—আমার দেওয়া শাস্তি গ্রহণ কর্‌তে পার্‌বে ?

দশরথ। পার্‌বোনা—পার্‌বোনা প্রভু, রক্ষা করুন রক্ষা করুন। আমি রাম লক্ষ্মণকে চিরকালের জন্য আপনার পায়ে সঁপে দিচ্ছি—আজ দশরথ আপনার চরণে চিরাশ্রয় গ্রহণ কর্‌ছে।

[বিশ্বামিত্রের পদতলে নত-জানু ভাবে উপবেশন]

বিশ্বামিত্র। যাও মিশে যাও—একবারে ঐ মাটীর সঙ্গে মিশে যাও—তোমার অস্তিত্ব চিরকালের জন্য লুপ্ত হোক ; বিশ্বামিত্রের প্রাণ গলবে না ! দু'ফোঁটা চোখের জলে যদি বিশ্বামিত্রের প্রাণ নরম হতো, তাহ'লে সে একই জন্মে, আর একটা জন্মকে টেনে আন্‌তে পার্‌তো না ! রাম লক্ষ্মণে বিশ্বামিত্রের আর কোনো প্রয়োজন নাই অতি গুপ্ত স্থানে তাদের রেখে দাও কেউ যেন খুঁজে না পায় কেউ যেন দেখতে না পায়, কিন্তু একদিন এমন দিন আস্‌বে যে, এর প্রতিফল—মর্ম্মেমর্ম্মে বুঝে নিতে হবে। না, আর তিলার্দ্ধ সময়ও অযোধ্যায় থাক্‌বো না, এখনি চলে যাচ্ছি। ব্রহ্মণ্য দেব—একবার যাবার আগে স্থির, শান্ত, সৌম্য অথচ নির্ম্মম, মধুর অথচ গভীর বিরাট মূর্ত্তিখানা নিয়ে, আমার সাম্‌নে দাঁড়াও—আর সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রলয়ের মহা ঝঞ্ঝাবাত, অযোধ্যার উপর দিয়ে—সন্ সন্ স্বরে প্রবাহিত হ'য়ে যাক ! হে অজেয় মহাশক্তি ! ছুটে এস—নেমে এস তোমার ওই পঞ্চভূতব্যাপী অসীম ক্ষমতা নিয়ে—অযোধ্যার বক্ষে একটা প্রকাণ্ড উল্কাপাতের মত—

[বিশ্বামিত্র আরও কিছু বলিতে যাইতেছিলেন, ইত্যবসরে রাম লক্ষ্মণ সহ প্রবেশ করিয়া বিশ্বামিত্রের পদধারণ করিলেন, করিবামাত্র বিশ্বামিত্রের ভাব-পরিবর্ত্তন হইয়া গেল।

রাম। সম্বর সম্বর রোষ, তাপস প্রধান !
লেলিহান অগ্নিশিখা,
গ্রাসিলা এ অযোধ্যা নগরী !
ফিরে চাও করুণানয়নে
অযোধ্যার পানে একবার ;
দেখ দেব !
কি দুর্দ্দশা হ'য়েছে তাহার—
প্রজ্বলিত কোপানলে তব !
চল প্রভু,
যাইতেছি তব সনে,
যেখানে যাইতে তুমি
করিবে আদেশ।
রাক্ষসের রণে—কিম্বা জ্বলন্ত আগুনে,
ঝটিকার ঘোর আবর্ত্তনে
অথবা সে অতল জলধিগর্ভে—
কোনো স্থলে
যাইবার নাহি বাধা মোর,
তব আজ্ঞা অপেক্ষা আমার !
ক্ষম মোর পিতৃ অপরাধ,
তুমি যদি রুষ্ট হও প্রভু,
ইন্দ্র, চন্দ্র কাঁপে থরথর !
আমরা সামান্য নর—
কি সাধ্য মোদের,—
এড়াইতে ক্রোধানল তব ;

চাহ ঋষি !
কৃপাদৃষ্টে মোদের উপর ;
অযোধ্যার প্রতি চাও
অমৃত নয়নে !
তব ক্ষমা,
একমাত্র ভরসার স্থল !

বিশ্বামিত্র। উঠ রাম, রাজীবলোচন !
পদতল নহে স্থান তব !
নির্ব্বাপিত
বিশ্বামিত্র রোষবহ্নি এবে :
তব মুখ-বিনিঃসৃত
সুধাসম বচন সলিলে !
বিদূরিত হ'য়ে গেছে—
হৃদয়ের ক্ষোভ-তাপআদি
হেরিয়াছি যেই ক্ষণে,
'নব-দূর্ব্বা-দল-শ্যাম
মধুর মূরতি !'
সেইক্ষণে করিয়াছি ক্ষমা
অপরাধ পিতার তোমার।
দূর হোক
অযোধ্যার সর্ব্বঅমঙ্গল ;
ভাসুক শান্তির নীরে
অযোধ্যা আবার !
এস হৃদে, হৃদয়ের আলো !

কর দূর হৃদয় তিমির !
(রামকে ক্রোড়ে ধারণ করিলেন)
সুসুপ্ত জগত !
আঁখি মিলে দেখ একবার
রাজিতেছে আদর্শপুরুষ—
সম্মুখে তোমার ।
ধন্য কর্ম্ম ফল তব
অযোধ্যার রাজা !
পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ,—
'পিতা' বলি সম্বোধে তোমায় !
ভাগ্য তব সুপ্রসন্ন,
তপঃক্লিষ্ট বিশ্বামিত্র ঋষি !
সুযোগ লভিলে আজি
ধারণ করিতে ক্রোড়ে,
পঞ্চানন দুর্ল্লভ পুরুষে ।

রাম । লজ্জা আর দিওনা আমায় !
দাও আজ্ঞা নামি কোল হতে ।
অপরাধ করিয়াছি বহু—
স্পর্শিয়াছে মম পদ—
শ্রীঅঙ্গে তোমার !

বিশ্বামিত্র । অতীত আশার !
অতীত আশার যাহা—
পাইয়াছি আজ !
ইচ্ছাময় !

হোক তব ইচ্ছার পূরণ !

(রামকে কোল হইতে নামাইলেন)

দশরথ। ক্ষান্ত হও আঁখি !

গণ্ডস্থল কোর না প্লাবিত

অবিরাম সলিলে তোমার !

এহেন পরম নিধি

তনয় যাহার ;

ধরা ধামে, তার সম

ভাগ্যবান কেবা ?

(বিশ্বামিত্রের প্রতি) প্রভু, ইষ্টদাতা !

ক্ষমা কর অপরাধ মোর।

বিশ্বামিত্র। শান্ত হও রাজা !

বহুপূর্ব্বে ক্ষমেছি তোমায়—

ব্রাহ্মণের রাগ,

উঠে যায় রবিতেজে

বাষ্পবারি সম ;

নামে পুনঃ বৃষ্টিরূপে,

স্পর্শ লভি—

ভক্তিরূপ শীতল হাওয়ার !

দশরথ। তবে—যাও প্রভু—

সঙ্গে লয়ে শ্রীরাম-লক্ষ্মণে

ইচ্ছামত কার্য্যে

কর নিযুক্ত তাদের।

(রামলক্ষ্মণের প্রতি) বৎসগণ !

যজ্ঞ রক্ষিবারে
যাও মহর্ষির সনে।
যে কার্য্য করিতে তিনি
দিবেন আদেশ,
অম্লান বদনে তাহা,
সম্পাদন করিবে তখনি !

রাম ও লক্ষ্মণ। তব আজ্ঞা শিরোধার্য্য পিতা !

রাম। (কৌশল্যার প্রতি) কর মাগো, আশীষ সন্তানে,
সাজি আজ রাক্ষস সমরে।
জননীর পদধূলি—
করে যেন সমরে বিজয়ী। (পদধূলি গ্রহণ)

কৌশল্যা। (রামের মস্তকে হস্ত দিয়া)
আছিল হৃদয়ে রাম,
যত আশীর্ব্বাদ—
অর্পণ করিনু তোর শিরে !
তুই মোর দুঃখিনীর-ধন—
সঁপিলাম তোরে আজ
মঙ্গলা চরণে !

রাম। আর কিবা ভয়,
জননীর আশীর্ব্বাদ অক্ষয় কবচ !
(সুমিত্রার প্রতি) ছোট মা !
যাইতেছি রাক্ষস-সংগ্রামে
সাথে লয়ে
প্রাণ প্রিয় লক্ষ্মণে তোমার
দাও পদধূলি। (পদধূলি গ্রহণ)

সুমিত্রা—পূর্ণ হোক মনস্কাম।
ফিরে এস অক্ষত শরীরে!

লক্ষ্মণ। বড় মা!
আমিও যেতেছি যুদ্ধে দাদার সহিত –
বরষ মস্তকে মোর মঙ্গল আশীষ।

(কৌশল্যাকে প্রণাম—কৌশল্যার লক্ষ্মণের মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া আশীর্ব্বাদ।)

(সুমিত্রার প্রতি) মা! তুমি মোর, আশাপূর্ণা ভবে
নমি তব পদাম্বুজে—
আশা পূর্ণ করিও জননী!
(মাতৃপদে প্রণাম—সুমিত্রার লক্ষ্মণের মস্তকে হস্তার্পণ)

সুমিত্রা। কি ভাষায় আশীর্ব্বাদ
করিব বাছনি!
সুমিত্রা জানে না সেই ভাষা!
মরুভূমে তুই মোর জল!
ফিরে আয়, বক্ষেতে আমার—
রাম সনে, করি জয়
নিষ্ঠুর রাক্ষসে!

রাম। (দশরথের প্রতি)
পিতা! পরম দেবতা!
আসি তবে কর আশীর্ব্বাদ!

[রামের পিতৃচরণে প্রণাম, লক্ষ্মণের তথাকরণ। দশরথ দুইজনকে বক্ষের মধ্যে টানিয়া লইলেন।]

দশরথ। আয় ফিরে বক্ষে মোর
লভিয়া সুযশ।

ষষ্ঠ দৃশ্য

অযোধ্যা—রাজপথ

বিদূষক,

বিদূষক। তখনই ত ব'লেছিলুম 'যা থাকে কপালে চোখ বুজে রামলক্ষ্মণকে দিয়ে দিন—ও বিট্‌লে বামুনটার সঙ্গে পেরে উঠ্‌বেন না।' কিন্তু কেইবা শোনে? মহারাজ, কথাটা আমলেই আন্‌লেন না। গরীবের কথা কিনা? বাসী হলেই মিষ্টি লাগে। সেই দিতে হ'লো তা ভাল ভাবেই দাও—আর নাক মুখ সিটকিয়ে বেজায় নাকাল হ'য়েই দাও। যাক বাবা, এখন কতকটা হাঁফ ছেড়ে বাঁচা যাক! ব'নেদটা যে রকম আরম্ভ ক'রেছিল, ভেবেছিলুম, একটা বিরাট রকমের কিছু না হোয়েই যায় না। সাবাস্ যাই, কিন্তু আমাদের রাম বাবাজিকে! শুনলুম—এক কথায় বামুনটাকে জল করে ছেড়েছে! না হ'লে এতক্ষণ কপালে 'তেঁতুল গুলে' ছেড়ে দিত! তা—বামুন বটে বাবা! যেমনি লম্বা লম্বা দাড়ি—আর তেমনি লম্বা লম্বা বাহাদুরী! সার্থক তপস্যা ক'রেছিল—নাকে দড়ি দিয়ে সব্বাইকে টেনে নিয়ে বেড়াচ্ছে।—যাক, এখন ঘরে যাওয়া যাক। মহারাজ ত অনেকক্ষণ আগেই হুকুম দিয়ে ব'সেছেন—কিন্তু শেষটা না দেখে প্রাণটা কিছুতেই এগুতে চাইলে না। তাই অই বাইরের ঘরটায় ব'সে, একটু আড্ডা দিচ্ছিলুম। এখন রাজাও খালাস, আর আমার আড্ডা দেওয়াও খালাস। এখন গজেন্দ্র গমনে—থুড়ি—চঞ্চল চরণে ঘরে যেতে পার্‌লেই রক্ষা! বেলা ত অনেকটা হ'য়ে গেছে আবার বাম্‌নী হয়ত, মুখটিকে 'মানকচুর' মত কোরে ব'সে থাকবে। আহা-হা! গিন্নির আমার মুখখানি কি সুন্দর—ঠিক যেন বড় রকমের একটি আস্ত কচু! তাতে

মানের উদয় হোলেই একবারেই 'মানকচু' বনে যায়—একটু ব্যাকরণ দোষ ও হয় না!

(গমনোদ্যত—জনৈক ব্রাহ্মণের প্রবেশ)

জঃ ব্রাহ্মণ। কি হে ভায়া—আজ তোমার এত দেরী হোলো যে?

বিদুষক। কেন, বিরহে তোমার প্রাণটা 'আই ঢাই' করছিল নাকি?

জঃ ব্রাহ্মণ। আরে না না বুঝলে কিনা? তবে কি জান একটু বিশেষ দরকারের জন্যে—বুঝলে কিনা—তোমার সঙ্গে দেখা কোর্ত্তে বুঝলে কিনা—রাজবাড়ীর ধার পর্য্যন্তই রওনা হ'য়েছিলুম—বুঝলে কিনা? শুনলুম—সেখানে নাকি বেজায় গোলমাল,—বুঝলে কিনা—কলকে পাওয়া ভার; বুঝলে কিনা।

বিদুষক। তা-দেখ, এখন ত বেলা হোয়ে গেছে—এখন খাওয়া দাওয়া করিগে—দরকারটা ও বেলাতেই শোনা যাবে।

জঃ ব্রাহ্মণ।—আরে শোন শোন—বুঝলে কিনা—একটু শুনেই যাওনা। যাই বায়ান্ন—তাই পঁচাত্তোর বুঝলে কিনা। যখন এত দেরীই হোয়েছে, তখন—বুঝলে কিনা—আমার জন্যে না হয় আরও পাঁচ মিনিট হবে, বুঝলে কিনা?

বিদুষক। তা ত জানিই, তুমি শিয়ে কুলের কাঁটা! কাপড়ে যখন ধ'রেছ তখন ছাড়তে ছাড়বে না। আচ্ছা, নাও,—বক্তব্যটা একটু শীগগীর বোলে ফেল। বাম্‌নী ত হলুদ বেঁটে রেখেছেই—ঘরে পা দেবার মাত্রই হাড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা কোর্ব্বে! যাক, সূচনা কর সূচনা কর।

জঃ—ব্রাঃ।—(হাত মোচড়াইতে মোচড়াইতে) বলি—বলছিলুম কি

বুঝলে কি না—তা বলছিলুম কি বলি—বুঝলে কি না—সেই তোমার গিয়ে বুঝলে কিনা—

বিদূষক। দেখ বাপু—'ক্ষিদেয় নাড়ীভুঁড়ি শুদ্ধ হজম হোয়ে যাচ্ছে! ঐ আম্‌তা আম্‌তা গিরিটা ছেড়ে, গলা সাফ কোরে যা বোলবার আছে বোলে ফেল। গলায় সর্দ্দি ব'সে থাকে ঢুটো কেসে নাও—আর শতখানেক্ 'বুঝলে কিনা' ও এক সঙ্গে বলে নাও।

জঃ ব্রাহ্মণ! (হাত মোচ্‌ড়াইতে ২) তা—বুঝলে কিনা—

বিদূষক। এই মাটি করেছে—আরে বাপু স্পষ্টাস্পষ্টি বলে ফেল্লে কি 'শাস্তর' অশুদ্ধ হোয়ে যায়?

জঃ ব্রাহ্মণ। না—না শোন। এই বুঝলে কিনা সেদিন যে সেই বিয়েটার জন্যে—বুঝলে কিনা—

বিদূষক। হাঁ হাঁ আমার মনে আছে—বিয়ে তোমার দিয়ে দিবই। তা অত অধীর হোলে কি চলে বাপু? চেষ্টা ত কোর্চ্ছি!

জঃ ব্রাহ্মণ। আমার মুণ্ডু কোচ্ছো; বুঝলে কিনা! চেষ্টা কোর্ত্তে কোর্ত্তে যদি সব ফুরিয়েই গেল, বুঝলে কিনা—তবে আর বিয়ে করে বুঝলে কিনা—

বিদূষক। না—না তার আগেই তোমাকে একটা ধাড়ী মেয়ে এনে দিব। তুমি—

জঃ ব্রাহ্মণ। (হাত মোচড়াইতে ২) বুঝলে কিনা।

বিদূষক। বুঝ্‌লুম—বুঝ্‌লুম। তিন 'সত্যি' ক'রে ব'লছি বুঝ্‌লুম।

জঃ ব্রাহ্মণ।—আরে শোন—শোন; এই কন্যেকর্ত্তাকে, বুঝ্‌লে কিনা ব'লো যে, জামাই নেহাত মন্দ হবে না—বুঝলে কিনা; চেহারা ত তুমি দেখছই।

বিদুষক। তা আবার দেখছি না, দেখে দেখে চোখ নাকাল হোয়ে গেল। রূপের কি আর সীমা আছে—কার্ত্তিক ভায়াও ঝক্ মারে! আহা! গায়ের রঙ ঠিক যেন রান্নাঘরের কালী— মাথার চুলগুলি অনবরতই সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান! সাম্‌নের দাঁতগুলি বাইরের শোভা দেখ্‌তেই ব্যস্ত। আমার সাধ্যি কি, এমন রূপের বর্ণনা করি। এ রূপে না মজে, এমন ছুঁড়ী কি আর আছে? যাক্, তুমি এখন যাও আমি কোমর বেঁধে লাগ্‌ব। (প্রস্থান)

জঃ ব্রাহ্মণ।—বেটাকে বুঝলে কিনা—ব'লে ব'লে হায়রাণ হ'য়ে গেলুম। তা—বুঝ্‌লে কিনা বেটা গ্রাহ্যিই করে না। আমি কিন্তু ছাড়্‌বার ছেলে নই, বুঝ্‌লে কিনা। যাক প্রাণ ত থাক মান; বুঝ্‌লে কি না। একটু ডাগর ডোগর ডাঁট পুরু—বুঝ্‌লে কিনা?

[অপর দিক দিয়া প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সরযূ-তীর

[কতিপয় লোক নদীতে সদ্যোস্নাত হইয়া, কেহ বা গামছা নিংড়াইতে নিংড়াইতে, কেহ কেহ বা মাথা গা মুছিতে মুছিতে ; দুই একজন 'ভগবানের নাম' বলিতে বলিতে ; কেহবা গায়ত্রী জপ করিয়া কেহবা অঙ্গুলীবিন্যাসপূর্ব্বক সূর্য্যকে প্রণাম করিয়া, তীর দিয়া চলিয়া গেল। অপর দিক দিয়া বিশ্বামিত্র রাম ও লক্ষ্মণ সহ প্রবেশ করিলেন।]

বিশ্বামিত্র। প্রবাহিতা 'কুলু' তানে
স্রোতস্বিনী সরযূ হেথায়।
অনাবিল শান্তিপূর্ণ—
সরযূর তীর—
মুখরিত অবিরাম
ভগবৎ আরাধনা গীতে!
বিরাজিত সরলতা
সদা এর তীরে!
পরিপূর্ণ পবিত্রতা—
ধন্য তীর্থ ভবে!
যাও বৎস শ্রীরাম লক্ষ্মণ!
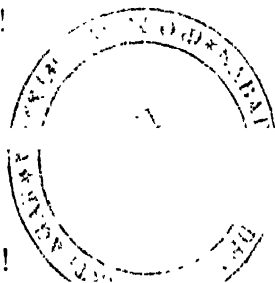
স্নান করি এস
স্বচ্ছ সরযূ-সলিলে।
সুমন্ত্রে দীক্ষিত আজ
হইবে উভয়ে।
প্রভাবে যাহার—
অসাধ্য সাধনা হবে
সম্ভব জগতে!

রাম ও লক্ষ্মণ। যথা আজ্ঞা প্রভু!

[উভয়ের প্রস্থান

বিশ্বামিত্র। কোমলতা পরিপূর্ণ
জীবন এদের!
সামান্য আতপ তাপে
পরিম্লান বদন-কুসুম!
অপার্থিব চির-স্নেহ-পালিত রতন;
কোন্ বস্তু শোক দুঃখ—
জানেনা অন্তরে!
বিরাট জলধি যার
রহিয়াছে সম্মুখে পড়িয়া—
অতিক্রম করা তাহা
হবে সুকঠিন
এহেন কুসুম সম কোমল পরাণে!
মন্ত্র-দীক্ষা প্রয়োজন তাই,—
এই মন্ত্রে—দুঃখ কষ্ট
সহিবে অক্লেশে—

দীর্ঘকাল পারিবে কাটিতে—
অনাহারে,
কিম্বা অনিদ্রায়।
জয়ী হবে সর্ব্বত্র জগতে!
হে জগৎ গুরু!
ত্রিদিবের ইষ্টদেব তুমি!
তোমা ধনে দীক্ষা দিতে
প্রাণ মন বড় ব্যাকুলিত!
অপরাধ নিয়োনা আমার।
অর্চ্চনার পুষ্পরূপে
দানিতেছি তাহা!

(স্নানান্তে রাম লক্ষ্মণের পুনঃ প্রবেশ)

রাম। বড় স্নিগ্ধ
সরযূর বারি ঋষিবর!
সর্ব্বাঙ্গ শীতল হোলো
স্নান করি তায়!

বিশ্বামিত্র। পূর্ব্বমুখে
দণ্ডায়মান হও রঘুবর! (রামের পূর্ব্বমুখ হইয়া দণ্ডায়মান)
লক্ষ্মণ!
রাম পার্শ্বে দাঁড়াও আসিয়া
পূর্ব্ব মুখে। (লক্ষ্মণের তথাকরণ)
থেকে, থেকে,
নেচে উঠে হৃদয় আমার!

সত্য আজ জগতের গুরু
দীক্ষিত হইবে মন্ত্রে
বিশ্বামিত্র-পাশে !
তাহারই প্রদত্ত
এই মহামূল্য নিধি—
পূরাইতে বিশ্বামিত্র-আশা
নিজগুণে—সেই পুনঃ করিবে গ্রহণ !

[উভয়ের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া চুপি চুপি তাহাদের কর্ণে মন্ত্র প্রদান করিলেন।

অবসান করম আমার।
চ'লে এবে হই অগ্রসর
ঐ দেখ নিস্তব্ধ বনানী !

দ্বিতীয় দৃশ্য

অরণ্য

দুইজন পথিক

১ম। খাসা পথটাতেই কিন্তু নিয়ে এলি ভাই ! তিরিশজনের মধ্যে ষেটের কোলে বেঁচে রইলুম দুটী—এক তুই, আর এক আমি। তাও, শেষ পর্য্যন্ত টিকবো কি না সেটাও একটা ভাববার কথা !

২য়। তা ভাবার কথা বৈকি? এমন জান্‌লে, কোন্ শালা এপথে ভুলেও পা দিত! তা—যাই বল 'যাওটা' মোটেই ভাল হয়নি! 'নিমে' ধোপার মুখ হে—'নিমে' ধোপার মুখ। এড়ান পাবার কি আর যো আছে।

১ম। যা বলেছ! শালার একবার কাণ্ডটা দেখ দেখি; শ্রীহরি, শ্রীহরি, ব'লে বেরিয়েওছি আর শালা বদমায়েসী ক'রে, এক বোঝা কাপড় নিয়ে এসে দাঁড়াল।

২য়। চুপ-চুপ! আর ও নাম করিস্ না। যা হ'য়ে গেছে, হ'য়ে গেছে। ও 'অধমতারণ' নাম করলে কি আর রক্ষা আছে। কোন রকম ক'রে যদি আর খানিকটা যেতে পারি, তবে সে সব কথা!

১ম। কিন্তু ভাই দেখ—ঐ ধারটায়, কিসের একটা 'মড় মড়' শব্দ হচ্ছে।

২য়। (লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক) বলিস কিবে? 'মড় মড়্' শব্দ? অ্যাঁ!

১ম। হুঁ, 'মড়্ মড়' শব্দ! (ভীত ভাবে এদিক সেদিক চাহিল)।

২য়। এইবার সেরেছে! আর রাক্ষসীটা না হ'য়েই যায় না। ঐ যে 'মড় মড়্' শব্দ—ও আর কিচ্ছু নয়। কারু হাড়ভেঙ্গে চুরমার ক'রে দিচ্ছে!

১ম। এই সব ঐ 'নিমে' শালার বদ্‌মায়েসী! এবার যদি মা-বাপের 'পুণ্যির' জোরে বেঁচে যাই—তাহলে আগেই ঐ শালাকে দেখ্‌বো।

২য়। থাম থাম। এখন ফের ওসব নাম করিস না। তার চেয়ে একটু চুপ কর্—রক্ষেকালীর মানত করি।—(করজোড়ে) ওমা রক্ষে কালি! এ 'যাত্তা' আমাদের দুটীকে বাঁচিয়ে দেমা। ঘরে গিয়েই তোকে

জোড়া পাঁঠা দিব। আমরা 'খুড়োভাইপো' দুটী ভাই বেঘোরে মারা যাচ্ছি মা!

১ম। ওরে আর একটা কাজ করি আয়। এই গোবরের টীকে কপালে নিয়ে 'গুড়িসুড়ি' হ'য়ে লুকিয়ে পড়ি আয়। গোবরের টীকেকে অপদেবতারা বেজায় ডরায়,—জানিস?

২য়। আর জেনে কাজ নাই। এযে বাবা, অপদেবতার বাবা। ওসব চালাকী এর কাছে খাটবে না—তার চেয়ে সটান চম্পট দি— যা থাকে কপালে!

১ম। এঁ এঁ তবে তা-তা তাই ক-করি আ-আয়।

২য়। দোহাই-মা কালি! পাঁঠা দেবোই দেবো। নেহাত ক্ষেতে অনেক পাঁঠা চরছে, দেখিয়ে দেব; তুমি যত পার খেও!— দেখো বাবা রাক্ষসী বাবা! পিছু নিয়োনা বাবা—

[উভয়ের উভয়কে জড়াজড়ি করিয়া ধরিয়া প্রস্থান

(অপর দিক দিয়া রাম লক্ষ্মণ ও বিশ্বামিত্রের প্রবেশ)

বিশ্বামিত্র। বলছ বটে, কিন্তু, এই পথ টা দিয়ে যেতে আমার এক বিন্দুও সাহস হচ্ছে না। বড় ভয় পাচ্ছে! যদি রাক্ষসী টা—

রাম।—ভয় কি প্রভু? আশীর্ব্বাদ করুন, তাড়কায় নিহত ক'রে সকলের ভয় দূর করি! অনর্থক ঐ দিকের পথটায় গিয়ে লাভ কি? সময় নষ্ট বইত নয়!

বিশ্বামিত্র। না-রাম! জীবনের চেয়ে সময় বেশী নয়। যজ্ঞস্থলে পৌঁছতে না হয় আর দুদিন দেরীই হবে।

রাম। জীবন যাবার ভয়ত কিছু দেখছি না। বিশেষ রাম লক্ষ্মণ যতক্ষণ জীবিত—ততক্ষণ কারসাধ্য আপনার কুশের বিঘ্ন ক'রে। আমাদের না মেরে ত রাক্ষসীটা আপনাকে মারতে পারবে না।

লক্ষ্মণ। ঠিক কথা! আর রাক্ষস বধের জন্যই যখন আমাদের নিয়ে এসেছেন—তখন যদি শুধু তাড়কার জন্যই এত ভয় করেন তা হ'লে আমাদের দ্বারা যজ্ঞরক্ষার ত কোন সম্ভবনাই নাই।

বিশ্বামিত্র। তুমি যদি সে তাড়কাকে একবার দেখ্‌তে লক্ষ্মণ, তাহ'লে কখনই ওকথা মুখদিয়ে বার কর্‌তে না। যাক্‌, তোমাদের সাধ হয়, ঐপথে যাও—আমার দ্বারা হবে না। আমি ঐ গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাক্‌ছি।

রাম। এ আপনার কিরূপ পরীক্ষা গুরুদেব! যাঁর আশীর্ব্বাদে, সূর্য্যবংশ মহত্ত্বে গৌরবে, জগতের ভিতর মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে—শিষ্যের মহত্ত্ব ফুটিয়ে দেওয়াই যাঁর কার্য্যের একমাত্র উদ্দেশ্য—সেই আপনি। আপনি এরূপ কথা বল্‌লে আমাদের হৃদয়ে কোথা হ'তে বল আসবে প্রভু! আমাদের বল বুদ্ধি ভরসা সবই যে আপনার কৃপাসম্ভূত!

বিশ্বামিত্র। তুমি ত আমায় খুব বাড়িয়ে তুল্‌লে দেখছি! বুঝেছি রাম, নিজকে ছোট ক'রে অপরকে বাড়িয়ে তোলাই, তোমার চিরকেলে রীতি! তাতে আর কিছু না হ'ক, তোমারই মহত্ত্বটুকু ফুটে বেরিয়ে পড়ে! যাক সে কথা, আমি কিন্তু এপথ টা দিয়ে যেতে পার্‌ব না।

রাম। তবে তাই হোক। আমি আপনার সব ইচ্ছাই পূর্ণ কর্‌বো (বিশ্বামিত্র চকিতভাবে রামের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন) আপনি লক্ষ্মণের সঙ্গে, কোন গুপ্ত স্থানে অবস্থান করুন—আমি তাড়কার আবাসস্থান দিয়ে ঘুরে আসি। ভাই লক্ষ্মণ! তুমি গুরুদেবের সঙ্গে থাক—তাঁকে একাকী রাখা উচিত নয়!

লক্ষ্মণ। দাসের উপর এ কিরূপ আদেশ দাদা! যুদ্ধ ক্ষেত্রে, তোমার সাহায্য কর্‌বো বলেই এসেছি—

রাম। দুঃখিত হয়োনা প্রাণাধিক! যে কার্য্যের ভার তোমায় দিয়েছি—তা যুদ্ধক্ষেত্রে সাহায্য করার চেয়ে, কোন অংশে ন্যূন নয়; বরং বেশী। গুরুদেবের সঙ্গে থেকে, আমাকে নিশ্চিন্ত করা, প্রকারান্তরে আমারই যথেষ্ট সাহায্য করা। তা-ছাড়া যা করবে—আমার অমতে নয়।

লক্ষ্মণ। (নতশিরে) অধীনের অপরাধ মার্জ্জনা কর দাদা!

রাম—তবে গুরুদেব! আমাকে একবার তাড়কার আবাসস্থলটা দেখিয়ে দিন।

বিশ্বামিত্র। তা-এইখান হতেই দিচ্ছি। (অঙ্গুলী নির্দ্দেশপূর্ব্বক) ঐযে সাম্‌নেই কতকগুলো শালগাছ দেখ্‌ছো, ঠিক ওর নিকটেই রাক্ষসীটা থাকে।

রাম। আর কিছু বল্‌তে হবে না—আশীর্ব্বাদ করুন যেন মনস্কাম পূর্ণ হয়। (বিশ্বামিত্রের পদধূলি গ্রহণ করিলেন)

বিশ্বামিত্র—সফল মনোরথ হও।

[রামের প্রস্থান

বিশ্বামিত্র। (স্বগত) ভুল ক'রেছ বিশ্বামিত্র! ভয়হারীকে ভয় দেখিয়ে, একটা অস্বাভাবিক অভিনয়ের অবতারণা ক'রেছ মাত্র! জীবের জীবনের নিকটে, নিজের জীবনের মূল্য দেখিয়ে—হৃদয়ের অসারত্ব পরিচয় দিয়েছ! ওযে চক্রীর চক্র, ওর নিকট কি তোমার সামান্য চক্র জয়লাভ করতে পারে? এখন চল, গুপ্তস্থান হ'তেই মুক্ত পুরুষের কার্য্যকলাপ দর্শন করবে। (প্রকাশ্যে) এস লক্ষ্মণ!

লক্ষ্মণ—চলুন (উভয়ের অপর দিক দিয়া প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

অরণ্য—তাড়কার আবাসস্থল

খটাঙ্গোপরি শায়িত তাড়কা।

তাড়কা (অর্দ্ধ-উত্থিতভাবে) সবই সহ্য করতে পারা যায়—কিন্তু, ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করা অসম্ভব! কালকের দিনটা, কি কষ্টেই না কেটেছি—একরকম অনাহার বল্লেই চলে! খাবার মধ্যে খেয়েছিলুম পাঁচটা মানুষ আর একটা হরিণ! সারা বনটা খুঁজে আর কিছু বার কোর্ত্তে পারি নাই, যাক, আজ, দিনটা খুব ভালই যাচ্ছে—সকাল বেলা ঘুম হ'তে উঠেই ছ'টা হরিণ আর এই ঘণ্টাখানিক আগেই একবারে আটাশটা মানুষ! তবু ত দু'টো পালিয়ে গেল। নয়, তিরিশটাই ভর্ত্তি হ'তো! এখন একটু ঘুমনো যাক্—রেতের জন্যে—(নেপথ্যে রামের ধনুঃশব্দ তাড়কার চমকিত ভাব) অ্যাঁ এ কি? এ আওয়াজ কিসের? (রামের পুনর্ব্বার ধনুষ্টঙ্কার, তাড়কা খটাঙ্গ হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল) ঐ আবার—আবার! কার এত সাহস? তাড়কার নিকটে এসে, (পুনঃ শব্দ তাড়কার এদিক সেদিক দৃষ্টিপাত) কৈ কাউকেই ত দেখ্‌তে পাচ্ছি না। এ নিশ্চয়ই ধনুর শব্দ!—আঃ কি বল্‌বো, দেখতেও ত পাচ্ছি না—নয় এতক্ষণ পেটের ভিতর গিয়ে বাহাদুরী করতো। (নেপথ্যে রামকে দেখিয়া) ঐযে ঐযে—কে একজন এই দিকেই আস্‌ছে—হা—হা—হা—হা (হাস্য) ওযে একটা ছেলে! ওরই হাতে ত ধনুক রয়েছে। বেশ নাদুস নোদুস চেহারা খানি ত? ইস্ জিভটা দিয়ে

জল পড়ছে ! আয় আয় (দন্ত কড় মড়) এই—এই (রামের প্রবেশ, তাড়কার রামকে গ্রাস করিতে মুখব্যাদান) হাঁ।

রাম। (ধনু এড়িয়া বাধা দিয়া) সাবধান পাপীয়সি !

তাড়কা। (কিঞ্চিৎ পশ্চাৎপদ হইয়া) বা ! বা ! সাহস ত কম নয়। তাড়কাকে ধমক দিতে আস্‌ছে। হাতে একটা ধনুক নিয়ে ভরসা বেড়ে গেছে। (রামের প্রতি) ওরে অবোধ ! তোর বাপের বয়সী কত ধনুকধারী, এই পেটের ভিতরে ঢুকেছে জানিস্ ? বেয়াদপি রেখে 'সুটি সুটি' পেটের ভিতর চলে আয়—যা হয় সেইখানেই কর্‌বি, আমি আর লোভ সামলাতে পার্‌ছি না।

[মুখব্যাদন পূর্ব্বক রামকে গ্রাস করিতে উদ্যত—তাড়কার মুখ গহ্বরে রামের শর নিক্ষেপ।

রাম। প্রতিফল ভোগ কর রাক্ষসি ! দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার ক'রে সাহস বেড়ে গেছে ; নয় ?

তাড়কা। উহু-হু-হু ! শরটা কি ধারাল ! যেন বুকটা ফেটে যাচ্ছে না, আর ছেলে মানুষ বলে উপেক্ষা করা চল্‌বে না। থাম দুষ্ট ! এইবার দেখ্‌ছি কে তোকে রক্ষা করে। [পতিত বৃক্ষের শাখা লইয়া রামকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলে রাম ধনু দিয়া তাহা নিবারণ করিলেন।]

রাম—এ দুর্ব্বল পথিক নয়, হিংসাত্যাগী অনাহারী তাপস নয়। এইবার নিজের প্রাণ রক্ষা কর্ দুশ্চারিণি ! (রামের উপর্য্যুপরি ২।৩বার শর নিক্ষেপ)

তাড়কা। উঃ বাপরে গেলুমরে ! উঃ উঃ জ্বলে গেল ! রক্ত খাব রক্ত খাব (মুখ ব্যাদান—রামের শর নিক্ষেপ) না আর পারি না—সর্ব্বাঙ্গ অবশ হ'য়ে আসছে ! ছাড়বোনা ছাড়বোনা 'কড়মড়' ক'রে

চিবিয়ে খাব (মুখব্যাদান—রামের শর নিক্ষেপ) ও-হো-হো পুড়ে গেল —পালাই—পালাই (বেগে পলায়ন)

রাম। জীবিত থাকতে রাম তোকে ছাড়বে না—(তাড়কার পশ্চাদ্ধাবন)

লক্ষ্মণ। (নেপথ্যে) ঐ দেখুন, ঐ দেখুন গুরুদেব! যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ কর্‌তে কর্‌তে রাক্ষসাটা পালিয়ে যাচ্ছে, রঘুবীর তার পশ্চাতে!

বিশ্বামিত্র। (নেপথ্যে) বল কি লক্ষ্মণ! তাইত তাইত! কি ভীষণ রাক্ষসী দেখছ?

লক্ষ্মণ (নেপথ্যে) আসুন আসুন আমরা খানিক এগিয়ে যাই।

বিশ্বামিত্র। (নেপথ্যে) কোন্‌দিক দিয়ে যাবে? আমার পা কাঁপছে যে!

লক্ষ্মণ। (নেপথ্যে) তাড়কার ঘর দিয়েই। ভয় কি! সেত পালিয়েছে।

বিশ্বামিত্র। (নেপথ্যে) কিন্তু খুব সাবধান!

(বিশ্বামিত্র ও লক্ষ্মণের প্রবেশ)

লক্ষ্মণ। (পতিত অস্থিচর্ম্ম ইত্যাদি দেখাইয়া) দেখছেন গুরুদেব! কত প্রাণীর অস্থি কত মনুষ্য চর্ম্ম পড়ে রয়েছে?

বিশ্বামিত্র। ও আমার জানা আছে। এখন চল—হয়ত এখনই এসে পড়বে।

লক্ষ্মণ। কি নিষ্ঠুর!

[উভয়ের প্রস্থান

[দৃশ্যান্তরে—তাড়কা ও রাম]

তাড়কা। আর না—আর না—উঃ! প্রাণ যায়—রক্ষা কর, রক্ষা কর (অনর্থক বাধা প্রদানের চেষ্টা)।

রাম। নিস্তার পাবি না রাক্ষসি! যম তোর কেশে ধরেছে। (শর নিক্ষেপ, তাড়কার পলায়ন)।

[পশ্চাৎ পশ্চাৎ রামের প্রস্থান

(নেপথ্যে)

লক্ষ্মণ। ঐ ঐ রাক্ষসীটা ঘর দিকে ছুটেছে—এবার নিশ্চয় মলো। গুরুদেব! দাদা কিরূপ উন্মত্ত দেখছেন।

[তাড়কার পশ্চাৎ আক্রমণ করিয়া রামের প্রবেশ, বিকট শব্দ করিয়া তাড়কার পতন ও যন্ত্রণায় অস্থিরভাব।

রাম। কেমন এইবার হ'য়েছে ত? ঐ অব্যক্ত যন্ত্রণা আরও কতক্ষণ ভোগ কর্। অনেক প্রাণীকে কষ্ট দিয়েছিস্।

তাড়কা। (গড়াইতে ২) হাঁ—হাঁ—হা—

রাম। এখনও আস্ফালন! (শর নিক্ষেপ)

তাড়কা। উঃ! প্রাণ যায়—প্রা—ণ—যা—(মৃত্যু)

রাম। শান্ত হও বনবাসিগণ!

নিহতা রাঘব রণে
পাপিষ্ঠা তাড়কা!
এস এবে পূজনীয় আর্য্য ঋষিগণ!
শান্তি প্রদ কর পুনঃ
এ দীর্ঘ অরণ্য—
অবিরত ছড়াইয়া
ভবদীয় স্তোত্র মধুরতা!
শোভিত কুসুম দল, পাদপনিচয়!
রাজ পুনঃ এ অরণ্যে—
অগণন হর্ম্ম্যমালা সম।

এস ফিরে
পলায়িত লাঞ্ছিত সৌন্দর্য্য
বাস কর পুনঃরপি অরণ্যের মাঝে !
পুনঃ এসো ময়ূর ময়ূরী—
সানন্দে করহ নৃত্য—
নাহি ভয়, মরেছে তাড়কা।
অলিদল ! এস ফিরে,
রসাল মুকুলে পুনঃ
করহ ঝঙ্কার ;
পতিত মৃত্যুর মুখে—তাড়কা রাক্ষসী।
এস আজ
বসন্তের কোকিল কূজন !
মুখরিত করে দাও—
সর্ব্বত্র বনের।
এস হে কুসুমগন্ধি
মলয় মারুত !
আমোদিত কর মনপ্রাণ—
অবিরাম ধীর সঞ্চালনে !

[সহসা আকাশ হইতে রামের উপর পুষ্পবরিষণ।
রাম আশ্চর্য্যভাবে]

একি ? একি ?
কে করিল পুষ্প বরিষণ ?
কোথা হতে নেমে আসি—
স্নিগ্ধ গন্ধে ছাইল দিগন্ত ?

[পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ পুষ্পবরিষণ হইল]

আবার—আবার—।
বল বল এ নির্জ্জন বনমাঝে,
কে করিল
রামশিরে পুষ্প বরিষণ ?

(বিশ্বামিত্র ও লক্ষ্মণের প্রবেশ)

বিশ্বামিত্র। সুরপুর হতে দেবগণ।
তাড়কা নিধনে তারা
আনন্দে বিহ্বল !
অজস্র কুসুমরাশি
বর্ষে তব শিরে—
কৃতজ্ঞতা নিদর্শন সম।
সাধু রাম—
প্রশংসার উপযুক্ত—বীরত্ব তোমার !
মুখোজ্জ্বল হইল আমার—
তোমা হেন শিষ্যেরে লভিয়া।
একদিন বলিবে সকলে
হেতু এর বিশ্বামিত্র ঋষি।
উঠুক তোমার যশ
ভুবন ভরিয়া !

রাম। অযাচিত কৃপাগুণে
রাম করে অর্পেছ ক্ষমতা,
তোমারই আশীষে—
রাম তাড়কা-বিজয়ী।

এই শির, লুটে যেন
চিরকাল ঐ পদমূলে।
বলুক জগত আজ
বিশ্বামিত্র হ'তে—
নিহতা তাড়কা দুষ্টা
নির্ভয় অরণ্য ;
রাম শুধু নিযুক্ত কিঙ্কর !

বিশ্বামিত্র। মহিমা অনন্ত তব
মহত্ত্ব অপার !
হে জগত !
দিব্য আঁখি কর উন্মীলন—
কি মহত্ত্ব দিয়ে গড়া
দেখ ঐ প্রাণ !
জগত পিতার আজ—হের শিষ্টাচার !
অতি ক্ষুদ্র পদে—
মোরা হ'য়ে প্রতিষ্ঠিত ;
কত ঘৃণা করি ভাব
অধীন জনায়।
সম্মুখেতে পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন রাম !
ভেবে দেখ
বিশ্বামিত্র মাত্র তার ক্রীড়ার পুত্তলী।
কত দূরে কত উর্দ্ধে
প্রদানিল আসন তাহায়।
মহত্ত্বের অতি খর স্রোতে—
ভেঙ্গে যায় হৃদয়ের বাঁধ।

মনে হয় এই দণ্ডে,
মিশে যাই—চরণ রেণুতে।
(রামের প্রতি) এস শিষ্য ! এস গুরো ! এস পিতা !
এস হৃদে সন্তান আমার,
একাধারে সর্ব্বময়
এস ক্রোড়ে মোর ! (রামকে ক্রোড়ে করিলেন)

চতুর্থ দৃশ্য

গৌতমের তপোবন

কতিপয় বনবালা

গৌতমের পুরাতন আশ্রম সম্মুখে

বনবালাগণ। গীত।

স্তব্ধ হৃদয়তন্ত্রী, নিস্তব্ধ বনানী—
মর্ম্মস্পর্শী বিষাদ কাহিনী—
কুটীর শূন্য, গ্রাসিয়া, দৈন্য ;
'মধুর স্মৃতিটী,' হাসিছে থল্।
পূর্ণিমা রাত্রি, ঢেকেছে চাঁদিমা,
ভীষণ জলদ পড়েছে কালিমা ;
বিহনে মণি, যেমন ফণী ;
বিষাদপূর্ণ তেমনি সকল॥
নাশি নিষ্ঠুর, দুরন্ত দৈন্য ;
এস ফিরিয়া করে দাও ধন্য ;
থেকোনা, থেকোনা,—সহিতে পারি না
শোকেতে ঝরে চোখেতে জল।
সে বারি যাবে না যদি না এস
বিশ্ব গাউক তোমার সুযশ
মধুর স্বরে, অমিয়-সুরে
করহ সমলে আবার বিমল॥

গীতান্তে বনবালাগণের প্রস্থান, অপর দিক দিয়া বিশ্বামিত্র, রাম ও লক্ষ্মণের প্রবেশ।

বিশ্বামিত্র। এই সেই তপোবন
প্রীতির আকর
সরলতা-বিমণ্ডিত সৌন্দর্য্যের খনি!
সমীরণ গায় হেথা
ভগবৎ-গীতি,
অঙ্গ এর ঢল ঢল
চির-স্থির বসন্ত-যৌবনে!
কিন্তু হায়, অভাবে তাহার
মনে হয় সকলই নীরস!
মনে হয়—সবই আছে
কিম্বা কিছু নাই
অথবা সকলে মিলে,
অবস্থিত নত শিরে—
রাক্তিম-লজ্জায়।
পূর্ণিমার রাত্রি,
কিন্তু নিষ্ঠুর জলদ—
আবরিয়া রাখিয়াছে
পূর্ণ চন্দ্র খানি!
হে অশেষ! নিরাশার আশা!
তোমারই ভরসা সার
অসার জগতে।
ঋষিকণ্ঠ—বিনিঃসৃত

মধুর কীর্ত্তনে,
আবার হাসাও
দিব্য, নিস্তব্ধ অটবী !—
আবার সে চন্দ্রালোক
অনন্ত বন্যায় ;
দিগন্তে ভাসিয়ে দাও
ঋষি-কণ্ঠ মধুর-রাগিনী !
আকুল পিয়াসা হর।
পিপাসার সুধাস্নিগ্ধ বারি !
শান্ত কর তৃষিত হৃদয় ;
বরিষ করুণা-বারি
মহত্ত্বের অত্যুন্নত শিখর হইতে !

রাম। চল প্রভু, হই অগ্রসর।

বিশ্বামিত্র। যাই। কিন্তু—হ্যাঁ ;
দেখ রাম ! সম্মুখে তোমার
পতিত রয়েছে যেই শিলা,
আশা তার ;
লভিতে দয়ার তব
মাত্র এক কণা !
পদার্পণ কর রাম—শিলার উপরি ;
প্রদীপ্ত হউক বিশ্বে
মহিমার অনন্ত গরিমা !

রাম। এ আবার কিরূপ আদেশ !

কি ফল হইবে দেব
শিলা' পরে অর্পিয়া চরণ ?

বিশ্বামিত্র। জেনেও জাননা তুমি
ধন্য তব ত্রেতাযুগ-লীলা।
শোন বৎস !
প্রকৃত পাষাণ নহে ইহা।
শাপভ্রষ্টে মানবী পাষাণ ;—
পতিত পাষাণরূপে গৌতম-ঘরণী !

রাম। (সাশ্চর্য্যে) গৌতম ঘরণী ?
বুঝিতে অক্ষম দেব
কি রহস্য জাল ;—

বিশ্বামিত্র। আমিও বুঝিতে নারি
রহস্য তোমার !
বল দেখি, এ জগতে ;
হে রহস্যময় !
কোন্ বস্তু অজ্ঞাত তোমার ?
ছলনায় কে জিনিবে তোমা ?
এইরূপে একদিন
ছলিয়াছ দৈত্যরাজ বলী মহাবলে !

রাম। ভাবাওনা আমারে মহর্ষি !
কৌতূহল জাগে মনে
শুনিবারে পূর্ব্ব-ইতিহাস !

বিশ্বামিত্র। গৌতমের তপোবন বলি
এ অরণ্য খ্যাত সর্ব্বলোকে !

এই দেখ, শূন্যময়
পুরাতন আশ্রম তাহার ;
নীরবে করিছে যেন
অশ্রু বিসর্জ্জন !
এই আশ্রমে
সহ ভার্য্যা গৌতম তাপস ;
শান্তির মধুর ক্রোড়ে
বহুদিন কাটিয়াছে কাল।
অকস্মাৎ বিধি বিড়ম্বনা,
ছিনাইয়া লইল তাহায়
ফেলে দিল,
অতি ঘোর মনস্তাপ-গ্রাসে।
—মূল তার অমরের পতি !

রাম। মূল তার অমরের পতি ?

বিশ্বামিত্র। মূল তার অমরের পতি।
আসিত সে গৌতম-সদনে
পাঠাভ্যাস করিবার তরে।
একদিন দেখিল আসিয়া
গৃহে নাই শিক্ষক তাহার ;
গুরুপত্নী অহল্যা সুন্দরী
—আশ্রম-ভিতরে একাকিনী ;—
রূপে আলো করিয়া কুটীর !
রূপবহ্নি-শিখামুখে
পতঙ্গের প্রায়,

দগ্ধ হ'লো

কামাতুর স্বরগের রাজা!

জানি না সে কোন্ বিদ্যাবলে ;

পালটিল নিজ মূর্ত্তি

সাজিল গৌতম,

প্রবেশ করিয়া পরে

আশ্রম ভিতরে ;

পত্নীভাবে আলিঙ্গন করিল তাহায়।

অপ্রকাশ না থাকিল

গৌতম-সদনে !

রোষ দীপ্ত ঋষি

রোষ ভরে দিলা অভিশাপ ;

যার তেজে অহল্যা পাষাণ !

ফুটিল সহস্র যোনি

দেবেন্দ্র-শরীরে !

রাম। ওঃ ! কি অসৎ

কি ঘৃণিত আচার ইন্দ্রের ?

বিশ্বামিত্র। শুন তার পর।

শাপগ্রস্ত হ'য়ে যবে,

গৌতমের পদতলে

পড়িল লুটিয়া

প্রিয়তমা ঘরণী তাহার ;

করুণায়

গ'লে গেল গৌতমের প্রাণ।

বলিলেন, দানিয়া অভয়
"মুক্ত হবে ত্রেতা যুগে
রাম পদ-স্পর্শে।"

রাম। বড় সুকঠিন শাস্তি, গুরুদেব!
করিল যন্ত্রণা ভোগ
বিনাদোষে সতী
বাসবের মায়াজালে শুধু।
কিন্তু দেব—এ হ'তে কি নাহি ছিল—
শাস্তি কিম্বা মুক্তির বিধান?

বিশ্বামিত্র। ছিল মতিমান্!
সে বিধান করিলে প্রয়োগ,—
হ'ত না অহল্যা ক্ষম
লভিতে ঐ রাতুল চরণ।

লক্ষ্মণ। তবে ত ব্রাহ্মণী তিনি,
আমরা ক্ষত্রিয়।
রাঘবের পদার্পণ
হবে কি উচিত—
পূজনীয়া ব্রাহ্মণী-শরীরে?

বিশ্বামিত্র। মিথ্যা এ সন্দেহ!
ব্রাহ্মণী ছিলেন পূর্ব্বে
এখন পাষাণ।
পাষাণে করিলে পদার্পণ
বিন্দুমাত্র পাপ
নাহি সঞ্চিবে দেহেতে।

রাম। ব্রাহ্মণীর রূপান্তর শুধু।

বিশ্বামিত্র। ভবারাধ্য পতিত পাবন!
ভুলাতে চেওনা আর।
প্রবাহিতা ধরাতলে
গঙ্গা সুরেশ্বরী—
'কল কল' তানে তার
প্রচারিয়া অবিরত
চরণ-মহিমা।
ঐ সেই চরণ পঙ্কজ
শিরোদেশে লইতে যাহায়
ধূর্জ্জটীর আবাস শ্মশান।

রাম। শিরোধার্য্য আজ্ঞা তব;
রাম মাত্র আজ্ঞা-বহ দাস।

(রামের পাষাণের উপর পদার্পণ—অহল্যার আবির্ভাব)

অহল্যা। (এদিক সেদিক চাহিয়া)
অঁ্যা।—কে আমি?
কোথায় এসেছি?
অঁ্যা—অঁ্যা—কে এরা?

(হঠাৎ অহল্যার পূর্ব্ব কথা স্মরণ হইল)

কি, কি, পাপিনীর
সৌভাগ্য এমন?
ভগবন্—ভগবন্!
দয়াময় মুক্তির আধার!
দাও মাথে দাও পুনঃ

ও পদ পঙ্কজ,
স্পর্শে যার হইল সজীব ;
বনভূমে নিপতিত
নির্জীব পাষাণ।

(অহল্যা রামের সম্মুখে নতজানু ও যুক্তকর হইলেন)

বিশ্বামিত্র। ক্ষান্ত হও আকুলিত মন!
প্রমত্ত হোওনা এত—
আশা-মত্ততায়!
স্থির হও আঁখি!
দৃষ্টিশক্তি রেখো না চাপিয়া
অবিরাম জলে।
বিশ্বামিত্রে দানহ সুযোগ,
নেহারিতে বারেকের তরে
প্রাণ ভরে ;
ওই সৌম্য মধুর মূরতি
পরিগ্রহ করিয়া যাহায়
হৃষিকেশ উদ্ধারে পতিতে!
বিশ্বামিত্র!
ছেড়ে দাও ভণ্ড গুরুগিরি।
এ সকল মিথ্যা অভিনয়।
অলীক অসার ছাড়া
আর কিছু নয়!
(রামের প্রতি) হে রাঘব!
ভুলায়ে অসার কর্ম্মে

রেখ না দাসেরে
কর মোর সকলের শেষ !
মাথে দাও যুগল চরণ !

(রামের সম্মুখে নতজানুভাবে অবস্থান । রাম বসিয়া পড়িলেন)

রাম।　একি-একি গুরুদেব !
একি কর জননী অহল্যা !
পাপপঙ্কে করিও না
নিমগ্ন রাঘবে,—
উঠ উঠ ঋষিবর
(বিশ্বামিত্রের পদ ধারণ করিলেন)
আমি তব চরণ-কিঙ্কর ! [বিশ্বামিত্র দণ্ডায়মান হইলেন]
উঠ মা অহল্যা
আমি তব স্নেহের সন্তান ! (অহল্যা উঠিলেন)
যাও মাগো !
ঋষিবর গৌতম-সদনে
পরিপূর্ণ করে দাও
অভাব তাহার !

(অহল্যার লজ্জায় নতশির হওন)

একি গো জননি !
লজ্জায় বদন কেন
ঢাকিলে তোমার
আঁখি নীরে
সিক্ত কেন কর গাত্র বাস ! (ক্ষণিক চিন্তা)
ওঃ বুঝেছি ;

যাও মা সরলে !
গৃহে গিয়া কর পতি পূজা,
পতিব্রতা তুমি সতী
প্রাতঃস্মরণীয়
গ্রহণ করিবে ঋষি—
পুলকে তোমায় ।

অহল্যা। জয় হোক
রঘুবীর তব। (প্রস্থান)

বিশ্বামিত্র (জনান্তিকে)। দয়ার আধার !
এত দয়া সারা বিশ্বে—
পাবে না'ক খুঁজে !
ষড়রিপু বিবর্জ্জিত
আদর্শ পুরুষ !
দয়া মায়া, সরলতা সদ্‌গুণ নিচয়ে
উজ্জ্বল ক'রেছে বরবপু
দুর্ল্লভ অমূল্য
দীপ্ত অলঙ্কার সম !

(রামের প্রতি)

এস রাম, ত্রিগুণ অতীত !
অগ্রসর হই পুনঃ—মিথিলার পথে।

লক্ষ্মণ। ভেবে দেখ অবোধ লক্ষ্মণ !
কোন্ রত্নে লভিয়াছ—
অগ্রজের রূপে।

সত্ত্ব রজঃ তমঃ গুণে,
ব্যাপি যেই সমস্ত ধরণী।
ঐ পদে
কর তব সকলই অর্পণ;
দিতে হয় দিও প্রাণ বলি
ও চরণ-মহিমা-সমীপে!

পঞ্চম দৃশ্য

গঙ্গাতীর

দুইজন কৈবর্ত্ত

১ম। বল কি হে? একবারে মানুষ?

২য়। মানুষ ব'লে মানুষ! একবারে মেয়ে মানুষ। তার উপর কি যা-তা; একবারে—ঐযে—'ভদ্দর' লোকরা ও'টাকে কি বলে—আঃ! ছাই মনে পড়ে ত মুখে আসে না—হ্যাঁ—হ্যাঁ তার উপর "পরমা-সুন্দরী।"

১ম। কি ব'লছ হে? খাঁটী?

২য়। নিজ্জলা! নিজ্জলা!

১ম। আরে রাম, রাম! আমায় এতক্ষণ ব'ল্‌তে নাই? চিরকালটাই ত এমনি-এমনি গেল—শেষ বয়েসটায় না হয় একটু—

২য়। আঃ—এই ত একটু আগে ওসব হ'য়েছে হে। তড়াক্ তোমার কাছে খবর দিতে ছুটে এসেছি। নইলে ভায়া, তুমি একলা একলা দিন কাটাও, আমার প্রাণটা কি কেমন কেমন করে না?

১ম। আহা! তা করবে বই কি—তা ক'রবে বই কি? তুমি হ'চ্ছ আমার 'বাপুতি এয়ার'! আচ্ছা, হাঁ হে, যেমন পা দেওয়া আর অমনি পাথরটা মানুষ ব'নে যাওয়া?

২য়। অমনি-অমনি! শুধু কি তাই? ফড় ফড় ক'রে কথা কওয়া—আবার সঙ্গে সঙ্গে টপ্‌-টপ্ পা ফেলে চ'লে যাওয়া!

১ম। অ্যাঁ-অ্যাঁ আমার যে দম ফেটে মরতে ইচ্ছে হচ্ছে হে।

২য়। মরবে কি হে? তুমি যে পাগল হ'লে দেখ্‌ছি!

১ম। ভায়া হে! তোমার অবস্থাটা যদি আমার মত হ'তো, তাহ'লে আর একথা বল্‌তে না। কই, তুমিই একবার বল দেখি—গঙ্গার ঘাটে এত পাথর, আর পায়ে ঠেকালেই যখন মেয়ে মানুষ, তখন কি আমার একটা 'দাঁড়াবার গাছতলা' না হওয়া উচিত হোয়েছে?

২য়। একদম-না! এ আমি 'ঝর্‌ঝরে' বলে যেতে পারি। খাঁদা হোক, প্যাঁচা হোক—একটা কিছু হ'লে তোমাকে আর—

১ম। 'হাপুস নয়নে' চেয়ে থাকতে হোত না—কি বল ভায়া?

২য়! তা-আর ব'লতে? কাঁটায় কাঁটায় সত্যি। যাক, ভেবে আর কি করবে বল? এখন চল ঘরে যাওয়া যাক্।

১ম। এর মধ্যেই গিন্নিকে মনে পড়েছে বুঝি? না হয় একটু ব'সেই যাও। যদি তারা গঙ্গা পেরিয়ে কোথাও যায় তাহ'লে একবার কপাল ঠুকে দেখবো।

২য়। খবরদার অমন ক'রো না ব'লে দিচ্ছি; ঐযে ছেলে দু'টোর কথা বল্‌লুম—তাদের কাছে কাজ আদায় করতে হ'লে অনেকটুকু তেলের খরচ করতে হবে। শুধু কি তাই? আবার ছেলে দুটোর

সঙ্গে একটা বামুন আছে তার কাছ হ'তে হুকুম নিতে হবে—তার কথা ছাড়া ছেলে দু'টো কুটোটীও নাড়বে না।

১ম। না হয় আগে বামুনটারই পায়ে প'ড়ব হে ?

২য়। খাসা মতলবটা এঁটেছ্ দেখ্ছি।

১ম। কি খারাপ হ'লো ?

২য়। আগাগোড়াই ! ভায়া ! সে বামুনে আর কেউটে সাপে চুলের তফাৎটী পর্য্যন্ত নাই। তার যা মেজাজ—কত রাজা মহারাজাও তার সঙ্গে কথা কইতে ভয় করে। একবার যদি রাগে—ছাই্টী বনিয়ে ছেড়ে দেবে !

১ম। তাহ'লে শুধু শাক নয়—পেছনে মূলোও আছে ?

২য়। তার আর দু কথা !

১ম। তবে নেহাত—কষ্ট ক'রেই জীবনটা কাটাতে হ'লো। আরে—ছিঃ—ছিঃ ! এমন জীবন থাকার চেয়ে যাওয়াই ভাল।

২য়। সেটাও বড় মন্দ নয়। চল-চল দেরী করোনা—আমি এদিক সেদিক তোমার জন্যে চেষ্টা করবো।

১ম। (অতি কাতর ভাবে) চ—ল।

[উভয়ের প্রস্থান

(অপর দিক দিয়া নাবিকের প্রবেশ)

নাবিক। ওরে—ভোলা—ভোলা—

(নেপথ্যে মাল্লা)। কি বলছ সর্দ্দার ?

(প্রবেশ)

নাবিক। না'টা ঘাটে বেঁধেছিস ত ?

মাল্লা। কতক্ষণ—বেঁধেছি।

নাবিক। দেখ, আমি ঘরে যাচ্ছি—আমি না এলে, খবরদার না' খুলিস না। বুঝলি ?

মাল্লা। আর যদি কেউ খেয়া দিতে বলে ?

নাবিক। বলবি সর্দ্দার মানা ক'রে গেছে। নয় ত আমাকে ডেকে দিবি। বুঝলি ?

মাল্লা। আচ্ছা।

নাবিক। আর দেখ, না'টার কাছ ছাড়া হোসনা। খেয়ে এসেছিস তার আর কি ?

মাল্লা। না-না-তুমি যাও। না'টার কাছে থাক্‌ব।

নাবিক। তবে যা (মাল্লা গমনোদ্যত) আর দেখ (মাল্লা ফিরিল) আজ আমার শরীরটার সুখ নাই। যাকগে, না হয় বলবি—না'টার তলা ভেঙ্গে গেছে—

মাল্লা। আর যদি দেখে ?

নাবিক। আচ্ছা ঠোঁটকাটার পাল্লায় প'ড়েছি যা হ'ক! দেখ, দু'চার কথা ত বলবি—না শোনে আমাকে ডেকেই দিবি। বুঝলি ? যা শীগ্‌গীর—যা—

মাল্লার প্রস্থান

নাবিক। (স্বগত) বাবা, যা শুনলুম—আজ আর খেয়া দিচ্ছি না।

[প্রস্থান

(অপর দিক দিয়া রাম লক্ষ্মণ ও বিশ্বামিত্রের প্রবেশ)

বিশ্বামিত্র। আহা! কিবা কমনীয় শোভা!

তরল তরঙ্গময়ী

মান্তা জাহ্নবীর !

প্রশান্ত প্রশস্ত বক্ষে—
পাল তুলি—ধীরে ছুটে
অসংখ্য তরণী !
রবির কিরণ স্পর্শে,
তরঙ্গের মালা ;
ধরিয়াছে কী অপূর্ব্ব শোভা !
প্রগাঢ় নীলিমা পটে
যেন তারাদল !
তরঙ্গের সুমধুর তানে—
জলচর-পক্ষীগণ-কণ্ঠ-বিগলিত,
অজানা মধুর বুলী—
মিশ্রিত হইয়া ;
পরিতৃপ্ত করিতেছে—
শ্রবণ কুহর !
অম্বুরাশি ভেদ করি
উঠিতেছে
অগণন জলবিম্বরাশি
ক্ষণপরে মিশিতেছে
জলেতে আবার।
জাহ্নবীর পবিত্র সলিলে
অবগাহি কত নর নারী ;
চিরতরে
পবিত্রতা করিতেছে লাভ।
প্রণমি তোমার পদে

আজি গো বিমলে !
থাকে যেন, তব পদে মতি,
অনন্ত শয়নে শুয়ে
শুনি যেন, তব কলরব !

(রাম ও লক্ষ্মণের প্রতি)

করহ প্রণাম
বৎস শ্রীরাম লক্ষ্মণ !
দ্রবময়ী ঈশ্বরী-চরণে।

রাম। পবিত্রতা পূর্ণ তুমি,
হে মহিম ময়ি !
প্রণমে সন্তান তব
অভয় চরণে।

(রামের প্রণাম—তৎসঙ্গে লক্ষ্মণের প্রণাম।)

বিশ্বামিত্র। (স্বগত) অপূর্ব্ব সুদৃশ্য দৃশ্য
নেহার নয়নে।
ভেবে দেখ
কে প্রণম্য কেইবা প্রণত !
প্রণতের পদমূল হ'তে
প্রণম্যের অপূর্ব্ব সৃজন !
ধন্য রাম !
ধন্য তব লোক শিক্ষা বল !
নরলীলা প্রকাশের
ধন্য এ কৌশল !

লক্ষ্মণ। দাদা!

সন্ধ্যা দেবী—

সমাগত প্রায়।

রাম। সত্যই ত।

ঐ দেখ গুরুদেব!

ধরা'পরে নামিবে ত্বরায়

সায়াহ্নের নিস্তব্ধ তমসা।

পারে যেতে করহ উপায়।

মনে হয় দেরী হ'লে

না পা'ব তরণী!

বিশ্বামিত্র। ভব-সিন্ধু কর্ণধার!

করুণার অনন্ত সাগর!

তোমার করুণাবলে

পঙ্গু পারে লঙ্ঘিবারে গিরি।

বৃথা চিন্তা

কেন চিন্তামণি!

ডাকিতেছি এখনি নাবিকে

আজ্ঞামাত্র খুলিবে তরণী॥

মাঝি—মাঝি—ওরে মাঝি!

[মাল্লার প্রবেশ।

মাল্লা। দণ্ডবৎ ঠাকুর! কি ব'লছ?

বিশ্বামিত্র। দেখ্, আমরা মিথিলায় যাব—একটা খেয়া দে।

মাল্লা। সর্দ্দার মানা করে গেছে ঠাকুর!

বিশ্বামিত্র। আচ্ছা, ডাক তোদের সর্দ্দার কে।

মাল্লা (স্বগত) নেহাত মিছে কথাটা বল্‌তে হ'লো দেখ্‌ছি। (প্রকাশ্যে)। তার দেহীর সুখ নাই ঠাকুর!

বিশ্বামিত্র—। যা যা ডেকে নিয়ে আয় চালাকি কর্‌তে হবে না।

মাল্লা। (স্বগত) ও বাবা! লাল চোখ যে! (প্রস্থান)

লক্ষ্মণ। গুরুদেব! সত্যই যদি মাঝির অসুখ ক'রে থাকে?

বিশ্বামিত্র। লক্ষ্মণ!—চিন্তিত হ'য়ো না। বেলাটা নেমে এসেছে বলে, এ সব আপত্তি কর্‌ছে!

রাম। (নেপথ্যে দৃষ্টিপাত করতঃ) ঐ কে একজন এইদিকে আস্‌ছে; নাবিকই হবে বোধ হয়।

(নাবিকের প্রবেশ)

নাবিক। পেন্নাম হই ঠাকুর! আমায় ডেকেছ?

বিশ্বামিত্র। হ্যাঁ—তোর অসুখ হ'য়েছে নাকি?

নাবিক। (মস্তক কণ্ডূয়ন করিতে করিতে) আঁ্যা—আঁ্যা অসুখ আজ্ঞে—

বিশ্বামিত্র! যাক, বুঝেছি, আর বল্‌তে হবে না। আমরা মিথিলায় যাব, একটা খেয়া দে।

নাবিক—(নিরুত্তর)

বিশ্বামিত্র। চুপ করে রইলি যে! যা দেরী করিস্‌ না।

নাবিক। ঠাকুর লা'টার তলাটা ভেঙ্গে গেছে।

বিশ্বামিত্র। আর যদি ঠিক থাকে?

নাবিক। যদি ঠিক থাকে তবে—

বিশ্বামিত্র। চল, দেখে আসি।

নাবিক। (স্বগত) সেরেছে তাহলে (প্রকাশ্যে) দেখ ঠাকুর! ও ভাঙার মধ্যেই। নেহাত দুদিন পরেও ভাঙ্‌বে!—

বিশ্বামিত্র। (সামান্য রুষ্টভাবে) তোর মুণ্ডু ক'র্‌বে' ফের মিছে কথা বল্লে, ভাল হবে না ব'লে দিচ্ছি।

নাবিক। (স্বগত) বাবা 'মূর্ত্তি' ত নয় যেন আগুন (প্রকাশ্যে) আচ্ছা ঠাকুর, কে কে যাচ্ছ তাহ'লে ?

বিশ্বামিত্র। কে কে আবার কি ? এই তিনজনেই যাব।

নাবিক। (স্বগত) যা মনে কোরেছি—তাই, যখনই দেখেছি বিটলে বামুন—তখনই জানি কপালে আগুন ! না—তা হচ্ছে না—কোন মতেই না। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা ঠাকুর ! লা'টা খুলছি—খেয়াও না হয় একটা দিচ্ছি'—কিন্তু—

বিশ্বামিত্র। আবার কিন্তু কিসের ?

নাবিক। ঐ—ঐ—বলছি কি ঐ কাল রঙের ছেলেটীকে—

বিশ্বামিত্র। বল বল থামলি কেন ?

নাবিক। ওকে লা'য়ে চাপাতে পার্‌বো না।

বিশ্বামিত্র। কেন ?

নাবিক। অতশত জানি না। ওকে চাপাতে পার্‌বো না।

বিশ্বামিত্র। আচ্ছা মুস্কিলেই পড়েছি দেখ্‌ছি। ওকে যে চাপাবি না ; তার ত একটা কারণ আছে।

নাবিক। তা আছে বৈ কি ? তবে সেটা—

বিশ্বামিত্র। এটা সেটা নয় ; খুলে বল।

নাবিক। খুলে ? ও ঠাকুর ! আমিও জানি না। মোট কথা আমি ওকে চাপাতে একেবারেই নারাজ ! তাতে যা হয় কর।

লক্ষ্মণ। বড় স্পর্দ্ধার কথা শুন্‌ছি যে। একটা সামান্য নাবিকের এতদূর অবাধ্যতা—এমন স্পষ্ট জবাব, একান্ত অসহ্য ! (নাবিকের প্রতি) দেখ মাঝি, আর কোন কথা না ব'লে, আমাদের সকলকে

পার ক'রে দে। আপত্তি করলে রীতিমত সাজা পেতে হবে। কাকে নৌকায় তুলতে আপত্তি করছিস; জানিস?

রাম। ক্রুদ্ধ হয়োনা লক্ষ্মণ! নাবিক যে আমায় নৌকায় তুলতে কুণ্ঠিত হচ্ছে এর অবশ্য কারণ আছে। কারণ ছাড়া ত কার্য্য হয় না? দরিদ্র নাবিক নিশ্চয়ই কোন বিপদের আশঙ্কা করছে।—সেটা অস্বাভাবিক হ'লেও—নাবিকের ধারণায় অবশ্যম্ভাবী! এ ক্ষেত্রে মিষ্ট কথার দ্বারা তার প্রাণের আশঙ্কা জেনে নিতে হবে; তাছাড়া কোনো উপায় নাই। সে যদি আমাদের মত বুঝত, তাহ'লেও একটা কথা ছিল। (নাবিকের প্রতি) ভাই মাঝি! তুমি আমায় নৌকায় তুলতে কেন আপত্তি করছো? আমার কোনো দোষ থাকে; বল, আমি শোধরাবার চেষ্টা করি।

নাবিক। তোমার কোন দোষ নাই—।

রাম। তবে কি তুমি অনর্থক আমাদের কষ্ট দিচ্ছ?

নাবিক। না—তাও নয়।

রাম। তবে স্পষ্ট বল—তোমার কোন ভয় নাই।

নাবিক। (স্বগত) দিই বলে—যা থাকে কপালে (প্রকাশ্যে) তোমার কোন দোষ নাই বটে—কিন্তু তোমার পায়ের বিস্তর দোষ আছে।

রাম। (সাশ্চর্য্যে) সে কি?

বিশ্বামিত্র। ঠিক ধরেছ নাবিক! এরূপ বুদ্ধি না হ'লে কি আজ তোমার শরীর খারাপ হ'তো? না নৌকার তলাটা ভেঙ্গে যেতো! পায়ের দোষই যদি না থাকবে, তাহ'লে আমার মত শত সহস্র মুনিঋষি ঐ পায়ের এক কণা ধূলির জন্য—দিবারাত্র ঘুরে বেড়াবে কেন? আচ্ছা মাঝি! পায়ের দোষ কি বল দেখি?

নাবিক। ওর পায়ে ঠেকে পাথর মেয়ে মানুষ হ'য়েছে—

বিশ্বামিত্র। ঠিক, ঠিক, তারপর—তার পর ?

নাবিক। যদি আমার লা'টাও তাই হয়—আমি ছেলে মেয়ের খোরাক যোগাব কোত্থেকে ঠাকুর ? এক ত, একটা বিয়ের ঠেলা সামলাতেই কতবার নাক কাণ মলা খেতে হ'য়েছে ; আবার আর একটা মেয়ে মানুষ নিয়ে—

বিশ্বামিত্র। ওঃ ! তুই দেখছি নেহাত বোকা ! হাঁ রে, পাথর মানুষ হ'য়েছে ব'লে কি, তোর কাঠের নৌকাটাও মানুষ হবে ?

নাবিক। তার আর আশ্চর্য্য কি ? পাথরেরও জীবন নাই আর লা'টারও জীবন নাই।

বিশ্বামিত্র। দূর পাগল ! একটা মেয়েমানুষ, বামুনের শাপে পাথর হ'য়েছিল—আবার সেই বামুনের কথায় ওর পায়ে ঠেকে মেয়ে মানুষ হ'লো, তোর লা'টার উপর ত আর বামুনের শাপ নাই ; যে—

নাবিক। তারই বা বিশ্বাস কি ? যদি কোন মেয়ে মানুষ, বামুনের শাপে গাছ হ'য়েছিল, আর সেই গাছটায়, যদি আমার লা'টা তৈরী হ'য়ে থাকে ; তাহলে ?—

বিশ্বামিত্র। তাহলে-তোর মাথা। দেখছি তোর সঙ্গে নরমে চল্‌বে না। শোন, আমার এই শেষ কথা। ভাল চাস, খেয়া দে আর সকলকে পার ক'রে দে। আমি তোর কোন কথা শুন্‌তে চাইনে।

নাবিক। ঠাকুর—

বিশ্বামিত্র। ফের যদি কিছু বলবি—তোকে এখনই ছাই ক'রে ফেল্‌ব, আমাকে জানিস্ ত ?

নাবিক। (জনান্তিকে) তা আবার জানিনা। তোমার 'লেজে' পা দেওয়া ভার। কথায় কথায় 'ছাই' করা ছাড়া যেন কাজই নাই।

কার মুখ দেখেই না উঠেছিলুম ; লা' টাও গেল আবার একটা 'গেরো' এসেও জুটলো ! 'জলে কুমীর, ডাঙ্গায় বাঘ। যদি কথা শুনি, তবে ত লা'টা গেছেই আবার একটা 'পখ্যি' এসেও জুটেছে ! আর যদি না শুনি তবে ত নিজেই গেছি। যাক, নিজের জীবন টা খোয়াই কেন ? খেয়াত দি—তারপর বরাত। (বিশ্বামিত্রের প্রতি) দেখ ঠাকুর ! তুমি যখন কিছুতেই ছাড়বে না তখন আর উপায় নাই। আমি খেয়া দিচ্ছি ; কিন্তু একটা কথা—

বিশ্বামিত্র। কি ?

নাবিক। ঐ ছেলেটীর পাদুটী বেশ ক'রে ধুইয়ে, ওকে লা'এ চাপাব। ও ধূলোপায়ে আমি চাপাতে পার্‌বো না। কি জানি বাবা যদি ধূলোরই কিছু গুণ আছে।

বিশ্বামিত্র। আচ্ছা, তাই হবে যা—

নাবিক। আর একটা কথা।

বিশ্বামিত্র। আঃ ! মোলো ; আবার কি ?

নাবিক। ওকে পা'ঝুলিয়ে ব'সতে হবে। ভুলেও লা'এর গায়ে পা ঠেকাতে দেবোনা।

বিশ্বামিত্র। তাই কর্‌বে, এখন শীগগীর যা।

নাবিক। আচ্ছা দাঁড়াও, জল নিয়ে আসি আর ভোলাকে লা'টা ঠিক কর্‌তে বলে আসি।

বিশ্বামিত্র। এখানে জল এনে কর্‌বি কি ?

নাবিক। এইখানে পা ধুইয়ে, কোলে ক'রে নিয়ে গিয়ে ; লা'এ তুলে দেবো। একদম কিনারায় ব'সে পা ধোয়াবার সুবিধে হবে না।

[প্রস্থান

রাম। এ বেজায় খুঁটীনাটী আরম্ভ ক'রেছে দেখছি।

বিশ্বামিত্র। ঠিক ক'রেছে! সেদিকে তুমি ও ত বড় কম নও।

রাম। সে কি কথা দেব?

বিশ্বামিত্র। ঐ যাকে বলে 'চোরে চোরে মাসতুত ভাই।'

রাম। আপনার কথার তাৎপর্য্য আমি বুঝতে পার্‌ছি না।

বিশ্বামিত্র।—তা বুঝবে কেন? বল দেখি জীবকে ভবসাগর পার কর্‌বার সময়, তুমি কি খুঁটীনাটীর কিছু কম কর? ও গঙ্গার নাবিক, আর তুমি এই দুস্তর ভবসাগরের নাবিক। ব্যবসা টা ত একই?

[জলপাত্র হস্তে নাবিকের পুনঃ প্রবেশ]

নাবিক। এই জল এনেছি ঠাকুর! (রামের প্রতি) এস দেখি তোমার পা' দুটো সাফ ক'রে ফেলি।

রাম। এ কিছুতেই ছাড়বে না দেখছি। এই নাও তোমার যা খুসী কর, আর পারি না (নাবিকের দিকে একটী পা বাড়াইয়া দিলেন)।

নাবিক। না, তুমি ব'সো। তাড়াতাড়ির কাজ নয়।

[রামের উপবেশন; নাবিক তাহার পদ ধৌত করিতে আরম্ভ করিল]

বিশ্বামিত্র। বিশ্বজীব! নিরক্ষর নাবিকের সৌভাগ্যের দিকে, একবার দৃষ্টিপাত কর! 'আজীবন তপস্যামগ্ন তাপস! একবার ভেবে দেখ, কোন্ তপস্যার ফলে নাবিক আজ মোক্ষদাতার চরণস্পর্শের অধিকারী হ'য়েছে! বুঝে দেখ, তার স্বচ্ছ মধুর প্রাণের অকৃত্রিম সরলতা, তোমার আজীবন তপস্যা সঞ্চিত অর্থের কতগুণ বেশী! সে তোমার ন্যায় শ্লোক ছন্দে ভগবানকে বন্দনা কর্‌তে জানে না; সে জানে,

তার মনের কথাগুলি অকপটে ব্যক্ত করতে। সে প্রস্তরের প্রতিমূর্ত্তিকে দেবতা জ্ঞানেই পূজা করতে জানে—আর সেই প্রস্তর মূর্ত্তিই একদিন, তাকে জীবন্ত হ'য়ে দেখা দিয়ে—তার জীবনটাকে মধুরতার ভিতর দিয়ে চালিয়ে নিয়ে যায়! তুমি তা পারনা—সন্দেহের ধাক্কা সাম্‌লাতে তোমার কত দীর্ঘ সময় কেটে যায়! বিশ্বামিত্র! আর বড় হ'তে চেওনা, মনের বাসনার সফলতা চাও—নাবিকের মত ছোট অথচ সরল প্রাণ নিয়ে জন্মগ্রহণ কর। সার্থক তপস্যা করেছ নাবিক! বিশ্বামিত্রের এতদিনের তপস্যা, তোমার তপস্যার কাছে, একটা তৃণ হ'য়েও দাঁড়াতে পারে না। (নাবিকের প্রতি ভাবাবেশে) নাবিক! নাবিক! আজ তোমায় ভাগ্য বিনিময় করতে হবে আজ তোমায় সরে দাড়াতে হবে—ঐ জলের-ঘটী আমায় দিতে হবে—আমিই নাবিক সাজব—তোমার পরিবর্ত্তে আমিই পাধুইয়ে দেবো—

[ভাবাবেশে নাবিকের দিকে অগ্রসর হইলেন]

নাবিক। কি বলছো ঠাকুর! পাগল হ'লে নাকি? ওসব হবে না; আমি নিজের মনের মত ক'রে ধুয়ে নেব। দেখ্‌ছ না কেমন সাফ হ'য়ে এসেছে—কত সুন্দর দেখাচ্ছে? এমন পায়ে ধূলো ব'সে থাকলে মানাবে কেন? কিন্তু, যাইবল ঠাকুর! পা'দুটী নাড়তে বেশ মজা লাগছে;—আর ধুয়েও বেশ আরাম বোধ হ'চ্ছে—! একবার নেড়ে দেখ্‌বে!—না; তুমি যে ঠাকুর! যাক্‌গে, তুমি আর আমার দিকে অমন 'কট্ মট্' ক'রে চেওনা—হিংসে হচ্ছে ত ঐ নদীটার দিকে চেয়ে থাক। একটা গান গাইব ঠাকুর? না, তোমাদের দেরী হ'য়ে যাচ্ছে।—কিন্তু, যে রকম আমোদ বোধ হচ্ছে ঠাকুর! গলা ছেড়ে একখানা গান না গাইলে আমি থাকতে পারছি না। গাইব ঠাকুর? গাই—

(নাবিক সুরে ধরিল) ভাসিয়ে দেরে পানসিখানা তরতরে অই জলে ।

বিশ্বামিত্র । (নাবিকের গানে বাধা দিয়া) থাক্ থাক্ এখন আর গান গাইতে হবে না—সন্ধ্যে হ'য়ে এলো—পার ক'রে দিয়ে, যত পারিস গান গাস ।

নাবিক । খুব বাদ সাধ্‌তে শিখেছ ঠাকুর ?

বিশ্বামিত্র । (স্বগত) হুঁ শীতল হাওয়ার সংস্পর্শে বাষ্প ঘণীভূত হবেই ত !

নাবিক । (রামের পায়ের তলা দেখিয়া) ও, বাবা ! এ আবার কি রকমের দাগ ? কই আমাদের পায়ে ত এমন দাগ নাই । এ বাবা একটা দেবতা-টেবতা কিছু না হ'য়ে যায় না । আহা, বেশ পা'দুটী কিন্তু—মাথায় তুলে নাচতে ইচ্ছে—হচ্ছে— ।

রাম । মাঝি ! আর পায়েত কিছুই নাই । দেরী ক'রনা, আমাদের এখনও অনেক টা যেতে হবে ।

নাবিক । আঃ ! বেজায় তাড়াতাড়ি কর্‌তে আরম্ভ ক'রেছ যে । আচ্ছা এই গামছার উপর পা রাখ [মস্তক হইতে একখানি গামছা খুলিয়া মাটীর উপর রাখিল—রাম তদুপরি পদরক্ষা করিলেন] থাম দেখি, আর কিছু লেগে আছে নাকি ? না—কিছু আছে ব'লে ত বোধ হচ্ছে না । এস কোলে চাপ (রামকে ক্রোড়ে করিল) কিন্তু দেখো—পা ঝুলিয়ে ব'সো ! ভোঁলা যে একা পারবে না, নয় তোমাকে কোলে নিয়েই লা-এ বসতুম—তোমার পা কোলে থাক্‌লে ত লোকসান নাই ! যাক, এখন চল—এস ঠাকুর—

বিশ্বামিত্র । খুব দেখালে মাঝি !

(সকলের প্রস্থান)

নাবিক। (নেপথ্যে) ভোলা, নঙর তুলেদে। নাও তোমরা চাপ। একে আমি চাপিয়ে দিচ্ছি।

লক্ষ্মণ। (নেপথ্যে)—নে-নে- শীগগীর—

নাবিক। (নেপথ্যে) তুমি এই যায়গায় ব'সো। পা'ও ঠেক্‌বে না পড়বার ও ভয় নাই, ভোলা! তুই এই ধারে আয়, ঠিক হ'য়েছে—হুঁসিয়ার—মারে টান—হেইয়া—

[দৃশ্যান্তরে গঙ্গাবক্ষে নৌকা—]

[নৌকাপরি বিশ্বামিত্র রাম লক্ষ্মণ নাবিক ও মাল্লা]

নাবিক। ভোলা! খুব হুঁসিয়ার হ'য়ে দাঁড়্ টানবি—বানটা এইখানে খুব বেশী—

মাল্লা—ভয় নাই—দে—টান—সাবাস সর্দ্দার

নাবিক। (রামের প্রতি) তুমি আবার গোলমালে, পা ঠেকিয়ে দাও নিত? কই দেখি। (নৌকার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) আঁ্যা—আঁ্যা—একি—একি? ও ঠাকুর! ওরে ভোলা! কম জোর—কমজোর! 'সোনা—সোনা' গোটা লাটাই সোনা! সামাল সামাল, আমার মাথাটা ঘুর্‌ছে। সব সোনা—সব সোনা!

রাম ব্যতীত সকলে।—আঁ্যা আঁ্যা বলিস কি, বলিস কি, তাইত তাই ত!

নাবিক। ঠাকুর—ঠাকুর, আমার দম ফেটে যাচ্ছে—চোখ ঠিক্‌রে যাচ্ছে—যে দিক্ দেখছি, সে দিকই সোনা।

বিশ্বামিত্র। পায়ের গুণ—পায়ের গুণ, আর একটু—আর একটু জয় রাম—জয় রাম—

রাম ব্যতীত সকলে। জয় রাম—জয় রাম—

[মূর্ত্তিমতী তরঙ্গিণী বালাগণের আবির্ভাব ও নিম্নলিখিত গীত
গীতের সঙ্গে সঙ্গে নদী উত্তীর্ণ।]

গীত

জয় রাম! জয় রাম! জয় রাম!!
মহিমা ভূষিত, গরিমা পূরিত, নির্ম্মল নয়নাভিরাম।
ধন্য গুণ গ্রামে ছাইল দিগন্ত, ফুটিয়া উঠিল মহত্ত্ব অনন্ত—
পুলক আলোকে, ভাসিল ধরণী, শান্তি কোলে বিশ্ব লভিল বিরাম!!
বিষাদ আস্যে ফুটিল হাস্য, প্রণমি তোমায় প্রণমিনমস্য,
চুম্বি চরণ, হইল ধন্য কাষ্ঠ তরীখানি, সোনাতে সুঠাম!

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মিথিলার অরণ্য

যজ্ঞস্থল—প্রজ্বলিত হোমাগ্নি

হোতারূপে বিশ্বামিত্র হোমাগ্নির দুই পার্শ্বে (বিশ্বামিত্রের দক্ষিণে ও বামে) দুইজন করিয়া চারিজন মুনি উপবিষ্ট ; যজ্ঞস্থলের একদিকে রাম এবং অপরদিকে লক্ষ্মণ দণ্ডায়মান ।

বিশ্বামিত্র ও অপর মুনিগণ ।—

জনার্দ্দন জগন্নাথ শ্রীহরি ভবতারণ !
সুরেশ্বর, যজ্ঞেশ্বর কেশব জলশায়িন !!
চতুর্ভূজ চিদানন্দ, শ্রীপতি জগমোহন !
গুণগ্রাহী ফলগ্রাহী প্রহ্লাদ-দুখ-হরণ !!
দীননাথ, বিশ্বনাথ-ভুবন-ভয় বারণ !
সনাতন জিতেন্দ্রিয় মহেশ-প্রাণ-মোহন !!
ভূঃস্বাহা, ভুবঃস্বাহা, স্বঃস্বাহা, ভূর্ভুবস্বঃস্বাহা !!

[আহুতি প্রদান—অকস্মাৎ নেপথ্যে রাক্ষস সৈন্যের 'মার্-মার্-মার্' শব্দে ঘোর কোলাহল—মুনিদের ভীতভাব এবং রামের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত]

রাম। নাহি ভয়
নির্ভয়ে করহ
যজ্ঞে আহুতি প্রদান।
লক্ লক্ অগ্নি শিখা
উঠুক গর্জিয়া
মুখরিত হোক বন
মন্ত্র-উচ্চারণে !
নিবারণ করিতে রাক্ষসে
দ্বারদেশে শ্রীরাম লক্ষ্মণ !

বিশ্বামিত্র ও অপর মুনিগণ।—
জয় হৃষিকেশায় নমঃ
জয় অনন্তায় নমঃ ! (আহুতি প্রদান)

['মার্-মার্-মার্' শব্দে কয়েকজন রাক্ষসের প্রবেশ]

রাম। (বাধা দিয়া) সাবধান দুরাচার দল
যজ্ঞস্থল রক্ষে আজ
নিজে রঘুবীর
প্রাণ ল'য়ে কর পলায়ন।

রাক্ষসগণ। হা-হা-হা-হা ! (বিকট হাস্য) খা-খা-খা !
(রামের দিকে অগ্রসর ও মুখব্যাদান)

রাম। যা তবে দুষ্টগণ
যমালয়ে এবে—(রামের উপর্য্যুপরি শর নিক্ষেপ)

রাক্ষসগণ। উহু-হু-হু ! পুড়ে গেল—পুড়ে গেল—মার্-মার্-মার্
[পুনরায় রামকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইল—রাম পুনরায়

"ধ্বংস হ'য়ে যা" বলিয়া কয়েকটী শর নিক্ষেপ করিলেন রাক্ষসেরা অস্থির হইয়া পড়িল।

রাক্ষসগণ। প্রাণ গেল—ওঃ! প্রাণ গেল।

[যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে যজ্ঞস্থলের বাহিরে পতন]

বিশ্বামিত্র ও অপর মুনিগণ। জয়-রাম—জয়-রাম।

রাম। কর পুনঃ আহুতি প্রদান
নিহত পাপিষ্ঠগণ
রাঘব সমরে।

বিশ্বামিত্র ও অপর মুনিগণ। জয় কূর্ম্মায় নমঃ, জয় জগৎপতয়ে নমঃ, জয় জগন্নাথায় নমঃ। (আহুতি প্রদান)।

রাক্ষসগণ "ঘাড় ভাঙ্গব রক্ত খাব মার্ মার্ মার্" শব্দে কোলাহল করিয়া দুই দলে বিভক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দিকে প্রবেশ করিল এবং রাম ও লক্ষ্মণকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল উভয়ে উভয় দলকে বাধা দিয়া শর নিক্ষেপ করিলেন। প্রথমে রামকে আক্রমণকারীগণ—রামের শরে অস্থির ও কঠিনভাবে আহত হইয়া "রক্ষা কর, রক্ষা কর পুড়ে গেল, পুড়ে গেল" করিয়া ছটফট করিতে করিতে যজ্ঞস্থলের বাহিরে পতিত হইল—ততক্ষণ অন্য দলের সঙ্গে লক্ষ্মণের ঘোর সমর চলিতেছে—

লক্ষ্মণ। আরে আরে ফেরু পাল
আস্ফালন শার্দ্দূল-সদনে
যমালয়ে যা এইবার (উপর্য্যুপরি শর নিক্ষেপ)

রাক্ষসগণ। আগুন—আগুন—সব ছারখার—প্রাণ-যা-য়।

(যন্ত্রণায় ছটফট করিয়া বাহিরে পতন)।

বিশ্বামিত্র ও অপর মুনিগণ। জয় রাম—জয় লক্ষ্মণ।

রাম। দুর্ব্বৃত্ত রাক্ষস!
জীর্ণ শীর্ণ অনাহারী—
দ্বিজগণে পেয়ে
অত্যাচার করিয়াছ বহু
ভেবেছিলে পাপ স্রোত
বহিবে অবাধে!
স্মরণ ছিল না কভু
অভ্যুত্থান
পতনের মূল এ জগতে!
ক্ষান্ত কেন মুনিগণ!
গগন বিদীর্ণ কর
গভীর আরাবে।
যাক্ ছেয়ে ধূমরাশি
সমস্ত অরণ্য!

বিশ্বামিত্র ও অপর মুনিগণ। জয় বিষ্ণুবে নমঃ, জয় নারায়ণায় নমঃ
(পুনর্ব্বার আহুতি প্রদান)

[মারীচের প্রবেশ।

মারীচ। রসনা সংযত কর
ভণ্ড দ্বিজগণ!
কালান্তিক যম সম
মারীচ জীবিত।

রাম। তুমিও সংযত কর
পাপ জিহ্বা তব!
ছিন্ন শির লুটাবে ভূতলে।

যজ্ঞস্থল রক্ষে আজ—
মারীচের সাক্ষাৎ শমন !

মারীচ। কে তুই ?
হা-হা-হা-হা (হাস্য)
দুগ্ধের কুমার !
এতদূর বীরপণা
শিখিলি কোথায় ?
সাবধান !
অবোধ বালক বোধে
ক্ষমিনু ধৃষ্টতা !
পুনর্ব্বার প্রদর্শিলে
হাস্যাস্পদ দাম্ভিকতা হেন
অকালে জীবন দীপ
করিব নির্ব্বাণ !

রাম। কারে ভয় দেখাও মারীচ !
জেনো মনে,
বিনাশিতে দুরন্ত রাক্ষসে
জন্মিয়াছে ক্ষত্রকুলে রাম !
তোমাসম শত শত
মারীচ আহবে,
রামের কেশাগ্র
কভু না হবে কম্পিত।
অবধ্য বালক বোধে
করিতেছ ঘৃণা ;

স্থির জেনো
নিমগ্ন হইতে হবে
মহানিদ্রা ক্রোড়ে,
দুগ্ধপোষ্য বালকের করে !
দেখ চেয়ে পথপানে
অগণিত রাক্ষস সৈনিক,
শুইয়াছে অনন্ত শয়নে ;—
রাঘবের শরানলে
হোয়ে দগ্ধীভূত !
কিছুদূরে হও অগ্রসর
দেখিবে সেথায়,
ভয়ঙ্করী তাড়কারাক্ষসী—
কম্পান্বিত দেবগণ
ছিল যার ভয়ে ;
সেও এবে
শুইয়াছে চিরনিদ্রা কোলে ।

মারীচ । কি ? কি ?
নিহতা তাড়কা ?
দুরাচার !
মাতৃহন্তা তুই রে আমার,
লব প্রতিশোধ,
মুণ্ডছিঁড়ি পাড়িব ভূতলে !
রক্তে তোর—করিব নিশ্চয়,
জননীর প্রেতাত্মার
সন্তোষ বিধান !

তার পর ;
একে একে ধরি ঋষিগণে
উপাড়িয়া চক্ষু তাহাদের,
নিক্ষেপিব জ্বলন্ত অনলে !
ডাক্ তোর—কে আছে কোথায়।

(ধনুকে তীর সংযোগ করিল)

রাম। (ধনুকে তীর সংযোগ করিয়া)
নহেক পশ্চাৎপদ
তাহাতে রাঘব।
রক্ষা কর অগ্রে তুই
নিজের জীবন।
বিধাতার ধন্য এ সৃজন !
তাড়কার উপযুক্ত পুত্র
তুই ভবে !
বধি তোরে
নিষ্কণ্টক করিব অরণ্য।
খণ্ড খণ্ড করি,
পাপ জিহ্বা তব
প্রদানিব শৃগাল কুকুরে।
কোন স্থলে পাবি না নিস্তার,
যথা যাবি নাশিব তথায়—
"গরুড় বিনাশে যথা
বায়সে অক্লেশে !"

মারীচ। কোন কথা—শুনিতে না চাই।

প্রতিহিংসা—সর্ব্ব অগ্রে
করিব সাধন।
প্লাবিত করিব বন—
তারপর—তাপস-শোনিতে !

উভয়ের যুদ্ধারম্ভ—যুদ্ধ করিতে করিতে রামের "ভয় নাই ভয় নাই—কর যজ্ঞে আহুতি প্রদান" এই কথা বলিয়া মুনিগণকে অভয় দান। তিষ্ঠিতে না পারিয়া রণে ভঙ্গ দিয়া মারীচের পলায়ন।

রাম। যথা যাবি ; বধিব তথায়

(মারীচের পশ্চাদ্ধাবন)

লক্ষ্মণ। কোন চিন্তা নাই !
এখনি ফিরিবে রাম
অক্ষত শরীরে।
যজ্ঞে কর আহুতি প্রদান
আছে হেথা
রাঘব-অনুজ।

বিশ্বামিত্র ও মুনিগণ। জয় নারায়ণায় নমঃ
জয় শ্রীপতয়ে নমঃ। (আহুতি প্রদান)

ইন্দ্র। (নেপথ্যে ;—ব্রহ্মাকে উদ্দেশ করিয়া) পিতামহ ! পিতামহ ! ক্রোধমত্ত রাম মারীচের পশ্চাদ্ধাবিত। রক্ষা করুন—মারীচের জীবন রক্ষা করুন—নয় কিছুতেই দেব উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ হবে না।

বিশ্বামিত্র ও মুনিগণ। জয় জনার্দ্দনায় নমঃ
জয় লক্ষ্মী-পতয়ে নমঃ
জয় শ্রীকান্তায় নমঃ।

(আহুতি প্রদান)

(রামের পুনঃ প্রবেশ)

রাম। বজ্রবাণে জর্জ্জরিত
দুরাত্মা মারীচ।
পড়িয়াছে বাণের প্রভাবে
কতদূরে নাহি পাই ঠিক।
বিন্ধিল হৃদয় তার
তীক্ষ্ণ শরে যবে,
ঘুরিতে লাগিল শূন্যপথে,
শুষ্ক পত্র—বায়ু ভরে যেন!
যা দুষ্ট, তুচ্ছ প্রাণ লয়ে
চিরতরে শক্তিহীন
হইবি নিশ্চয়!
উঃ! কি ভীষণ নিষ্ঠুরতা
বর্ণ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ উপরে!
দিনে দিনে বেড়েছিল
ঘোর নৃশংসতা
লুপ্ত প্রায়
হোয়েছিল ধর্ম্মের গৌরব!
নাহি ভয় ঋষিগণ!
দেখ চেয়ে—প্রাণহীন
অগণিত রাক্ষসের চমু।
রক্ত স্রোত—বহিছে অরণ্যে
বরষা নদীতে
যেন ছুটিছে সলিল।

হে বরণ্যে !
মহত্ব মণ্ডিত শির-ব্রাহ্মণনিচয়
ধর্ম্মের সোপান পুনঃ
সৃজহ জগতে
উঠুক অম্বর ভেদি
ভগবৎ-গীতি।
পূর্ণানন্দে কর যজ্ঞে
পূর্ণাহুতি দান।

বিশ্বামিত্র ও অপর মুনিগণ।—
জয় জয় তাড়কারি রাম।

রাম। হোক তবে।
দ্বিজগণ পূর্ণ-মনষ্কাম।
প্রার্থে রাম
অভীষ্টের সিদ্ধি তাহাদের !

বিশ্বামিত্র। মনোসাধ পুরেছে মোদের
দাঁড়াও ভকতি ভরে—
সকলে এবার—
অধিষ্ঠান হোক যজ্ঞে
জগত পিতার।

বিশ্বামিত্র-হবি-পাত্র লইয়া দণ্ডায়মান হইলেন সঙ্গে সঙ্গে অপর মুনিগণ যুক্ত করে দণ্ডায়মান হইলেন।

বিশ্বামিত্র ও অপর মুনিগণ।—
হৃষিকেশং গুণাতীতং কামদং দৈত্যসূদনং
নারায়ণং জগদ্‌গুরুং বন্দে সত্য-সনাতনং

বন্দে বিশ্ব-ময়-দেবং নৃসিংহং—গরুড়ধ্বজং
ত্রিলোকেশং লীলা ময়ং বাগীশং ভক্তবৎসলং
ভূঃস্বাহা, ভুবঃস্বাহা, স্বঃস্বাহা, ভূর্ভুবস্বঃস্বাহা !!

যজ্ঞে পূর্ণাহুতি প্রদান। হোমাগ্নি দ্বিগুণ প্রজ্বলিত হইল সঙ্গে সঙ্গে আকাশ হইতে যজ্ঞ স্থলের উপর পুষ্প-বরিষণ হইতে লাগিল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

মিথিলা-জনকের মন্ত্রণাগৃহ

জনক (একাকী)

জনক। মধুর প্রভাত আসে
উড়াইয়া সোনার আঁচল,
করে ধরা
উদ্ভাসিত নবীন কিরণে !
নিভে যায় সেই আলো
চক্ষের উপর দিয়ে,
গ্রাসে ধরা পুনর্ব্বার
রজনীর ভীষণ তমসা !
গ্রীষ্ম আসে
অগ্নিময় করিয়া জগত,
মার্ত্তণ্ডের প্রচণ্ড কিরণে ;
শীত পুনঃ করে দেয়
সমস্ত শীতল ;

অসহ্য রবির তেজ
হয় লোভনীয় !
এ জগত পরিবর্ত্তন শীল !
কত আসে কত যায়
চক্ষের পলকে।
স্থির কেহ নহে চিরদিন।
কি আশ্চর্য্য !
লক্ষ্যহীন এক টানা স্রোতে
তবু ভাসে জীবন তরণী !
অবিরত কত চেষ্টা
করিয়াছি ফিরাতে তাহায় ;
যায় তবু সেই স্রোত মুখে।
চিন্তায় চিন্তায়
জর্জ্জরিত হোয়ে গেল দেহ',—
অবসান নাহি তার
জীবন সঙ্গিনীরূপে
আছে চিরদিন।
তবু আশা প্রণমি তোমায় !
নিভৃত ভাবেতে থাকি
উঁকি মার হৃদয়ে সতত।
মধুময় কুহকে তোমার—
ছুটে নর ভ্রান্তপথ ধরি
তৃষ্ণার্ত্ত হরিণ যথা
ধায় মরুভূমে

বারি বোধে
লক্ষ্য করি মায়া মরীচিঁকা !
(পরিক্রম)
এখনও না এল ফিরে
বিশ্বমিত্র মুনি ।
আশা দিয়া গেছে অযোধ্যায় ;
কথা তার
লয়ে আসি শ্রীরাম লক্ষ্মণে,
যজ্ঞ রক্ষা করিবে নিশ্চয় ।
বিদূরিত করিবেক—
নিশাচর ভয় ।
কিন্তু কই ?
নাহি কোন সংবাদ তাহার ।
কিবা হোলো বুঝিতে না পারি !
(বিশ্বামিত্রের প্রবেশ)

বিশ্বামিত্র । প্রত্যাগত আমি রাজা
কহ তব রাজ্যের সংবাদ ।

জনক । প্রণিপাত করিহে তোমায়,
কহ দেব !
সর্ব্ব অগ্রে তোমার সংবাদ
উদ্বিগ্ন হোয়েছি আমি !

বিশ্বামিত্র । আশাতীত সুসংবাদ রাজা !
অযোধ্যা হইতে
আনিয়াছি শ্রীরাম-লক্ষ্মণে ।

সুশৃঙ্খলে হইয়াছে
কার্য্য-সমাপন ।

জনক । হইয়াছে যজ্ঞ-সমাপন ?
সে কাহিনী কহ ঋষিবর !
ধৈর্য্যচ্যুত হইয়াছি আমি ।

বিশ্বামিত্র । স্থির হও রাজর্ষিজনক !
সে কাহিনী আগাগোড়া
বিপুল হরষ ময় !
প্রতিঅঙ্গ নেচে উঠে
আনন্দের মধুর সুতানে ;
যখনই উদয় হয়
নেত্রোপরি দৃশ্যগুলি তার !
পথমধ্যে
প্রথমতঃ রামচন্দ্র শরে
ভয়ঙ্করী তাড়কা-বিনাশ,
দ্বিতীয়তঃ গৌতমের তপোবনে
রাম-পদস্পর্শে হোলো
পাষাণ মানবী ;
অহল্যার শাপ বিমোচন ।
তৃতীয়তঃ ; ঐ পদ স্পর্শেতে আবার
গঙ্গানদী উত্তীর্ণ সময়ে,
শত জীর্ণ নাবিকের
কাষ্ঠ নৌকা খানি ;
পূর্ণ ভাবে পরিণত—হইল সোণায় !

চতুর্থেতে—অদ্ভূত বীরত্ব,
অগণিত রাক্ষস বিনাশ ;
পরাজিত পলায়িত
নিষ্ঠুর মারীচ !
আমাদের অভীপ্সিত
ফল লাভ শেষে !

জনক। (স্বগত) তৃপ্ত হও প্রাণ !
স্বপ্নের অতীত কথা
করিনু শ্রবণ,
মানব হইতে
এত সম্ভবে না কভু।
সুনিশ্চয়—পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ
রামরূপে অবতীর্ণ ভবে !
(প্রকাশ্যে) বল বল তাপস প্রধান !
কোথা আছে—সে রাম লক্ষ্মণ ?
অযোধ্যায় ফিরেছে কি তারা ?

বিশ্বামিত্র। ফিরে নাই রাজা !
মুখ্য কর্ম্ম
এখনও রয়েছে বাকী।
গৃহে তব এনেছি তাদের।

জনক। এনেছ তাদের ?
ধন্যবাদ প্রদানি তোমায় !
চল ঋষি যাই ত্বরা
দেখি অগ্রে শ্রীরাম লক্ষ্মণে !

বিশ্বামিত্র। অধৈর্য্য হয়োনা নৃপ!
দেখাইতে এনেছি তাদের;
দেখিবার প্রকৃত-মূরতি।
গূঢ় কথা আছে তব সনে
এস সেথা কহিব সকল।

তৃতীয় দৃশ্য

মিথিলা—দেবালয় সম্মুখ

শতানন্দ

শতানন্দ। আশা এবে ফলবতী মোর
জনকের পৌরহিত্য
সম্পূর্ণ সার্থক!
হেরিলাম প্রাণভরে,
জনক আলয়ে
পরমেশ-সাক্ষাৎ মূরতি!
সন্তর্পণে
সারা দেহ হেরিনু তাহার
আছে তাহে,
বিরাজিত সমস্ত লক্ষণ!
রূপে প্রাণ হইল বিভোর।
নাহি ছিল অভিলাষ
পালটিতে আঁখি!

অযোধ্যায় জন্মিয়াছে
নিজে ভগবান.
উদ্ভূতা কমলাদেবী
মিথিলা নগরে।
পৃথিবীর মানচিত্রে
জ্বলন্ত এ প্রিয়স্থান দুটী!
দয়াময় দেব নারায়ণ!
রে'খ দয়া দাসের উপরে।

[প্রস্থান

(অপরদিক দিয়া বিশ্বামিত্র ও জনকের প্রবেশ)

জনক। সত্যকথা, তাপসপ্রবর!
লভিতে জামাতৃ রূপে
এ হেন রতন
কার নাহি সাধ ধরাতলে!
যেইক্ষণে হেরিয়াছি
মনোলোভা-নির্ম্মল মূরতি তার,
অভিলাষ হইয়াছে হৃদে,
অর্পিতে প্রাণের কন্যা
সীতা তার করে!
শুধু সেই ভীষণ কার্ম্মুক,
শুধু সেই
ভার্গবের নিষেধ-বচন;
জনকের আশাপথে
ঘোর অন্তরায়!

বিশ্বামিত্র। এখনও সন্দেহকর
মিথিলা-নৃপতি !
আমার উপর রাখ
বিশ্বাস তোমার।
জগতের বীরমধ্যে
অগ্রগণ্য রাম।
ভাঙ্গিবে সে হরধনু
অতি অবহেলে,
মনষ্কাম পূর্ণ হবে তব
উপযুক্ত পাত্রে
কন্যা করি সম্প্রদান।
বলিয়াছি রামে আমি
আদি অন্ত ধনুকের
যত ইতিহাস।
স্বীকার কোরেছে রাম
ভাঙ্গিতে শঙ্কর-শরাসন।
চলত্বরা
শুভ কার্য্যে কোরোনা বিলম্ব।

জনক। শিরোধার্য্য উপদেশ তব।
কিন্তু ঋষি,
রাজাগণে নিমন্ত্রণ
অতি প্রয়োজন।
হৃদয়ের অভিলাষ মোর
হোক ভঙ্গ হরধনু
সকলের চক্ষের উপর !
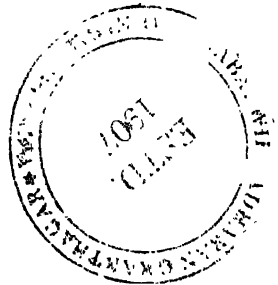
বিশ্বামিত্র। অত্যুত্তম !
যাও রাজা
দূত করে দাও পাঠাইয়া
ইচ্ছামত অনুরোধলিপি।
কাল হবে—
ভঙ্গ হর-ধনু।

জনক। দয়াময় দেব আশুতোষ !
তুমি মোর বিপদে আশ্রয়। (প্রস্থান)

বিশ্বামিত্র। হে ভবেশ !
মানামান সকলই আমার তুমি।
অবনত কোর না রাঘব
বিশ্বামিত্র-উন্নত-মস্তক !
এই আশা পূর্ণকর
আশাপূর্ণ মোর !
নাহিচাই বৈকুণ্ঠেতে স্থান !

চতুর্থ দৃশ্য

সীতার কক্ষ।

সীতা ও সখিগণ

সীতা। হেরিলাম দূর হোতে সখি !
অপার্থিব সৌন্দর্য্য রামের !
সার্থক নয়ন মোর
নেহারি সে উপমা বিহীনে !

ভেঙ্গে যায় হৃদয়ের বাঁধ
মনে হোলে সুবিমল
মধুর মূরতি তার !
গোপন করিতে চাই
হৃদয়ের দুর্ব্বলতা যত,
মনে হয়—ভুলি সেই
ধীর-নম্র সুশান্ত বদন ;
কিন্তু হায়
তবু মন ধায় সেই দিকে !
প্রাণ হয় উল্লাসিত
হেরিতে তাহায় ;
জলধরে হেরি যথা
হয় চাতকিনী !
মনেহয়, হৃদয়-উদ্যান হোতে
বাছা বাছা ফুলগুলি তুলে,
সযতনে গাঁথি মালা-খানি ;
সাদরে পরিয়েদিই
গলদেশে তার !
হ'য়ে যাক এই বিশ্বে
সে আমার
আমি শুধু তার !

১ম সখী। সত্য রাজবালা !
উপযুক্ত পাত্রে প্রেম
ক'রেছ অর্পণ !

বাঞ্ছনীয় সকলের
তোমাদের শুভ সম্মিলন।
মণি সনে
কাঞ্চনের সংযোগ মধুর।

সীতা। মণি তিনি!
আমি নহি কাঞ্চন সজনি!
তরঙ্গিনী চায় শুধু
মিশিতে সাগরে!
সামান্য খদ্যোত আমি!
পুণ্যদা পূর্ণিমার তিনি!
পূর্ণ শশধর!

২য়। মানি আমি
পূর্ণ কল শশধর রাম।
তুমি কিসে খদ্যোত সজনি?
সুপ্রসন্ন ভাগ্যতার,
জীবন-সঙ্গিণীরূপে
পাবে যে তোমায়!

৩য়। ঠিক কথা।
দেখিনাই—শুনিয়াছি শুধু
কমলার রূপের বর্ণনা!
মনে হয়; সীতার সৌন্দর্য্য
তা হতেও শতগুণ বেশী!

৪র্থ। আমি বোন্ রাখি নাই
মুখে লাজ—পেটে দুষ্ট ক্ষিদে!

সীতারামে—হয় যদি বিয়ে
মর্ত্ত্যেই দেখিবে সবে
লক্ষ্মী-নারায়ণ !

সীতা। চুপ কর বোন্ !
শুনিতে লাগে না ভাল
নিজের প্রশংসা !
শুধু এই জানি
হৃদয়-চকোর মোর
হ'য়েছে উতলা,
রাম-রূপ-চন্দ্রসুধা
করিবারে পান !
বিধি বুঝি—বাদ সাধে তায় !
বিশাল হরের ধনু
অতীব কঠিন ;
শিরীষ-কুসুম সম—রামের শরীর !
বড় ব্যথা লাগে প্রাণে—
ভাবি যবে অন্য মনে
'রাম বুঝি হইবে অক্ষম' !
পুনর্ব্বার বুকে বাঁধি আশা,
শুনি যবে পরস্পরে
অদ্ভুত বীরত্ব কথা
রঘুপতি রাঘব রামের !
এ বিপদে একমাত্র শিবজায়া
ভরসা আমার !

গাও সখিগণ !
প্রাণ খুলে—গাও একবার
মুখভরা অভয়ার
বিজয় সঙ্গীত !

সখীগণের গীত

আজি দাও দয়াময়ী ডুবায়ে হর্ষে
প্রাণ আকুলিত বেদনা-স্পর্শে
নাশি অমানিশা বিতর জোছনা, ভেসে যাক তাহে ধরণী।
অপার করুণা বরষ শিরে, ভাসুক সকলি আনন্দ নীরে
পুণ্য আসিয়া গ্রাসুক পাপে, করুণা মহিমা বাখানি !
বিষম বিপদ অশনি-আঘাতে
অধীর হ'য়েছে যবে এ জগতে
মাভৈঃ মাভৈঃ বরাভয় দানে তারিলে অবনী-জীবনী—
আকাশ ভরিয়া 'জয় জয়' রব
ছাইল দিগন্ত ঘোর কলরব
আকুল পুলকে গভীর আরাবে জয় জয় জয় ভবানি !!

সীতা। শ্রবণ শীতল হ'লো
তোমাদের সঙ্গীত-সুধায়।
যাও এবে, দেবতামন্দিরে
যা'ব আমি, পূজিতে সে
করুণা-ঈশ্বরী।

[সখিগণের প্রস্থান

বরাভয়-প্রদা
মাতা শিব সিমন্তিনি !

সতীকুল শিরোমণি
আদ্যাশক্তি তুমি !
বুঝিয়াছ অভিলাষ
ভক্তিহীনা কন্যার তোমার !
মুখ তুলে চাও ক্ষেমঙ্করি !
রামসনে দাও মিলাইয়া !
শক্তি দাও,
শক্তিময়ী জননি আমার !
জগতের যত শক্তি
কর সমর্পণ,—
শ্রীরামের কোমল বাহুতে !
ক্ষম যেন হয় তাহা
ভাঙ্গিতে—
হরের ধনু, অয়ি হররমা !
পরিপূর্ণ কর মাগো
জানকীর মনস্কাম ভবে,
লইনু শরণ
ঐ অভয় চরণে !

পঞ্চম দৃশ্য

মিথিলা—ধনুগৃহ

বিশ্বামিত্র, জনক, শতানন্দ, রাম, লক্ষ্মণ ও নৃপতিগণ

জনক। উপস্থিত সকলে বিদিত,
কন্যার বিবাহ হেতু

কি প্রতিজ্ঞা করিয়াছে
রাজর্ষি জনক।
সুবিদিত জগত মাঝারে,
সীতার জন্মের পর
কৈলাসের অধিপতি
দিগম্বর হর ;
প্রেরণ ক'রেছে অই
(পতিত ধনুকের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিলেন)
ভীষণ কার্ম্মুক
ভার্গবের করে মিথিলায়।
আদেশ তাহার
ক্ষম হবে যেইজন
ভাঙ্গিতে কার্ম্মুক—
তারই করে
সম্প্রদান করিতে সীতায়।
সে আদেশ অলঙ্ঘ্য নিশ্চয় !
তদবধি প্রতিজ্ঞা আমার
ভাঙ্গিতে পারিবে যেই
শিব শরাসন,
পত্নীরূপে সেইজন—লভিবে জানকী !
গেল যবে
দেশে দেশে আমার বারতা,
আসিলেন সীতার আশায়
মহাবল পরাক্রান্ত অসংখ্য নৃপতি !

কিন্তু সবে হইল অক্ষম
গুণ দিতে শিব-শরাসনে।
আসিয়াছে আজ পুনঃ,
মহারাজ দশরথ—
জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম
ভাঙ্গিবারে হরের কার্ম্মুক।
নিবেদন করিতেছি
মনন আমার ;—রাম যদি
ক্ষম হয় ভাঙ্গিতে কার্ম্মুক
সানন্দে করিব দান
জানকী তাহায়।

বিশ্বামিত্র ও শতানন্দ। সাধু—সাধু—সাধু!

১ম রাজা। (অপর দুইজন রাজার প্রতি)
হা-হা-হা-হা!
বুদ্ধি ভ্রংশ
হইয়াছে জনক রাজার!
বালকে করিবে ভঙ্গ
শিব শরাসন
হবে তবে সীতার বিবাহ!
পলাইয়া গেল
কত মহাবল রাজা
ক্ষুদ্রশক্তি শিশু এলো শেষে,
এরই নাম বলে লোকে
বদ্ধ পাগলামী!

২য়। (১ম রাজার বাক্য সমর্থন করিয়া)
খেয়াল ! খেয়াল !
বালকের রূপ দেখে
ভুলে গেছে মিথিলার রাজা।
কাণ্ডাকাণ্ড হইয়াছে হীন
পরাজিত পশুরাজ,
শৃগালের জয়লাভ আশা !!

৩য়। (অপর দুই রাজার প্রতি)
মুখে নাহি সরে বাণী
শুনিয়া বচন
অন্য ভাবে করে রাজা
আমাদের ঘোর অপমান।
রঙ্গ দেখে
ক্রোধে কাঁপে—অঙ্গ থরথর !

লক্ষ্মণ। কি হেতু—বিলম্ব কর, দাদা !
চূর্ণীকৃত কর হর-ধনু।
হয়ে যা'ক
সকলের সন্দেহ ভঞ্জন !
হের অই নৃপগণ
পরস্পর কয় কত কথা !
মনে হয়
উপহাস ছাড়া কিছু নয় !

রাম। স্থির হও প্রিয়তম !
কিবা প্রয়োজন

অন্যের কথায়
কর্ণ করিয়া প্রদান ?
যে কার্য্য সাধিতে আমি
এসেছি হেথায়
যতক্ষণ নাহি হবে
তার সমাপন
সহ্য কর প্রফুল্ল হৃদয়ে
উপহাস আলোচনা যত
ইষ্টদেব আশীর্ব্বাদে,
উমাপতি হরের কৃপায়,
সমর্থ হই যদি
ভাঙ্গিতে আয়ুধ ;
আপনি হইবে সবে
জড়িত লজ্জায় ;
নাহি পাবে পলাইতে পথ

বিশ্বামিত্র। বহুমূল্য কথা ইহা
স্থমিত্রা-কুমার !
হইও না বিচলিত
অসার কথায়।
মুক্ত প্রাণে করি আশীর্ব্বাদ,
ক্ষম হোক অগ্রজ তোমার
গুণদিতে শিব-শরাসনে !

রাম। সাদরে মস্তকোপরি
ধরিল রাঘব,

সপ্তর্ষি সৃজনকর্ত্তা
বিশ্বামিত্র—আশীষ বচন। (শিব নত করণ)

বিশ্বামিত্র। তবে যাও বৎস !
ত্রিলোকের যত শক্তি
হোক তব করতলগত !
অদ্ভুত বীরত্বে তব
ত্রিভুবন হোক কম্পান্বিত !
সুকুমার মূর্ত্তি তব
হউক ভীষণ,
বিশ্বম্ভর যেন
ভীম প্রলয়ের কালে !
সেই সঙ্গে জগতের মাঝে
মুখোজ্জল হউক আমার !

রাম। আর কিবা ভয় ?
ইষ্ট দেব কৃপাবলে
বলীয়ান রাম।
বৈদ্যুতিক শক্তি
বহ তুমি প্রতি ধমনীতে,
কার্ম্মুক ভাঙ্গিতে রাম—হয় অগ্রসর !
(ধনুকের নিকটবর্ত্তী হইলেন)

জনক। সর্ব্বসিদ্ধি দাতা তুমি
দেব গণপতি !
সিদ্ধ কর অভিলাষ মোর।

রাম। এই সেই হরধনু
পড়িয়া ভূতলে !

স্ববিশাল দেহখানি
করিয়া বিস্তার
উপজয় করি ভয়
নির্ভয় হৃদয়ে,
প'ড়ে আছে, দিগম্বর প্রেরিত
কার্ম্মুক !
অবনত কত শত
পরাক্রান্ত শির,
বলি দিয়া তাহাদের
বীরত্ব গৌরব এর কাছে !
ধন্য স্বকঠিন তুমি শিবশরাসন ;
তবু আছ অভঙ্গ এখনও !
বীরের সর্ব্বাঙ্গ কাঁপে
দেখিয়া তোমায় !
বুঝিতে অক্ষম আমি
দেব পঞ্চানন !
কোন্ ইচ্ছা সাধিতে তোমার—
করেছ প্রেরণ ইহা
জনক আলয়ে,
জড়িত করিয়া সনে
মৈথিলীর শুভ-পরিণয় !
কৃপা দৃষ্টে চাও ভোলানাথ !
তব কৃপা ক্ষমতা আমার।
প্রিয়তম কনিষ্ঠ লক্ষ্মণ !

দৃঢ়রূপে ধর বসুমতী,
আশ্বাস প্রদানি' জীবগণে!
অনন্তের কার্য্য কিছু
কর এ সময়;
গ্রাসে না ধরণী যেন
পলক প্রলয়ে!
বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি এবে করিব ধারণ
গুণ দিব শিব-শরাসনে
রেণুবৎ হবে চূর্ণ তাহা!
দেখাইব জগতের মাঝে
রাঘবের অতুল বিক্রম!
বীরত্বের কালমূর্ত্তি হেরি
আতঙ্কে শিহরি যেন
উঠে ত্রিভুবন!
শক্রতায় ক্ষান্ত যেন হয় শক্রগণ,
অদম্য বীর্য্যবহ্নি
হেরিয়া রামের!
জ্বলুক রামের তেজ
ভুবন বেষ্টিয়া;
মানুক দর্শক বৃন্দ
সকলে বিস্ময়,
দেখি এই
হরধনু পরিণাম ফল!

(ধনু উত্তোলন)

শত শত মহাবীরে
ক'রেছ লজ্জিত তুমি
ভীষণ কার্ম্মুক !
খর্ব্ব হ'ক গর্ব্ব তব
রামের শক্তিতে।
ইষ্ট দেব !
রাজ তুমি সম্মুখে আমার। (ধনুর্ভঙ্গ ; ভয়ঙ্কর শব্দ,
সকলের বিস্ময়ভাব)

বিশ্বামিত্র। পূর্ণ মনস্কাম !
এস ওহে—
ভক্ত-বাঞ্ছা-পূর্ণকারী রাম !
এস এস
দুর্ল্লভ রতন !
বক্ষে এস
স্নিগ্ধ কর প্রাণ ;
বল সবে প্রাণ ভরে
জয় জয় রঘুবীর রাম ! (রামকে ক্রোড়ে ধারণ করিলেন)

রাম ব্যতীত অপর সকলে—জয় জয় রঘুবীর রাম !

[নেপথ্যে দেবগণের 'জয় রাম' 'জয় রাম' ধ্বনিতে নভোমণ্ডল কম্পিত হইতে লাগিল—দশ দিক হইতে সুমধুর আনন্দ সঙ্গীত-ধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল এবং সেই সময় আকাশ হইতে রাম-লক্ষ্মণের মস্তকোপরি পুষ্প বরিষণ হইতে লাগিল।]

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মিথিলা—রাজ প্রাসাদস্থিত কক্ষ।

বিশ্বামিত্র, রাম ও লক্ষ্মণ।

বিশ্বামিত্র। পারিবে না রাম?

রাম। পারিব না প্রভু!
পারিব না করিতে বিবাহ
বিনা মোর পিতৃ অনুমতি!
সত্য কথা
পিতৃদেব দিয়েছে আদেশ
করিতে সকল কার্য্য
অনুজ্ঞায় তব,
কিন্তু শুধু এই ক্ষেত্রে
নিবেদন চরণে তোমার
দাও মোরে অনুমতি
লই, অগ্রে—আদেশ পিতার!
তিনি পিতা
পুত্র তাঁর আমি!
বিবাহ আমার
মতামত সাপেক্ষ তাঁহার!

দুঃখিত হবেন পিতা
বিভা হ'লে অজ্ঞাতে তাঁহার।
ভাবিবেন
'রাম মোরে গিয়াছে ভুলিয়া',
বল দেব
কত ব্যথা হবে তাঁর প্রাণে !
পায়ে ধরি
প্রেরণ করহ দূত
অযোধ্যা-নগরে,
আস্থন তাহার সনে
পিতৃদেব মোর
আদেশ লইয়া তাঁর
মিথিলায় করিব বিবাহ।

বিশ্বামিত্র। ভেসে যায় নয়ন আমার
আনন্দ-সলিলে ;
স্থবিমল পিতৃভক্তি
হেরিয়া তোমার !
হে রাঘব !
নাহি চাই করিতে আঘাত
পিতৃভক্তি উপরে তোমার।
তোমার প্রস্তাব মত—
এখনই যাইবে কেহ
অযোধ্যা-নগরে ;
অনুরোধ করিব রাজায়

আসিতে তাহার সনে।
সমাগত হইলে নৃপতি
করিব সকল কার্য্য
অভিলাষ অনুসারে তার!
বল, তুমি সম্মত তা'হলে?

রাম। (নিরুত্তর)

বিশ্বামিত্র। একি রাম;
নিরুত্তর কেন?
বল ত্বরা
আর কিছু আছে যদি
বক্তব্য তোমার!

রাম। গুরুদেব!
ভয় করি মনে
বারম্বার বলিতে তোমায়।
ক্ষমিও ধৃষ্টতা প্রভু
অবোধ রামের!

বিশ্বামিত্র। পরিহর বৃথা চিন্তা, রাম!
শতবার আবেদন
শুনিব তোমার!
অসন্তোষ আসিবে না তাহে।
বল বৎস!
অন্য যাহা বক্তব্য তোমার।

রাম। বরেণ্য আমার!
দয়াতব অসীম অপার!

দ্বিতীয় মিনতি মোর
চারি ভ্রাতা
এক গৃহে করিব বিবাহ।
যেইজন চারিজনে
চারি কন্যা করিবে প্রদান
বিবাহ করিব—তার গৃহে!

বিশ্বামিত্র। অন্যস্থলে?

রাম। নহে সে সম্ভব দেব!
সমপ্রাণ ভাই তারা মোর;
এক গৃহে লভেছি জনম
একই গৃহে করিব বিবাহ!

বিশ্বামিত্র। (স্বগত) এ আবার কোন্ লীলা
লীলাময় তব?
(প্রকাশ্যে)
হে রাঘব! কোথা আছে—চারি কন্যা
জনকের গৃহে!
করিয়া সাগর পার
ডুবাতে আমায় চাও
গোষ্পদ-সলিলে
এই ইচ্ছা ছিল যদি মনে
কেন তবে ভাঙ্গিলে কার্ম্মুক?
না, রাম, হইবে না তাহা
পরিত্যাগ কর তুমি
অনাসৃষ্টি সংকল্প তোমার!

দশরথ আসিলে হেথায়
বিভা ক'র জনক-তনয়া।

রাম। ও আদেশ করিও না প্রভু!
পূর্ণ কর প্রার্থনা আমার
বাঁধা রব চিরদিন তরে!

বিশ্বামিত্র। কি বলিলে বল আর বার
বাঁধা রবে চিরদিন তরে?
অসম্ভব কৌশল্যা-কুমার!
তুমিত রহিবে বাঁধা
কাহার ক্ষমতা ভবে
বাঁধিতে তোমায়?
যে সঙ্কটে ফেলিয়াছ আজ
উদ্ধারের না দেখি উপায়!
একবার মনে হয়
মেগে লই পরাজয়
অকৃত্রিম ভ্রাতৃস্নেহ
নিকটে তোমার;
আবার যখনই ভাবি
আশা-দীপ হবে নির্ব্বাপিত
পরাজয় করিলে স্বীকার,
তখনই বিকৃত হয়
মস্তিষ্ক আমার
ওহে রাম, সঙ্কট-বারণ!
ভাবায়োনা বিশ্বামিত্রে আর।

কর তারে উদ্ধার সঙ্কটে
শুভাশুভ বিচারের
ভার তব শিরে !

লক্ষ্মণ।　কি বিমলভ্রাতৃস্নেহ দিয়ে,
গড়িয়াছে বিধি মোর
অগ্রজের প্রাণ !
রাজ্যে যদি গৃহে গৃহে
এইরূপ ভ্রাতৃস্নেহ ভবে ;
অসার সংসার হয়—
অভাব সুখের !
রেখো দাদা !
ঐ স্নেহ, ঐ কৃপা
চিরদিন আমাদের প্রতি।

বিশ্বামিত্র। বল রাম ! অভিপ্রায় তব ?

রাম।　গুরুদেব !
মনে হয় মোর
এক আত্মা ; চারি আত্মা হয়ে
জন্মিয়াছি চারি ভ্রাতা মোরা !
উথলিয়া চারিধারে
অকৃত্রিম সেই এক স্নেহ
চারিজনে করেছে পালন।
একই সেই মধুর মাতৃত্ব
তিনভাগে হইয়া বিভক্ত
ঢেলে দিয়ে অবিরত

শত ধারে পীযূষের ধারা
পালন করেছে মাতৃরূপে।
প্রাণে প্রাণ মিশে গেছে
সুমধুর একসুরা তানে !
হৃদয়ের অভিলাষ মোর
একই পর্ব্বত হ'তে
বিনির্গতা চারিটি তটিনী,
একই ধীর মৃদুল গমনে,
মিশে যাক প্রাণে,প্রাণে
চারিটি সাগরে ;
একই স্থানে উৎপত্তি যাদের !

বিশ্বামিত্র। পরাজয় করিনু স্বীকার
যাহা ইচ্ছা কর তুমি রাম,
বিশ্বামিত্রে ক'রোনা নিরাশ !

(জনক ও শতানন্দের প্রবেশ)

জনক। প্রস্তুত সকলি ঋষিবর।
তোমার আদেশ মাত্র
অপেক্ষা আমার !

বিশ্বামিত্র। থাম রাজা !
পড়েছি বিপদে !
আশা বুঝি পূর্ণ নাহি হয়।

জনক। সে কি ?

বিশ্বামিত্র। রাঘবের অভিপ্রায়
চারি ভ্রাতা

এক গৃহে করিবে বিবাহ।
যেই ব্যক্তি, হইবে সমর্থ
চারি কন্যা করিতে প্রদান
সেই গৃহে করিবে বিবাহ,
অন্যস্থলে নহে কদাচন !

জনক। অ্যাঁ—তা—কি ?
বিবাহের সকলি প্রস্তুত
পুরবাসী নরনারী
উন্মত্ত সকলে
জানকীর বিবাহ-উৎসবে !
বড় আশা ছিল মোর মনে
রামে দানি সীতায় আমার
সমর্পিব উর্ম্মিলা মাতায়
সুকুমার লক্ষ্মণের করে।
কিন্তু দেখি সকলই নিষ্ফল
চারি কন্যা নাহি ঋষি
মোর।

শতানন্দ। চিন্তা কেন রাজা ?
ইচ্ছাময় তিনি
নিজে করিবেন তাঁর
ইচ্ছার পূরণ !
তোমারই গৃহেতে আছে
সম্প্রদান-উপযুক্ত
—চারিটী কুমারী।

জানকী উর্ম্মিলা রাজা !
তনয়া তোমার
ভ্রাতৃকন্যা শ্রুতকীর্ত্তি
মাণ্ডবী উভয়ে,
তনয়া স্থানীয়া তারা
একই গৃহে লয়েছে জনম
একই গৃহে—লালিত পালিত।
তাহাদের কর দান
—শত্রুঘ্ন, ভরতে,
এর চেয়ে, নাহি কিছু
সুখের বিষয় !

বিশ্বামিত্র। ধন্যবাদ প্রদানি তোমায় !
শতানন্দ ! সদানন্দ করিলে প্রদান !
নিরাশ-আঁধারে তুমি
—দেখাইলে আশার আলোক।
(রামের প্রতি) শুনিলে রাঘব ?
আর তবে নাহি কোন বাধা ?

রাম। কোন বাধা নাই
পুরিয়াছে প্রার্থনা আমার !

জনক। আশুতোষ ! বলিহারী
দয়া তব জনক উপরে !
(শতানন্দের প্রতি) যাও ঋষি দয়া করে
অন্তঃপুরে দাও সুসংবাদ
জানকী, মাণ্ডবী

শ্রুতকীর্ত্তি উর্ম্মিলা আমার ;
সকলেই হবে পরিণীতা
একই দিনে একই শুভক্ষণে !
যথোচিত উপদেশ—
প্রদান সকলে—
হয় যেন সকলি প্রস্তুত ।

[শতানন্দের প্রস্থান

বিশ্বামিত্র। কোন এক সভাসদে—
প্রেরণ করহ রাজা
অযোধ্যানগরে দূতসহ।
বিস্তারিয়া সমস্ত ঘটনা
লিপি এক দাও তার সনে।
সানির্ব্বন্ধ অনুরোধ
করহ রাজায়
আসে যেন সভাসদ সনে,
সঙ্গে লয়ে
শত্রুঘ্ন ভরতে !

জনক। (কিয়ৎকাল ভাবিয়া)
ঋষিকুল গুরু !
অপরাধ করহ মার্জ্জনা।
নাহি দেখি হেন সভাসদ
অযোধ্যায় যাইবে যেজন !
অসীম করুণা তব
যার বলে—এতদূর অগ্রসর আমি।

আপনার কার্য্য ভাবি,
যাও দেব। স্বয়ং সে স্থানে;
মিথিলায় আনহ সকলে।
এই ভিক্ষা চরণে তোমার।

বিশ্বামিত্র। তাই হোক রাজা!
রাম-কার্য্যে
বিশ্বামিত্র হবে না কুণ্ঠিত।

(রাম লক্ষ্মণের প্রতি)

বৎসগণ!
অযোধ্যায় চলিলাম আমি
অতি শীঘ্র আসিব ফিরিয়া,
নিশ্চিন্ত থাকিও হেথা!

রাম ও লক্ষ্মণ। যথা আজ্ঞা প্রভু।

(শির নত করণ)

দ্বিতীয় দৃশ্য

মিথিলা—পুষ্করিণীর ঘাট

কলসী কক্ষে নারীগণ

নারীগণের গীত

রাজা বর দেখ্‌বি যদি দেরী করিস না।
দেরী করিস না—দেরী করিস না—সোহাগের অলস কলস ডুবিয়ে নে'না।
সুমুখে কাল বারি তর্ তর্ তর্; আঁচলে বাচাল বাতাস ফর্ ফর্ ফর্!

বুকেতে প্রেমের সাড়া,　　　নয়নে আকুল ধারা ;
মুকুলে ব্যাকুল অলি বসি'ও না ।—
বসিও না বসিও না কোমল প্রাণে আর দাগা দিও না ।
হৃদয়ে ওঠে জ্বালা,
চল চল এই বেলা,
দেখবি সীতার বরে
সখি ! ডুবিয়ে নে'না, ডুবিয়ে নে'না, ডুবিয়ে নে'না ।

ঘাট হইতে পুষ্করিণীর জলে নামিয়া কলসী জল
পূর্ণ করিয়া নারীগণের প্রস্থান

পট পরিবর্ত্তন—রাস্তা

জনৈক ব্রাহ্মণদ্বয়

১ম ব্রাহ্মণ। তাই—বলছি ; একটা জোলাপ টোলাপ নিতে হোয়েছে !

২য় ব্রাহ্মণ। তা আর বলতে ? রাজার ঘরে বিয়ে, আহারের বন্দোবস্তটাও ত তেমনি ! আগে হোতে পেট্টা খালি কোরে না রাখলে—

১ম। দিস্তে দিস্তে লুচীর শ্রাদ্ধ কোর্ব্বে কে? আবার খেতে বসে যদি দমপুরে খেতে না পারি—সে দুখ্যু—

২য়। মলেও যাবে না ! তা বিয়েটা-

১ম। বিয়েটা নয় হে, বিয়ের গাদাটা !

২য়। সে কি রকম ?

১ম। কেন শুন নাই নাকি ? ওঃ ! তুমি দেখছি এখনও মায়ের পেটেই আছ !

২য়। আর তুমি না হয়, চাল্পা নিয়ে বেরিয়েছ। এখন— বিয়ের গাদাটা কি রকম শুনি ?

১ম। ঐযে, যে ছেলেটা 'মড়াস্' কোরে ধনু ভেঙ্গে দিলে— তাকে বিয়ে কর্‌তে বলায় ব'ল্লে কি—"আমরা চার ভাই একঘরে চারজনেই বিয়ে কর্‌বো। একসঙ্গে যে চার্‌টী মেয়ে দান কর্‌তে পার্‌বে তার ঘরেই, অন্য কোথাও নয়!" রাজা'ত ভেবেই অস্থির! একটা নয়—দুটো নয়—একবারে চার-চারটে—

২য়। সর্ব্বনাশ! তারপর—তারপর—

১ম। আরে—শুনে যাও না! এ—ত আর রসগোল্লা নয় যে 'গব্ গব্' গিলে দেবে—আর গাছের ফল নয় যে একটার জায়গায় আর দু'টো পেড়ে দেবে! এ একবারে টুক্‌টুকে মেয়ে! রাজা ত হাল ছেড়ে দিয়েই বসে ছিল, ভাগ্যিস্ ভট্‌চাজ্জী মশায় একটা উপায় কোরে দিলে তাই রক্ষে!

২য়। কি উপায় কোল্লে ? মেয়ে তৈরী কোরে দিলে বুঝি ?

১ম। তোমার মুখে পিণ্ডিদিলে! রাজার মাথাটা গোলমাল হোয়ে গিয়েছিল কিনা ? তার যে দুটো ভাইঝি আছে—তা বোধ হয় মনেই ছিল না। ভট্‌চাজ্জী সেটী মনে পড়িয়ে দিলে ব্যস হোয়ে গেল! রাজার দু মেয়ে আর দু ভাইঝি; করনা বাপু কত বিয়ে কর্‌বি ?

২য়। তা হলে মাছটা খেলিয়ে খেলিয়ে ধারকে এনে খুলে যেতে বসেছিল ?

১ম। অবিকল! অবিকল! আর একটু হোলেই জোলাপ নেওয়াত আর কি ?

২য়। তা বিয়েটা—থুড়ি—বিয়ের গাদাটা কবে হচ্ছে হে ?

১ম। এই বরকর্ত্তা এলেই—

২য়। তার আসবার দেরী আছে নাকি ?

১ম। কিছুনা—এতক্ষণ বোধ হয় এসে প'ড়েছে !

২য়। বেশ ! বেশ ! কই হিসেব কর দেখি পেটে ক'টা যায়গা কর্‌তে হবে !

১ম। এই ধরে নাও লুচি, তারপর ধরে নাও ডাল, তরকারী, ফল, ফুলরী ; তারপর ধর বঁদে, গজা, ক্ষীরমোহন ; আর ধর পানতুয়া, জিলাপী ; ধরছ ত ? আর ধর মতিচুর, মালপোয়া।

২য়। [উদরের স্থানে স্থানে হস্তার্পণ করিয়া] লুচী, ডাল, তরকারী ; ফল, ফুলরী, বঁদে, গজা, ক্ষীরমোহন, পানতুয়া আর যে কুলোয়না হে ?

১ম। উপরে চাপাও—উপরে চাপাও।

২য়। (ক্রমাগত উপর দিক দেখাইয়া) জিলাপী, মতিচূর, মালপোয়া

১ম। ধর—দই-চাট্‌নী

২য়। দই-চাটনী একবারে গলায় গলায় যে হে ?

১ম। তা-নয়ত কি এমনি ? আর ধর—

২য়! আবার কোথায় ধর্‌বো ?

১ম। ট্যাঁকে ধর ট্যাঁকে ধর ! কিবা গোল গোল চক্‌চকে মন ভুলানো রূপ !

২য়। আরে চুপ চুপ ! কেও কেড়ে নেবে !

১ম। এখনও পাওনি যে হে ?

২য়। ও পাওয়াই ধর, তা ছাড়া, ও যে রকমের জিনিষ নামে ভূত আসে ! যাক, এখন চল একটা মুষ্টি যোগের ব্যবস্থা দেখা যাক।

১ম। তা হ'লে ঐ হর্ত্তকীর বনটা দিয়ে ঘুরে যাই চল।

তৃতীয় দৃশ্য

মিথিলা—জনকের সভাগৃহ

বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ, দশরথ, জনক ও শতানন্দ।

দশরথ। (বিশ্বামিত্রের প্রতি) মূল এর তোমার করুণা!
আশাতীত সুখ সৌধ শিরে'—
উপনীত দশরথ আজ
শুধু তব কৃপাবলে দেব!
শ্রীচরণে অপরাধী আমি,
অনুতপ্ত চিরদিন তরে
তব সনে করি প্রতারণা!
ক্ষম প্রভু পূর্ব্ব অপরাধ;
তোমারই মহিমা বলে
চিরোন্নত সূর্য্যকুল-শির!

বিশ্বামিত্র। ভুলে যাও অযোধ্যা ঈশ্বর!
অতীতের কোলে
যাহা ঢেকেছে বদন
এমন সুখের দিনে
আকর্ষণ কোরনা তাহায়,
পুত্র নয়
লভিয়াছ চতুর্ব্বর্গ ফল
লভেছ ধরায়
তুমি সার্থক রতন।

শতানন্দ।　বুঝিয়াছি এতদিন পরে,
কি মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে
প্রেরণ করিয়াছিল—
ভীষণ কার্ম্মুক,
ভার্গবের করে, চন্দ্রচূড়।
অযোনি সম্ভবা বামা
জনক-তনয়া
স্বয়ং কমলাদেবী
ত্রিদিব জননী!
বিনা সে ত্রিলোক পিতা
অন্য সনে পরিণীতা—অতি অসম্ভব!
দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠ ভবে ;—মিথিলা ভবন।

জনক।　অযোধ্যা কেতন!
সৌভাগ্য আমার
তোমার কুমারগণে
লভিনু জামতা!
পাইনু তোমায় ভবে
বৈবাহিক রূপে!
স্বপ্নেও ছিল না আশা
এমন সুখের সিন্ধু
উথলিবে হৃদয়ে আমার।
ভাগ্যে মোর
আছে হেন বিধাতৃ-বিধান।

দশরথ।　বড় প্রীত সৌজন্যে তোমার!

সম-সুখে সুখী আমি ;
প্রতিষ্ঠিত হোয়ে আজ
চন্দ্রবংশ সমুদ্ভুত—
জনকের বৈবাহিক পদে।
লভিতেছি
পুত্রবধু-রূপে যাহাদের
সকলেই রূপে লক্ষ্মী
বীণাপাণি গুণে!

শতানন্দ। আর কেন বৃথা কালক্ষেপ ?
হোক এবে
বিবাহের দিন নিরূপণ!

বিশ্বামিত্র। নিশ্চয়!
শুভকার্য্যে কালক্ষেপ
অতি-অনুচিত!

বশিষ্ঠ। হোক অগ্রে
উপনয়ন কার্য্য-সমাধান।
তার পরে,
স্থির হবে বিবাহের দিন!
এখনও কুমারগণ
না পেয়েছে যজ্ঞ-উপবীত!

বিশ্বামিত্র। ঠিক কথা!
উপনয়ন কার্য্য হবে
আগে সমাপন।

কিন্তু, ক্ষতি নাই
দিনস্থির করিয়া রাখিতে !
হে বশিষ্ঠ, আচার্য্য প্রধান !
বিবাহের শুভদিন
শুভলগ্ন কর নিরূপণ
অবশ্য মধ্যেতে রাখি,
উপবীত ধারণের যথেষ্ট সময় !

বশিষ্ঠ। (পঞ্জিকা দেখিয়া)
বুধবার দশম দিবসে
বিবাহের দিন আছে
অতীব উত্তম।
প্রহরেক রাত্রি পরে
পুনর্ব্বসু কর্কটেতে—হইয়া মিলন,
কন্যালগ্ন করিবে সৃজন।
এই লগ্নে হইলে বিবাহ
অসম্ভব স্ত্রীপুরুষেবিচ্ছেদ জীবনে।
চিরসুখে কেটে যায়
দাম্পত্য জীবন !

বিশ্বামিত্র। পরিণয়ে শ্রেষ্ঠ দিন ইহা,
দশরথ ! কিবা অভিমত তব ?

দশরথ। সমর্পিত সকলই আমার
বিশ্বামিত্র-বশিষ্ঠ চরণে !

বিশ্বামিত্র। শুনি তব অভিমত—রাজর্ষি জনক ?

জনক। আনন্দিত আমি, ঋষি !

চতুর্থ দৃশ্য

স্বর্গ পথ

শনি

শনি। দেখছি, দেবরাজের পাগল হবার আর বেশী দেরী নাই! রাম 'হরধনু' ভঙ্গ কোরেছে, রাম সীতায় বিয়ে হবে—তাই আনন্দে অধীর হোয়ে 'চট্‌পট্' নর্ত্তকীদের নিয়ে আস্‌তে হুকুম কোরলেন—ভাব্‌লেন 'রাবণ রাজা এইবার মরেছে!' আরে ছি! এইটা কি রাজার মত বুদ্ধি হোলো? ধনুক ভেঙ্গে বিয়ে কোল্লেই যদি রাবণ মরে তবে দাওনা বাপু, আমার গণ্ডাকতক বিয়ে দিয়ে! আমি যে কোরেই হোক তোমার 'বাজ'টা ভেঙ্গে দিচ্ছি! কি আর বোলব, উর্ব্বশী ছুঁড়িটা দেবরাজের মাথাটাকে একবারে 'উড়িয়ে' দিয়েছে! ছুঁড়ী যখন আঁচল খানা উড়িয়ে হাত নেড়ে দেববাজের কাছে দাঁড়ায়—ইস্, তখন আর তাঁকে পায় কে? তখন প্রেমে 'ঢলঢল' আঁখি 'ছলছল' আর দেবরাজ 'গেল গেল'! একেই বলে "মা বিয়েলোনা বিয়েলে মাসি—আর ঝাল খেয়ে মোলো পাড়াপড়শী" কত শত গুজরে গেল—এখন কিনা—বিয়ে—পৈতে অন্নপ্রাশন চূড়াকরণ ইত্যাদির দোহাই দিতে আরম্ভ করেছে! বিকারের পূর্ব্ব লক্ষণ যা—এও ঠিক তাই! যাক, প্রেমময়ীদের ত নিয়ে আসি। রাজার হুকুম—তামিল করা আগে—অন্য কথা পরে। (প্রস্থানোদ্যত)।

ইন্দ্র। নেপথ্যে) শনি! ([illegible] ফিরিল)

শনি। এই রে এসে পড়েছে—আর তর সইল না! এই যে যাচ্ছি দেবরাজ!

ইন্দ্রের প্রবেশ

ইন্দ্র। আর যেতে হবে না শনি! তার চেয়ে যদি একবার চন্দ্রকে ডেকে দাও—তা'হলে বড় ভাল হয়। আমি না হয় এইখানে একটু অপেক্ষা করছি।

শনি। একবার কেন? দশবার ডেকে দিতে পারি। কিন্তু, আর কি তাকে পাওয়া যাবে? সে বোধ হয় এতক্ষণ উদয়াচলে!

ইন্দ্র। না। তার যেতে দেরী আছে—হ্যাঁ—এখনও প্রায় তিন দণ্ড বাকী। তুমি যাও—হয়ত সে নন্দন কাননের দিকে বেরিয়ে পড়বে। আমাদের সেইরূপই কথা ছিল! যাও শনি, বিশেষ অনুরোধ—একটু শাগগীর যাও।

শনি। অনুরোধ কি দেবরাজ? আমি এখনই ডেকে নিয়ে আস্ছি। (জনান্তিকে) একি বাবা! পঞ্চম থেকে কড়ি মধ্যম বাদ দিয়ে, একবারে কোমলে নেমে গেল যে? ব্যাপারটা কিছু ঘোরাল বোলেই বোধ হচ্ছে।

[প্রস্থান

ইন্দ্র। স্বর্গের রাজা আমি! কোথায় শান্তির ক্রোড়ে সুখে নিদ্রা যাব—তা না হয়ে সর্ব্বদা অশান্তি আগুনে পুড়ে মরছি। বীরপনা হৃদয় হোতে কোথায় চলে গিয়েছে—তার স্থান পূর্ণ কোরেছে একটা ঘৃণিত কাপুরুষতা! ভয়হীন অন্তরে বিরাজ করছে—শুদ্ধচিরভীতির বীভৎস মূর্ত্তি। উঃ যে শাখাটার আশ্রয় অবলম্বন করছি সেইটাই যেন ব্যঙ্গপূর্ণ ভ্রূকুটী দেখিয়ে ভেঙ্গে পড়তে যাচ্ছে।

(শনি সহ চন্দ্রের প্রবেশ)

চন্দ্র। আমায় ডেকেছেন দেবরাজ!

ইন্দ্র। এসেছ' নিশাপতি? বিশেষ প্রয়োজনে তোমায় ডেকে

পাঠাতে বাধ্য হোয়েছি, নন্দন কাননে যাবার কথা ছিল সেটাও হোয়ে উঠলো না, হঠাৎ পিতামহের নিকট একটা কথা শুনে বড় ভাবনায় পড়েছি !

চন্দ্র। কি কথা শুনেছেন দেবেন্দ্র !

ইন্দ্র। রাম সীতার বিবাহের এমন লগ্ন স্থির হোয়েছে যাতে বিবাহ হোলে স্ত্রী পুরুষে কখনও বিচ্ছেদ হয় না ; যদি রাম সীতায় বিচ্ছেদ না হয় তা হ'লে দাসত্ব-মোচনের ত কোন উপায় নাই !

চন্দ্র। সর্ব্বনাশ ! এর কি কোন প্রতিবিধান নাই ?

ইন্দ্র। আছে। তাও সৃষ্টিকর্ত্তা বলে দিয়েছেন, কিন্তু সেটা শুদ্ধ তোমার দয়ার উপর নির্ভর করছে !

চন্দ্র। আমার দয়ার উপর নির্ভর করছে ? সে কি কথা ? আমাদের দাসত্ব মোচনের জন্য আপনার আদেশ মত—আমি যথা সাধ্য করতে প্রস্তুত।

ইন্দ্র। ধন্যবাদ ! তবে শুন, বিবাহ-লগ্নের কিছুক্ষণ পূর্ব্বে তোমায় নর্ত্তক বেশে মিথিলায় যেতে হবে। যেখানে কর্ম্মকর্ত্তরা থাকবেন সেইখানে কিছুক্ষণ নৃত্যগীত করতে হবে ; তোমার নৃত্যগীতে তাঁরা এত মোহিত হবেন যে বিবাহের লগ্ন বলে তাঁদের মনেই থাকবে না, দেখতে দেখতে লগ্ন অতীত হোলেই তুমি চলে আসবে, ব্যস্ হোয়ে গেল ! পরে অন্য লগ্নে বিবাহ হোলে আর কোন ভয় থাকবে না।

চন্দ্র। উত্তম ! আমার কোন অমত নাই।

ইন্দ্র। তবে এসো এ সম্বন্ধে আর যা বক্তব্য আছে বলবো।

[ইন্দ্র ও চন্দ্রের প্রস্থান

শনি। ও বাবা ! এযে মিলন না হোতেই বিরহ ! ঐ পিতামহের কথাও যা আর আমার কথাও তা' ; রাবণ বিনাশ কি বিয়ে

পৈতের কাজ? এতদিন ভেবে—এত মাথা খেলিয়ে শেষকালটায় হোলো কিনা এই? দূত্তোর! ওদিকেই যাব না। কিন্তু, চন্দ্র দেখ্‌ছি আচ্ছা উল্টো প্যাঁচে পড়েছে! যাচ্ছিলেন নর্ত্তকীদের নাচ দেখ্‌তে— সেদিকে বাঁয়ে শূন্য পড়ে গেল, এখন চল্লেন সেজে গুজে নাচতে।

পঞ্চম দৃশ্য

মিথিলা—জনকের বহির্ব্বাটী

বিশ্বামিত্র, দশরথ, জনক, বশিষ্ঠ, শতানন্দ ও হারাধন।

জনক। সকলকেই নিমন্ত্রণ করা হোয়েছে ত হারাধন?

হারাধন। আজ্ঞে সকলকেই করা হোয়েছে—কেউ বাদ পড়েনি

জনক। উত্তম! আরি একবার যাও, সকলকে বলবে তাঁরা একটু শীগ্‌গীর এসে বিবাহ সভায় যোগদান কোল্লে পরম সুখী হব।

হারাধন। যে আজ্ঞা— (শিরনত করণ ও গমনোদ্যত)

জনক। আর শোন, যাবার সময় ভিতর দিয়ে যাও। বিবাহের আয়োজনে যারা লিপ্ত তাদিকে বোলো, শীগগীর যেন সমস্ত ঠিক করে নেয়।

হারাধন। যে আজ্ঞা, [শিরনতকরণ ও প্রস্থান

জনক। লগ্নের আর কত দেরী, আচার্য্য?

শতানন্দ। দেরী আছে। তবে সবদিকেই একটু তৎপর হোতে হোয়ছে।

দশরথ। তবু যা হোক, কম রাত্রিতেই এমন লগ্ন পাওয়া গিয়েছিল—নয় ছেলে মেয়েগুলো বড় কষ্ট পেতো!

বশিষ্ঠ। আমায় আর একবার কন্যাদের নামগুলি বলে দেন ত রাজর্ষি! আমি ভুলে যাচ্ছি।

জনক। সীতা, উর্ম্মিলা, মাণ্ডবী আর শ্রুতকীর্ত্তি।

বশিষ্ঠ। বেশ বেশ! রাম—সীতা, লক্ষ্মণ—উর্ম্মিলা, ভরত—মাণ্ডবী, শত্রুঘ্ন—শ্রুতকীর্ত্তি! কেমন এইত?

জনক। হ্যাঁ।

বিশ্বামিত্র। তবে আর দেরী কেন? চলুন, সকলে মিলে বিবাহ স্থলে যাই—সব দেখে শুনে নিতে হবে ত? একসঙ্গে চারটী বিবাহ সারতে হবে! আনন্দও যেমন—উদ্বিগ্নতাও ত তেমনি!

শতানন্দ। সেদিকে উপযুক্ত লোক বন্দোবস্ত আছে। কোন ভাবনা নাই।

(নর্ত্তকবেশী চন্দ্রের প্রবেশ)

চন্দ্র। মিথিলা রাজের জয় হোক!

জনক। কে তুমি? কোথা হোতে আসছ?

চন্দ্র। মহারাজ! আমি নৃত্যগীত ব্যবসায়ী। শুনলাম মহারাজের কন্যায় বিবাহ—তাই নাচ গান কোরে কিছু পাবার আশা কোরেই এসেছি!

(জনক বিশ্বামিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন)

বিশ্বামিত্র। অনুমতি দাও রাজা! আজকের দিনে বরো প্রার্থনা অপূর্ণ রেখোনা।

জনক। আচ্ছা তুমি নৃত্যগীত আরম্ভ কর। দেখতে শুনতেকিন্তু আমাদের বেশী সময় নাই। যত শীঘ্র হয়—

চন্দ্র (নৃত্যগীত)

গীত।—

মলয় বাতাসে, প্রণয় উচ্ছ্বাসে, অমল ধবল চাঁদিমা হাস্তে,
সুচারু আস্তে ধরিয়া হাস্ত, এস সখা তুমি এস হে :—
বিমল কিরণে, অজ্ঞান তিমির, নাশ সখা তুমি নাশ হে !
তপ্ত জীবন অভিশপ্ত সদা, মত্ত বাসনা দেয় শুধু বাধা ;
অবাধে বলিতে, উল্লাসে গাহিতে, তোমার মহিমা গান,
ঝঙ্কারি ওঠ সুমধুর তানে, ভেসে যাক মানা মান :—
মিশে যাক শুধু তোমাতে সকলই বিশ্বের যাহা আছে হে !!

সকলে। মধুর ! মধুর ! আচ্ছা আর একবার ঘুরিয়ে গাওনা হে ?

চন্দ্র। যে আজ্ঞে—[উপরি উক্ত গীতের দুই এক ছন্দ পুনরাবৃত্তি করিয়া পুনরায় কিছুক্ষণ নৃত্যগীত করিল।]

জনক। উত্তম ! নাও তোমার পারিতোষিক—আমরা বেশ সন্তুষ্ট হোয়েছি (পুরস্কার প্রদান)

চন্দ্র। জয় হোক

[চন্দ্রের প্রস্থান

(হারাধনের পুনঃ প্রবেশ)

জনক। সংবাদ কি হারাধন ?

হারাধন। রাত্রি নয় দণ্ডের বেশী হ'য়েছে ! (সকলের চঞ্চলভাব)

জনক। বল কি ? আচার্য্য, আচার্য্য ! লগ্ন কখন ?

বশিষ্ঠ। অ্যাঁ—বেশী ? তবে ত লগ্ন উত্তীর্ণ।

দশরথ। তা কি ? এখন উপায় ?

শতানন্দ। লোকটা এমন নাচগান সুরু কোল্লে যে কারু কিছু মনে রইল না।

বিশ্বামিত্র। আর ভেবে লাভ কি? যা হবার তাত হ'য়েছে, সবই প্রজাপতির ইচ্ছা। বশিষ্ঠ দেব! আজ আর কি কোন লগ্ন নাই?

বশিষ্ঠ। থামুন দেখি। (পঞ্জিকা দেখিয়া) আছে আছে। একটু পরেই আর একটা লগ্ন আছে। প্রথম লগ্নের মত না হ'লেও নেহাত মন্দ নয়।

বিশ্বামিত্র। বাঁচা গেল! চলুন আর কালক্ষেপ করা উচিত নয়। সেইখানে গিয়ে যা হয় হবে—একটু অপেক্ষা কর্‌তে হয় সেইখানেই কর্‌বো।

ষষ্ঠ দৃশ্য

রাজপথ—মিথিলা

ব্রাহ্মণদ্বয়

১ম। এসহে—তোমার যে আঠারো মাসে বছর দেখছি!

২য়। অত তাড়া তাড়ি কিসের হে?
ভোজ কি পালাচ্ছে নাকি?

১ম। তোমার বুদ্ধিই এমনি! একবারে পাতা পেড়ে বোসলে লোকে বলবে কি? একটু আগে হ'তে গেলে পাঁচজনার মাঝে একজন হ'য়ে বিয়েটা দেখাও হবে আর পরে দক্ষিণ হস্তের যোগাড়টাও বাদ যাবে না।

২য়। ঐ টে বাদ না পড়লেই সবদিক বজায় রইল !

১ম। আচ্ছা, বেরিয়ে আস্‌তে তোমার এত দেরী হ'লো কেন বল দেখি ?

২য়। দেরী কোথায় হে ? রাজার লোক যেমনই ডেকেছে—অমনি বেরিয়েছি। তবে কি জান—ঐ কবরেজ মশায়ের বাড়ী-টা দিয়ে একটু ঘুরে আস্‌তে হ'লো কি না, তাই দেরীই বল আর যাই বল সামান্য হ'য়েছে। কবরেজ মশায় আমাকে বেশ খাতির-টাতির করেন, লোকটিও ভাল ; ভাবলুম—বুড়ো মানুষ—রেতের বেলা—যদি বিয়েটা দেখ্‌তে যান তা, সঙ্গে করেই নিয়ে যাই।

১ম। হেঁ্যা—হেঁ্যা তা নিয়ে যাবে বই কি ? আর ফিরবের সময়েও ত তোমার দু'চারটে 'মহাশঙ্খ' বটীর দরকার হবে শুধুই 'গব্‌ গব্‌' গিললে ত চলবে না ; হজম করা চাইত ?

২য়। দুত্তোর ! ওসব কি ? খাওয়ার আগেই হজমের ভাবনা ? 'অযাত্রা অযাত্রা' !

১ম। না হে না, 'অযাত্রা' নয়। কাজ এগিয়ে রাখাই ভাল !

তুমি যে রকম পেটরোগা—কব্‌রেজকে এখন হ'তে বাগিয়ে রাখতে পার্‌লে—

২য়। বেশী বাড়াবাড়ি ক'রো না ব'লে দিচ্ছি। লোকে শুন্‌লে কি মনে করবে বল দেখি ? আমি খেতে পার্‌বো—হজমের ভাবনাটা বুঝি তোমার ? (কৃত্রিম রোষ প্রকাশ করিল)।

১ম। আঃ ! অত রাগ কর কেন ভায়া ? হ'লেই বা তুমি একটু পেট-রোগা ; এমন ভোজটা কি ছাড়া যায় ? এই দেখনা আমারও মাথাটা ধরেছিল—বিছানায় কাপড় মুড়ি দিয়ে পড়েছিলুম—রাজার

লোক যেমনি ডেকেছে, আর অমনি ছোট্—তখন কোথায় বা মাথা ধরা আর কোথায় বা আমার কাপড় মুড়ি !

২য়। হ্যাঁ—হ্যাঁ। বল ভায়া—(প্রসন্নভাবে ১ম ব্রাহ্মণের দিকে দৃষ্টি)।

১ম। বলতে কি আর বাকী আছে হে—বন্ধু ছাড়া এমন শুন্‌তে খারাপ—অথচ কাঁটায়-কাঁটায় সত্যি কথাগুলি ব'লবে কে ?

২য়। আহা-হা, তা বই কি ? আচ্ছা হাঁহে, জামাইদের নামগুলো বল্‌তে পার—রাজার নাম ত শুনলুম 'দশরথ' !

১ম। বেজায় বিদঘুটে নাম হে—তবে বড়টীর নামটি সাদা, বলতেও কষ্ট নাই, শুনতেও কষ্ট নাই—নামটী কোরলেই কেমন আনন্দ হয়—আবার তার এক একটী কাজের কথা শুনলে অবাক হ'তে হয়, তার নামটি কি শুন্‌বে ?—'রাম',—কেমন নাম বল দেখি ? যাক এখন এস সেইখানেই সব শুনবে। দেরী হ'য়ে যাচ্ছে।

(ব্যস্তভাব)

২য়। থাম থাম।

১ম। আবার কি হ'লো ?

২য়। বিশেষ কিছু নয়। আর একবার ঘরে যেতে হবে।

১ম। তা করতে ওদিকে সব সাবাড় হ'য়ে ব'সে থাকবে।

২য়। না-না দেরী আছে। তুমি একটু দাঁড়াও আমি ছেলেটাকে নিয়ে আসি নয়ত গিন্নি ঘর ঢুকতে দেবে না।

১ম। না দেয় গলায় দড়ি দিয়ে মোরো !

২য়। ওহে শুন শুন। গিন্নি সকাল থেকে ব'লে রেখেছিল যে যাবার সময় ছেলেটাকে নিয়ে যেয়ো।

১ম। তাই তোমার এত শীগগীর মনে পড়লো ! হবেনা হবেনা

তোমার যা খুসী তাই কর আমি চল্লুম। (প্রস্থানোদ্যত, ২য় ব্রাহ্মণ কাপড় ধরিয়া আটকাইল)।

২য়। আমার মাথা খাও একটু থাম।

১ম। ছাড় ছাড় (টানাটানি আরম্ভ করিল, ইত্যবসরে নেপথ্যে বিবাহ শেষ সঙ্কেত শঙ্খ ও হুলুধ্বনি ইত্যাদি হইতে লাগিল) ঐ ঐ হ'য়ে গেল—চলোয় যাক ছেলে—এস এস ছুটে এস।

[দ্বিতীয় ব্রাহ্মণকে টানিয়া লইয়া দ্রুত প্রস্থান]

সপ্তম দৃশ্য

মিথিলা—রাজপ্রাসাদ কক্ষ

[একাসনে রাম-সীতা]

বিশ্বামিত্র

বিশ্বামিত্র। নয়ন! সার্থক হও।
আকাঙ্ক্ষা পূরিয়া দেখ
একাসনে, মনপ্রাণ বিমোহিনী
যুগল মূরতি!
যার তরে
পাগলের প্রায় এতদিন
ঘুরিতেছ বুকে আশা ল'য়ে।
মিথিলা হ'য়েছে আজ
দ্বিতীয় গোলক!

সৌভাগ্য অতুল তব
বিশ্বামিত্র ঋষি !
কঠোর তপস্যা ফল
পূর্ণ এতদিনে !
দেখিলে নয়ন ভরে'
—লক্ষ্মীসনে চিরারাধ্য ধনে !
অভিনব এ বিবাহের
তুমিই ঘটক !—
মরি ! মরি !
শোভার আকর ভবে
এ যুগ্ম মূরতি !
একাসনে সীতারাম
রাজিছে মধুর,
জলধর কোলে
যেন স্থিরা সৌদামিনী !
সংসারের কুটিল চক্রান্তে
ঘূর্ণিত হে নশ্বর মানব !
দেখে নাও প্রাণভরে'
বিশ্বময়-বিশ্বময়ী,—
অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য !
অনন্ত তপস্যার ফলে
ঘটিবে না জন্মান্তরে যাহা !
যুগ্মমূর্ত্তি পানে
কর নয়ন অর্পণ

বৈদ্যুতিক আকর্ষণে
টেনে নেবে—
জীবনের যত শোক জ্বালা !
বসুমতি, ধন্য তুমি
বক্ষে ধরে এহেন রতন !
অনাবিল শান্তিধারা
বর্ষে আজ সর্ব্বাঙ্গে তোমার।
আনন্দের স্রোতে ভেসে
একবার বল ভাই সব
হ'য়ে যাবে পূর্ণ মনস্কাম
বল তবে প্রাণ ভরে
"জয় জয়—জয় সীতারাম"

যবনিকা পতন

অভিমত

ঝরিয়া রাজ উচ্চইংরাজি বিদ্যালয়ের সুযোগ্য হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ মহোদয় লিখিয়াছেন :—

শ্রীযুক্ত গৌরগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "মিথিলায় ভগবান" নামক নাটকখানি পাঠ করিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিলাম। "রামের বিবাহ" এই পৌরাণিক ঘটনা অবলম্বনে নাটক খানি লিখিত। নবীন লেখকের লেখনী-চাতুর্য্যে ও ঘটনাসন্নিবেশ কৌশলে এই অতীব পুরাতন বিষয়ও পাঠকের চিত্তাকর্ষক হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। সাহিত্য-ক্ষেত্রে লেখকের এই সর্ব্বপ্রথম প্রচেষ্টা, কিন্তু পুস্তকখানি পাঠ করিলে ভাষার লালিত্য ও প্রাঞ্জলতা ভাবের সমাবেশ ও বর্ণনা কৌশলে মুগ্ধ হইয়া যাইতে হয় এবং মনে হয় নাটকখানি কোন লব্ধ প্রতিষ্ঠ প্রবীণ সাহিত্যিকের লেখনীসূত। নাটকখানি রঙ্গালয়ে কিরূপ যশ ও কৃতকার্য্যতা লাভ করিবে বলিতে পারি না কিন্তু সাহিত্য হিসাবে "মিথিলায় ভগবান" লেখকের যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিতেছে। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই নবীন লেখকের উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

ঝরিয়া
২০শে জানুয়ারী ১৯২৬ } সাক্ষর—শ্রীরমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
হেডমাষ্টার ঝরিয়ারাজ হাইস্কুল ঝরিয়া—

ময়মনসিংহ গৌরপুরের জমিদার ও বঙ্গীয় লেজিস্ লেটিভ কাউনসিলের মেম্বর শ্রীল শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর পুত্র শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী—বি-এ, র ভূতপূর্ব্ব গার্জ্জেন টিউটার বহুদর্শী শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় লিখিয়াছেন :

"মিথিলায় ভগবান" শ্রীযুক্ত গৌরগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত মেজেডিহী বর্দ্ধমান।

আজ বহুদিন পরে উপরিউক্ত পঞ্চাঙ্ক নাটকটী পাঠ করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিলাম। নামটী যেরূপ শ্রুতিসুখকর ও উপাদেয় দেওয়া হইয়াছে নাট্টোল্লিখিত ভগবান [শ্রীরামচন্দ্রের, ও নারীকুল] শিরোমণি সীতাদেবীর চরিত্র-মাধুর্য্যও সেইরূপ সুষ্ঠুরক্ষিত হইয়াছে। ভগবৎপ্রেমে প্রেমিক ও তদভাবে ভাবিত না হইলে এরূপ গ্রন্থ যে সে হাত হইতে বাহির হওয়া সম্ভবপর নহে। লেখক এরূপভাবে দৃশ্যের পর দৃশ্যগুলির সমাবেশ করিয়াছেন যে পর পর দৃশ্যে কি কি প্রতিফলিত হইয়াছে জানিবার ও দেখিবার জন্য পাঠকের মনে স্বতঃই একটা উৎকণ্ঠা ও ঔৎসুক্য আনয়ন করে। ভগবান রামচন্দ্রের পরদুঃখকাতরতা ও লক্ষণের অনুপমেয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আজ্ঞানুবর্ত্তিতা—শৈশব হইতেই পরিস্ফুট চিত্রটী নাটককারের সুনিপুণ তূলিকা হস্তে অঙ্কিত হইয়া গ্রামবাসী বালকগণের বেশ শিক্ষাপ্রদ হইয়াছে।

ভগবান বিশ্বামিত্রের সহিত বালক রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের নৌকাযোগে গঙ্গাপার দৃশ্যটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নাবিক সারল্যের প্রতিমূর্ত্তি ভাবে চিত্রিত হইলেও তাহার ভক্তি রসাশ্রিত কথাগুলি শুনিলে হৃদয় দ্রব হইয়া যায়—দরবিগলিতনেত্রে তাহাকে আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা করে। এই দৃশ্যে নব্য নাটককার তূলিকা-চালন-নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন।

সহজ কথায় ইহা "হর ধনুর্ভঙ্গ" বা রামের বিবাহ হইলেও সাধারণকে আমরা ইহা একবার পাঠ করিতে অনুরোধ করি। ইহা যে আধুনিক থিয়েটারে অভিনীত হইবার উপযোগী তাহা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারা যায়।

টাড়রা
মিহিজাম পোঃ

স্বাক্ষর—**শ্রীবসন্ত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়**

অভিমত

ঝরিয়া রাজ উচ্চইংরাজি বিদ্যালয়ের সুযোগ্য হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ মহোদয় লিখিয়াছেন :—

শ্রীযুক্ত গৌরগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "মিথিলায় ভগবান" নামক নাটকখানি পাঠ করিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিলাম। "রামের বিবাহ" এই পৌরাণিক ঘটনা অবলম্বনে নাটক খানি লিখিত। নবীন লেখকের লেখনী-চাতুর্য্যে ও ঘটনাসন্নিবেশ কৌশলে এই অতীব পুরাতন বিষয়ও পাঠকের চিত্তাকর্ষক হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। সাহিত্য-ক্ষেত্রে লেখকের এই সর্ব্বপ্রথম প্রচেষ্টা, কিন্তু পুস্তকখানি পাঠ করিলে ভাষার লালিত্য ও প্রাঞ্জলতা ভাবের সমাবেশ ও বর্ণনা কৌশলে মুগ্ধ হইয়া যাইতে হয় এবং মনে হয় নাটকখানি কোন লব্ধ প্রতিষ্ঠ প্রবীণ সাহিত্যিকের লেখনীসৃত। নাটকখানি রঙ্গালয়ে কিরূপ যশ ও কৃতকার্য্যতা লাভ করিবে বলিতে পারি না কিন্তু সাহিত্য হিসাবে "মিথিলায় ভগবান" লেখকের যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিতেছে। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই নবীন লেখকের উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

ঝরিয়া
২০শে জানুয়ারী ১৯২৬

সাক্ষর—শ্রীরমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
হেডমাষ্টার ঝরিয়ারাজ হাইস্কুল ঝরিয়া—

ময়মনসিংহ গৌরপুরের জমিদার ও বঙ্গীয় লেজিস্ লেটিভ কাউনসিলের মেম্বর, শ্রীল শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর পুত্র শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী—বি-এ, র ভূতপূর্ব্ব গার্জ্জেন টিউটার বহুদর্শী শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় লিখিয়াছেন :

"মিথিলায় ভগবান" শ্রীযুক্ত গৌরগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত মেজেডিহী বর্দ্ধমান।

আজ বহুদিন পরে উপরিউক্ত পঞ্চাঙ্ক নাটকটী পাঠ করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিলাম। নামটী যেরূপ শ্রুতিসুখকর ও উপাদেয় দেওয়া হইয়াছে নাট্যোল্লিখিত ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের ও নারীকুল শিরোমণি সীতাদেবীর চরিত্র-মাধুর্য্যও সেইরূপ সুষ্ঠুরক্ষিত হইয়াছে। ভগবৎপ্রেমে প্রেমিক ও তদভাবে ভাবিত না হইলে এরূপ গ্রন্থ যে সে হাত হইতে বাহির হওয়া সম্ভবপর নহে। লেখক এরূপভাবে দৃশ্যের পর দৃশ্যগুলির সমাবেশ করিয়াছেন যে পর পর দৃশ্যে কি কি প্রতিফলিত হইয়াছে জানিবার ও দেখিবার জন্য পাঠকের মনে স্বতঃই একটা উৎকণ্ঠা ও ঔৎসুক্য আনয়ন করে। ভগবান রামচন্দ্রের পরদুঃখকাতরতা ও লক্ষণের অনুপমেয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার-আজ্ঞানুবর্ত্তিতা—শৈশব হইতেই পরিস্ফুট চিত্রটী নাটককারের সুনিপুণ তূলিকা হস্তে অঙ্কিত হইয়া গ্রামবাসী বালকগণের বেশ শিক্ষাপ্রদ হইয়াছে।

ভগবান বিশ্বামিত্রের সহিত বালক রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের নৌকাযোগে গঙ্গাপার দৃশ্যটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নাবিক সারল্যের প্রতিমূর্ত্তি ভাবে চিত্রিত হইলেও তাহার ভক্তি রসাশ্রিত কথাগুলি শুনিলে হৃদয় দ্রব হইয়া যায়—দরবিগলিতনেত্রে তাহাকে আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা করে। এই দৃশ্যে নব্য নাটককার তূলিকা-চালন-নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন।

সহজ কথায় ইহা "হর ধনুর্ভঙ্গ" বা রামের বিবাহ হইলেও সাধারণকে আমরা ইহা একবার পাঠ করিতে অনুরোধ করি। ইহা যে আধুনিক থিয়েটারে অভিনীত হইবার উপযোগী তাহা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারা যায়।

টাড়রা
মিহিজাম পোঃ } স্বাক্ষর—**শ্রীবসন্ত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়**

বিজ্ঞাপন

গ্রন্থকার প্রণীত—

১। **সমালী**—(কবিতা পুস্তক) যন্ত্রস্থ,

শীঘ্রই প্রকাশিতহইবে।

২। **পাঁচ-দুয়ানি**—(গল্পের বই) যন্ত্রস্থ।